মন্দির প্রবেশ

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্‌

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীকৈলাশচন্দ্র মণ্ডল

মাতব্বর-মহাশয়ের করকমলে—

খুড়ো !

চিরদিন আমি তোমার মনুষ্যত্বকে অস্বীকার ক'রে চলেছি—ছুঁস্নে বলে দূরে ঠেলে রেখেছি—তবুও তুমি আমার পদানত।

নাতির বয়সী আমি—তবুও তুমি আমার পায়ের ধূলো নিয়ে জিভে না-ঠেকালে তৃপ্তি পাওনা? কেন এমন করো? তোমার এই বৈষ্ণব-দীনতার সামাজিক কুফল যে কি দাঁড়িয়েছে—তাকি দেখ্‌তে পাও না? তুমি হয়েছ দীন—দরিদ্র, আমাকেও করেছ হীন—স্বার্থপর।

—তোমার সেজোবাবু।

ভণিতা

সহরবাসীরা হয়তো বল্‌বেন—বাঙলা-দেশে অস্পৃশ্যতা-সমস্যা নেই। কথাটা কি সত্যি? সহরে নেই বটে—কিন্তু মুষ্টিমেয় সহরের সমষ্টিই তো সুবৃহৎ বাঙলাদেশটা নয়? সংখ্যানুপাতে সহর—পল্লী-অঞ্চলের একটা অতিক্ষুদ্র নগণ্য অংশ।

হিন্দুর সমাজ-বিধি যে কি ভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে—তা সহরবাসীরা জানেন না। 'মন্দির প্রবেশ' নাটকে আমি কোনো একটি বিশিষ্ট হিন্দু-পল্লীর অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলনের কল্পিত-রূপ আঁক্‌তে চেষ্টা করেছি। এই নাটকের অভিনয় দেখে সহরবাসীরা হয়তো মনে করবেন—অতিরিক্ত বেশভূষা পরিয়ে আমি সেই রূপকে অতিরঞ্জিত ও অসত্য ক'রে তুলেছি। তা' মোটেই নয়। আমি একজন পল্লীবাসী, এবং অস্পৃশ্যতার উগ্রতা সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও আছে অনেক।

ষ্টারের কর্ত্তৃপক্ষ আমার এই নাটকখানি অভিনয়ের জন্য মনোনীত ক'রে আমাকে বিশেষভাবে বাধিত করেছেন।

মন্দির প্রবেশের প্রযোজক শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে নাটকীয় ঘটনারও পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন। এজন্য মুদ্রিত নাটকের সঙ্গে অভিনীত নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে একটু বৈষম্য দৃষ্ট হবে। কিন্তু সখের অভিনয়ে, আমার মুদ্রিত নাটকখানাই খুব সুবিধাজনক হবে বলে মনে করি।

রূপদক্ষ অহীন্দ্রবাবু গেঁজেল রসিকের ভূমিকায় যে সু-অভিনয় করেছেন—তাতে আমার নাটকের গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে। ষ্টারের অন্যান্য ষ্টারশিল্পিগণ, যাঁরা এই নাটকে রঙ্গাবতরণ করেছেন—তাঁদের সকলের কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

জলধরবাবুর—

তিনখানি সদ্যপ্রকাশিত উৎকৃষ্ট নাটক

(রঙমহলে অভিনীত)

একটাকা

আঁধারে আলো

(নাট্যনিকেতনে অভিনীত)

একটাকা

(মিনার্ভায় অভিনীত)

একটাকা

প্রাপ্তিস্থান

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

চরিত্রগণ

লোকনাথ	...	...	নিরুদ্দিষ্ট সন্ন্যাসী।
সোমনাথ	...	...	জমিদার পুত্র।
শিরোমণি	...	...	ঐ প্রতিবেশী।
রসিক	...	...	ভবঘুরে গেঁজেল।
তর্কভূষণ	...	...	পল্লীবাসী ব্রাহ্মণ।
স্মৃতিরত্ন	...	...	" "
দুলাল	...	...	তথাকথিত অস্পৃশ্য।
নটবর	...	...	অস্পৃশ্য ভৃত্য।
পুরোহিত	...	...	বিশ্বনাথ মন্দিরের পূজক
হরনাথ	...	...	সোমনাথের পুত্র।
রাইচরণ	...	...	অস্পৃশ্য মাতব্বর।
রাম কানাই	...	...	ঐ পুত্র।

মাধুরী	...	...	শিরোমণির বিধবা কন্যা।
আদুরী	...	...	ঐ কুমারী কন্যা।
শ্যামা	...	...	লোকনাথের স্ত্রী।
ভৈরবী	...	...	অজ্ঞাত পরিচয়।

মন্দির প্রবেশ

প্রথম অঙ্ক

একটী দৃশ্য

স্থান—কোনো পল্লীগ্রামের দেবমন্দির ও তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ

দৃশ্য—মন্দির মধ্যে বিশ্বনাথ-বিগ্রহ। পুরোহিত ক্রুদ্ধভাবে মন্দির-সোপানে দণ্ডায়মান। মন্দিরের স্বত্বাধিকারী সোমনাথ রায়—কতকগুলি তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির স্ত্রী-পুরুষকে সঙ্গে লইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত।

সোমনাথ। আপনি জানেন—এ মন্দিরের মালিক আমি?

পুরোহিত। হ্যাঁ তা' জানি।

সোমনাথ। তাহলে, আমার অনুরোধ—এদের পূজার দ্রব্যাদি আপনি গ্রহণ করুণ। এরা স্নানান্তে পবিত্র হয়ে এসেছে। হিন্দুর দেবতার কাছে কোনো হিন্দুই অস্পৃশ্য হ'তে পারে না।

পুরোহিত। তোমার পিতার আমল থেকে আমি এ মন্দিরের পুরোহিত। উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই চিরদিন এখানে প্রবেশাধিকার লাভ করেছেন। আমি কখনো, কোনো অস্পৃশ্যকে মন্দির-চত্বরে প্রবেশ

করতে দেখিনি, বা তাদের আনীত ফুলজল ও নৈবেদ্যে বিশ্বনাথের পূজা করিনি—সুতরাং আজও তা পারবো না।

সোমনাথ। দুলালচাঁদ! এ দিকে এসো—(দুলাল নিকটে আসিল) কাল তুমি যে পদ্মফুল ও বিল্বপত্র এনে দিয়েছিলে, তা দিয়ে কি বিশ্বনাথের পূজা হয়নি ?

দুলাল। হ্যাঁ হয়েছে। পুরুৎঠাকুর নিজেই তা' নিয়ে মন্দিরে তুলেছেন—

সোমনাথ। (পুরোহিতের প্রতি) এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি ? দুলালচাঁদ কি অস্পৃশ্য নয় ?

পুরোহিত। নিশ্চয়ই অস্পৃশ্য! তবে, শুনেছি, বিল্বপত্র আর পদ্মফুল অস্পৃশ্য হয় না। কেন যে হয়না, তা' আমি জানি না।

সোমনাথ। আমি জানি। পদ্মফুল সংগ্রহ করতে গেলে সর্পাঘাতে মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে, আর বিল্ববৃক্ষে অত্যন্ত কাঁটা। বিল্বপত্র সংগ্রহ করার মানেই হচ্ছে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হওয়া। অতএব এ দু'টো কষ্ট-সাধ্য কাজে, অস্পৃশ্যদিগকে অধিকার দেওয়ার মধ্যে আপনাদের বিশেষ বিজ্ঞতা ও উদারতার পরিচয় আছে। কি বলেন ?

পুরোহিত। শোনো সোমনাথ! আমি একজন পূজারী ব্রাহ্মণ। দেব-পূজাই আমার বৃত্তি—আমার গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়। আমি কখনই কোনো শাস্ত্রানুশাসন বা লোকাচারকে অমান্য করতে পারি না। তোমার এই সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, পণ্ডিত জনার্দ্দন শিরোমণি, তুমি তাঁর কাছে যাও—

সোমনাথ। কেন, কি দরকার আমার ? আমিই এ মন্দিরের মালিক, আমার মন্দিরে আমি হিন্দুমাত্রকেই প্রবেশাধিকার দান

করবো। যে কোনো হিন্দু তার দেহ-মনের পবিত্রতা নিয়ে, আমার এই মন্দিরে এসে উপস্থিত হবে, আমার বিনীত অনুরোধ—আপনি তাকে ঘৃণা করবেন না। এবং আমার আদেশ—তার পূজার দ্রব্যাদিও গ্রহণ করবেন।

পুরোহিত। তোমার আদেশ?

সোমনাথ। হ্যাঁ, আমার আদেশ। কারণ আমিই এ মন্দিরের মালিক।

পুরোহিত। আমি তোমার পৌরহিত্য পরিত্যাগ করবো তবু কখনো কোনো অস্পৃশ্যের ফুলজল ও নৈবেদ্যে বিশ্বনাথের পূজা করবো না।

সোমনাথ। বেশ, তা'হলে আমি সবিনয়ে বল্‌ছি—আপনি বেরিয়ে আসুন এ মন্দির থেকে। আমি নিজেই বিশ্বনাথের পূজা করবো—

পুরোহিত। বেরিয়ে আস্‌ব? ত্রিশ বছর পরে, আজ আমাকে এ মন্দির থেকে বেরিয়ে আস্‌তে হবে? বাবা বিশ্বনাথ! এইই কি তোমার ইচ্ছা? তুমি কি আমার পূজা আর চাও না? (কাঁদিলেন) আচ্ছা, তাহলে, তুমি একটু অপেক্ষা কর সোমনাথ! আমি জন্মের মত বাবাকে একটা প্রণাম করে আসি। (মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন)

সোমনাথ চিন্তাকুলভাবে মন্দির-সোপানে উপবেশন করিলেন। অদূরে একটি বিল্ববৃক্ষ-মূলে জনৈক সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত মস্তকে জটা, হাতে ত্রিশূল। অস্পৃশ্য হরিজনগণ অনেকেই তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছিল—সন্ন্যাসী গাহিলেন—

জয় বিশ্বম্ভর! বিশ্বনাথ!
বিশ্ব-নিয়ন্তা!
সুন্দর শিব, সৌম্য, শান্ত—
দুষ্কৃতি-হন্তা!

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী
সম বম দম—ত্রিশূলধারী—
হর বম্‌বম্‌ চাহে ভিখারী
—মুক্তির পন্থা।

রসিকলাল চক্রবর্ত্তীর প্রবেশ

রসিক। নাঃ, এ গাঁয়ে আর বাস করা চল্‌বে না, দেখ্‌তে পাচ্ছি। কেউ আমাকে একটা টাকা ধার দিতে পারে না? চাইলেই বলে, হাতে নেই! মিথ্যেবাদী জোচ্চোরের দল! বল্‌না যে হাতে আছে, কিন্তু দেবো না। যেহেতু তুমি গাঁজা খাও। ধার নিয়ে, ধার শোধ দাওনা—বাস্‌—দু'টো সুস্পষ্ট সত্যি-কথা শুনিয়ে দে—পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চলে যাই—

সোমনাথ। এই যে রসিকদা যে—ভাল আছেন?

রসিক। তোমরা কি আর ভাল থাকৃতে দেবে হে ভায়া—এখন সরে পড়তে পারলেই বাঁচি। বলি, একটা টাকা ধার দাও না। কি গো, চুপ করে রইলে কেন? বলো যে হাতে নেই—বলো, বলো, লজ্জা কি?

সোমনাথ। আজ্ঞে আছে—কিন্তু—

রসিক। কিন্তু, আমি ধার নিয়ে ধার শোধ দি' না—এই তো বল্‌তে চাও? তাতে তোমার ক্ষতিটা কি হচ্ছে ভায়া? তুমি যখন হিন্দুর ছেলে—তখন জন্মান্তর বাদে অবিশ্বাস করা তো তোমার উচিত নয়? এ-জন্মে না পাও—পর-জন্মে পাবে। তোমরা লাইফ্‌-ইন্সিওরের প্রিমিয়াম দিতে পারো, অথচ রসিক চক্রবর্ত্তীকে টাকা ধার

দিতে পারো না? তোমরা দেখ্ছি—একেবারেই অহিন্দু হয়ে উঠ্লে!

সোমনাথ। (হাসিতে হাসিতে) এই নিন্ রসিকদা। গাঁজা ফুরিয়ে গেছে বুঝি? (টাকা দিল)

রসিক। চাল-ডাল ফুরিয়ে গেলেও তোমার রসিকদার এত দুর্ভাবনা হয়না। এখনো দেশে অতিথি-সেবা আছে—ধরো আজ দুপুর বেলায় তোমার বাড়িতে গিয়ে উঠ্লেও তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না—যে ভাবে হোক দু'মুঠো দেবেই! কিন্তু গাঁজা ফুরিয়ে গেলে কি বিপদ বলো তো? এ গাঁয়ে ইস্কুল আছে, পোষ্টাপীস্ আছে, দেব মন্দির আছে—কিন্তু একটা আবগারী দোকান নেই! তুমি হাস্ছ? এ জগতে যার একমাত্র বন্ধন—দৈনিক দু'ভরি গাঁজা—এই বৃদ্ধ-বয়সে তাকে দশ মাইল রাস্তা ঠেঙিয়ে সহরে যেতে হয়! ঝড়-বৃষ্টির দিনে কবে কোন্ ভাগাড়ে পড়ে মরে থাক্বো—কেউ তা' জান্তেও পাবে না। শেয়াল-কুকুরে টেনে খাবে—কেউ একটু মুখাগ্নিও করবে না!

সোমনাথ। গাঁজা খাওয়াটা ছেড়ে দিন না রসিকদা!

রসিক। ওই জন্যেই তো তোমাদের সঙ্গে বনে না। আচ্ছা ভায়া! আমার এই গাঁজা-খাওয়ার জন্যে তোমাদের কি কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়েছে? আমি এই বুকে টোকা দিয়ে বল্তে পারি—গাঁজাখোর রসিকলাল চক্রবর্ত্তী, তার নিজের অর্থে ও সামর্থে এই গ্রামবাসীর যত উপকার করেছে—আজ পর্য্যন্ত তা' আর কেউ করেনি। আমি চুরি করিছি, ডাকাতি করিছি, জালিয়াতি করিছি—এক কথায় না করিছি এমন কুকর্ম্মই নেই—কিন্তু যা' কিছু করিছি—হলপ্ করে বল্তে পারি—শুধু বিপন্নকে উদ্ধার করতে আর দুর্ব্বলকে রক্ষা করতে।

সোমনাথ। জানি রসিকদা। সেই জন্যে আমি আপনাকে খুব শ্রদ্ধাও করি। গাঁজা না খেলে—আপনি যে একটা মানুষের মত মানুষ!

রসিক। পাঠশালায় যখন ক খ শিখি, তখন গুরুমশায়ের কলকে ফুঁ দিতে দিতে তামাক খেতে শিখেছি—গাঁজা ধরেছি ইস্কুলের এ বি সি ডির সঙ্গে! তবু, তখন সবাই আমাকে ভাল-ছেলে ব'লে প্রশংসা করেছে—কারণ, প্রাণ দিয়ে সকলের উপকার করেছি, বিপদ-আপদে বুক দিয়ে সাহায্য করেছি। আজ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি কিনা, তাই আমি গেঁজেল! এমন অকৃতজ্ঞ গ্রামবাসী তোমরা যে এই বৃদ্ধ বয়সে আমার দুঃখটা কেউ বুঝ্‌লে না? গাঁজায় দম্ দিয়ে এই রসিকলাল তোমাদের গাঁয়ের যত মড়া পুড়িয়েছে—তা' আর কেউ পোড়ায় নি! সেই রসিকলালকেই শেয়াল-কুকুরে টেনে খাবে—কেউ তা' আজ দাঁড়িয়েও দেখ্‌বে না। এই তো পরোপকার? ভায়াহে, এ দুনিয়ায় স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নেই।

ব্যস্তভাবে জনার্দ্দন শিরোমণির প্রবেশ

শিরোমণি। একি শুন্‌ছি সোমনাথ? তুমি নাকি পুরুৎঠাকুরকে মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

সোমনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিরোমণি। সেকি—কেন?

সোমনাথ। অস্পৃশ্য বলে আমাদের এই সব প্রজাদের পূজার দ্রব্যাদি তিনি গ্রহণ করবেন না।

পুরোহিত পাঁজি পুঁথি লইয়া গস্তকাম ভাবে বাহিরে আসিলেন

শিরোমণি। তুমি কি পাগল হয়েছ বাবাজী! একি অসঙ্গত আবদার তোমার? যা' কেউ কখনো দেখেনি, শোনেনি, বা করেনি—

পুরোহিত। তাই নাকি আমাকে করতে হবে! যেহেতু আমি বৃত্তিভোগী। ভিক্ষা করবো সোমনাথ, তবুও তোমার ঔদ্ধত্যের কাছে মাথা নোয়াবো না।

রসিক। আচ্ছা ভায়া! তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি? তোমরা কি এই হিন্দু-সমাজটাকে একেবারে ধ্বংস করতে চাও?

সোমনাথ। না রসিকদা! আমরা চাই, এই ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করতে—এর মৃত দেহে প্রাণ-সঞ্চার করতে।

শিরোমণি। হুঁ! বুঝতে পেরেছি—আচ্ছা—(চিন্তা করিয়া) হ্যাঁ, ভাল কথা, তুমি কাশী থেকে ফিরলে কবে?

সোমনাথ। পরশু।

শিরোমণি। তোমার মা-ঠাকুরুণ এসেছেন?

সোমনাথ। আজ্ঞে না। তিনি আর দেশে ফিরবেন না। বাকি ক'টা দিন কাশীতেই কাটিয়ে দিতে চান।

শিরোমণি। সে কথা তো পূর্ব্বেও শুনেছি, তা'হলে তাকে ফিরিয়ে আন্‌তে পারলে না বলো? কিন্তু বাবাজী এটা তোমার ভারি অন্যায়। আজ হোক্, কাল হোক্, বিবাহ তুমি একটা করবেই—মিছেমিছি বৌঠাকরুণের মনে কেন এত দুঃখ দাও?

সোমনাথ। না খুড়োমশাই—বিবাহ আমি কিছুতেই করবো না, এটা আমার সঙ্কল্প।

রসিক। আরে রেখে দাও, রেখে দাও—স্ত্রী-বিয়োগ ঘট্‌লে ও কথাটা সবাই বলে থাকে। কেউ বা ছ-মাস, আর কেউ বা ছ'বছর—

এই তো ? আসল কথাটা যে কি তাতো জানো না ভায়া! নেশা হচ্ছে মোট তিন প্রকার—স্ত্রী-নেশা—বস্তু-নেশা, আর প্রতিষ্ঠার নেশা। স্ত্রী-নেশা বল্লে—গৃহলক্ষ্মীকেই বোঝো, বা অন্য-কোন মেয়েমানুষকেই বোঝো—মূলে কিন্তু কোনো তফাৎ নেই। তারপর বস্তুনেশা—যেমন মদ-গাঁজা-ভাঙ্ প্রভৃতি। যা' নিয়ে আমি পড়ে থাকি—নিন্দাই করো, আর অবজ্ঞাই করো—ভ্রূক্ষেপও নেই! এরই ঠিক উল্টোটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠার নেশা। এই নেশার ঝোঁকে মানুষ বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়—কাউন্সিলের মেম্বর হয়—খেতাব আর চাপড়াশের লোভে না করে এমন কর্ম্মই নেই। আমার মতে এই প্রতিষ্ঠার নেশাই হচ্ছে অত্যন্ত ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট!

সোমনাথ। কেন রসিকদা ? প্রতিষ্ঠার নেশাকে আপনি এত ঘৃণা করেন কেন ? (হাসিল)

রসিক। করবো না ? এই ধরো—তুমি যদি একটা মেয়ে মানুষ নিয়ে মেতে ওঠো, বা আমি দু'কলকে গাঁজা খাই—তা'তে তোমার বা আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি। কিন্তু যারা প্রতিষ্ঠার নেশায় মেতে ওঠে তারা অপরের ক্ষতি করে। সংসারী মানুষের পরোপকার প্রভৃতি—নিছক ভাণ ছাড়া তো আর কিছুই নয়; হেসোনা ভায়া! এই যে তুমি গাঁটের পয়সা খরচ করে, এ গাঁয়ের কত উপকার করছ—বাপ-ঠাকুরদার শিবমন্দিরটাকেও বারোয়ারী করে দিচ্ছ—কিন্তু সত্যি বলো তো এর মূলে শুধু বাহাদুরী বা হাততালি নেওয়ার প্রবৃত্তি ছাড়া আর-কিছু আছে ? সবাই তোমার প্রশংসা করবে—সংবাদপত্রে তোমার নাম উঠবে—এ ছাড়া তুমি আর কিছু চাও ?

সোমনাথ। আপনার অভিযোগ সত্যি হলেও, আমি যে খুব অন্যায় কাজ করছি তা'তো মনে হয়না রসিকদা!

শিরোমণি। অন্যায় কাজ করছ না? দেবমন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করার মানেই হচ্ছে হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করা। তোমার উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে—সোমনাথ!

সোমনাথ। হিন্দুধর্ম্ম মানে, পৈতে, নামাবলী, আর টিকি নয়। বাইরে যার নামাবলী—কিন্তু ভিতরে অতি কদর্য্য নরক—তার চেয়ে ওই সব সরল ধর্ম্ম-বিশ্বাসীরা বেশী অপবিত্র নয়। রূপসজ্জা ক'রে আপনি মানুষকে ভুল বোঝাতে পারেন—কিন্তু দেবতারা চান অন্তরের শুচিতা। তা' যে আপনার চেয়েও ওদের কিছু-মাত্র কম নেই খুড়ো মশাই!

শিরোমণি। তোমার স্পর্দ্ধা যে অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে সোমনাথ—কি ভেবেছ তুমি?

রসিক। চ'টো না শিরোমণি! আচ্ছা ভায়া, আমি স্বীকার করে নিচ্ছি ওরাই খাঁটি হিন্দু—ওরাই বিশ্বাস করে—বিশ্বনাথের মহাদেবত্বে এবং দূর থেকে একটা প্রণামও করে তাঁকে। ওদের অন্তরের শুচিতা যে আমাদের চেয়েও অনেক বেশী তাও স্বীকার করছি। কিন্তু আমি যদি বলি শুধু সেই কারণেই ওরা আমাদের স্পর্শযোগ্য নয়—তা'হলে? অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন সম্ভব হবে কি করে?

সোমনাথ। মানুষ কখনো কোনো মানুষকে অস্পৃশ্য ব'লে দূরে ঠেলে রাখ্‌তে পারেনা। কোনো অনাচার বা নীচতাকে আমি ঘৃণা করতে পারি, কিন্তু যে অনাচারী বা নীচ, তাকে ঘৃণা করবার কি অধিকার আছে আমার? আমিও যে মানুষ। আমি যদি সদাচারী হই, তা'হলে, কদাচারীকে ঘষে-মেজে কোলে তুলে নেবার দায়িত্বটাও তো আমার?

রসিক। আমার ধারণা কিন্তু উল্টো! আমি জানি, আমরা শয়তান ও ভণ্ড—তাই আমরা মন্দির-প্রবেশের অধিকারী! আমাদের

সংস্পর্শে এলে ওদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তি আর তেমন দৃঢ় থাকবে না। রথের ঠাকুরকে ছুঁতে পারেনা বলেই ওরা দড়ি টেনে কৃতার্থ হয়—তাই হিন্দুর রথটাও চলে। ঠাকুরকে ছুঁতে পারলে কি ওরা আর দড়ি টেনে তৃপ্তি পাবে? রথ হবে তখন একেবারেই অচল।

সোমনাথ। না তা হবেনা রসিকদা। আসল কথা হচ্ছে—আমাদের ভণ্ডামি বা শয়তানির জন্যেও দায়ী ওরা! ওদের সরলতা ও মূর্খতার সুযোগ পাই বলেই আমরাও ভণ্ড বা শয়তান হ'য়ে উঠি—ওদের মনুষ্যত্ব জাগ্‌লে আমরাও আর অমানুষ থাক্‌তে পারবো না। রথটা তখন ভালই চল্‌বে।

রসিক। আমার কথা তুমি ঠিক বুঝ্‌তে পারলে না ভায়া। শালগ্রামকে যারা নাড়ে চাড়ে—তারা জানে সেটা একটা পাথর বই আর কিছুই নয়—সুতরাং আবশ্যক মত তা' দিয়ে বাট্‌না বাট্‌তেও ভয় করেনা তারা। কিন্তু যারা তাকে ছুঁতে পারে না, তারাই তাকে ভয় করে, ভক্তি করে, এবং দূর থেকে একটা প্রণামও করে। অন্ধকারে যারা ভূত দেখে, তাদের ভূতের ভয়টা ভেঙে দিলে—তোমাদের যে কি লাভ হবে জানিনা--কিন্তু ভায়া আমাদের তো ভয়ানক লোকসান!

সোমনাথ। কেন, আপনাদের কি লোকসান?

রসিক। ওরে বাপ্‌রে, লোকসান নয়? আমরা তো বেঁচে আছি শুধু এই সব অস্পৃশ্যদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর ব্যাসাতি করে। ওই যে পুরুতঠাকুরকে দেখ্‌ছো, উনি একজন খুচরো দোকানদার! এই শিরোমণি একজন পাইকারী মহাজন, আর আমি একটা ফাত্‌না দালাল। আমাদের এত বড় একটা লাভের ব্যবসায় যদি আজ তোমরা

মাটি করে দাও—তা'হলে আমাদের উপায় কি? আমরা বাঁচ্‌বো কি করে?

সোমনাথ। সত্যিই কি আপনারা ওই বিশ্বনাথের পূজায় বিশ্বাস করেন না?

রসিক। আচ্ছা ভায়া, তুমি করো? বুকে হাতখানা রেখে সত্যি বলো তো? অন্ততঃ তোমার যদি এ বিশ্বাসটা থাক্‌তো যে ওই পাথুরে বিশ্বনাথের প্রাণ আছে—তা'হলে এতবড় বুকের পাটা তোমার কখনই হত না যে, কতকগুলো অস্পৃশ্যকে মন্দিরে ঢুকিয়ে বাবা বিশ্বনাথের জাতটা মারতে পারো। অন্ততঃ তোমার খোকার অকল্যাণের ভয়টাও তো না করে পারতে না?

সোমনাথ। আমার কথা ছেড়েই দিন না। আমি জিজ্ঞাসা করছি—আপনি বা খুড়ো মশাই—বা ওই পুরুতঠাকুর আপনারাও কি বিশ্বাস করেন না?

রসিক। নিশ্চয়ই না। আমরা কেউই বিশ্বাস করিনা যে বাবা বিশ্বনাথ শুধু পাথর ছাড়া আর কিছু!

শিরোমণি। আঃ কী যা'তা' বাজে বক্‌ছ রসিক মামা? আমি তো বাবাজী সোমনাথের মত ইংরিজি লেখাপড়াও শিখিনি—বা তোমার মত গাঁজা খেতেও অভ্যাস করিনি। তাই আমি প্রাণের সঙ্গেই বিশ্বাস করি যে বাবা বিশ্বনাথের প্রাণ আছে এবং তিনি জাগ্রত।

রসিক। কেন মিছে কথা বলো শিরোমণি? তা' যদি তুমি বিশ্বাস করতে, তাহলে কখনই তেড়ে-মেড়ে ছুটে আস্‌তে না, এ পর্য্যন্ত! দুর্ব্বৃত্ত সোমনাথ যদি বাবাকে অপবিত্র করে, তার শাস্তি বাবা নিজেই তো দেবেন তাকে? তুমি কে হে বাপু? তোমার কি আবশ্যক আছে

কোনো প্রতিবাদ করবার ? আসল কথা হচ্ছে—অস্পৃশ্যরা যদি আজ মন্দিরে ঢোকে, তা'হলে তোমার ও আমার স্বার্থে ভয়ানক ঘা লাগ্‌বে। কেউ আর আমাদের ভেল্‌কিতে ভুল্‌বে না। আমি বেচারী তো একেবারেই মারা যাবো—

সোমনাথ। কেন ? (দুলাল নিকটে আসিল)

রসিক। ওরাই তো আমার গাঁজার—পয়সা জোগায়। পৈতে ধরে কাউকে বা আশীর্ব্বাদ করি, কাউকে বা অভিশম্পাত দি। এমন কোনো বেটা অস্পৃশ্যই নেই যে আমার এই পৈতেটাকে ভয় না করে—

দুলাল। হঁ্যা তা' কবে বৈকি ? তোমার মত একজন গেঁজেলের পৈতেকে আমি মোটেই ভয় করিনা ঠাকুর !

রসিক। কি বল্‌লি ? রসিক চক্রবর্ত্তী—গেঁজেল ? তার পৈতেকে তুই ভয় করিস না ? আচ্ছা, তা'হলে এদিকে আয়, শোন একটা বলি—

দুলাল। কি বল্‌বে বলো না –

রসিক। চটিস্‌নে। তোর গায়ে আমার চেয়েও অনেক বেশী জোর আছে তা জানি। কিন্তু আমার এই পৈতের জোর যে কত— তা' আজ তোকে দেখিয়ে দিচ্ছি—এদিকে আয়—

দুলাল। এই তো আমি এসেছি—দেখাওনা !

রসিক। ব'স এখানে। (দুলাল বসিল—তাহার মাথার উপরে পা তুলিয়া) এই দেখ্‌ আমি তোর মাথার উপর পা তুলে দিইছি ! আচ্ছা, এবার আমি বসি, তুই উঠে দাঁড়া। (দুলাল দাঁড়াইল রসিক বসিলেন) এখন দেতো তুই আমার মাথার উপর পা-টা তুলে। দে বেটা দে। ওরে বেটা হতভম্ব ! চুপ্‌ করে দাঁড়িয়ে রইলি যে ? দে

তোর পাটা আমার মাথার উপর তুলে—আমি তো একটা গেঁজেল? আমার পৈতেকে ভয় কি?

দুলাল। গেঁজেল হলেও, তুমি বামুনের ছেলে তো বটে—(মাথা চুলকাইল)

রসিক। তবে যে বল্‌লি তুই আমার পৈতেকে ভয় করিস্ না?

সোমনাথ। সংস্কার! রসিকদা, ওটা একটা সংস্কারের বাধা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রসিক। ভায়াহে! দুনিয়াটাই চল্‌ছে সংস্কারের উপর। তুমি নিজে তো এ মন্দিরটি তৈরি করনি—তবুও তুমি এ মন্দিরের মালিক—যেহেতু তোমার ঠাকুরদা এটাকে তৈরি করেছিলেন। কি বলো, এই তো তোমার দাবী? তোমার এ দাবীটাও কি একটা সংস্কার নয়?

সোমনাথ। মন্দিরের উপর আমার এ অধিকারের দাবি রাষ্ট্রীয় আইন-সম্মত।

রসিক। পৈতের উপর আমার এ অধিকারের দাবি সামাজিক আইন সম্মত। তুমি রাষ্ট্রীয় আইনকে মান্য করো, যেহেতু—রাজকীয় পুলিশ আছে, বিচারালয় আছে, এবং শ্রীঘর-বাসের ভয়ও আছে। কিন্তু সামাজিক আইনের বেলায় তেমন কিছুই নেই—অতএব তুমি তাকে মান্‌তেও চাওনা, এই তো তোমার যুক্তি?

সোমনাথ। না রসিকদা! আমার যুক্তি ঠিক তা' নয়। মানুষের সুখসুবিধা ও আবশ্যকতার দিকে চেয়ে রাষ্ট্রীয় আইনগুলি প্রতি নিয়তই পরিবর্ত্তিত হচ্চে। কিন্তু—আপনাদের সামাজিক আইন, সেই স্মৃতি সংহিতার যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত ঠিক জগদ্দল-পাথরের মতই মানুষের বুকে চেপে ব'সে আছে। হিন্দুর ধর্ম্মাচরণে প্রত্যেক হিন্দুকেই সমান

অধিকার দান-করা বর্ত্তমান যুগের একটা অপরিহার্য্য আবশ্যকতা। সাম্প্রদায়িক অধিকারের দাবী নিয়ে কেউবা শ্রেষ্ঠ আর কেউবা নিকৃষ্ট —হিন্দু সমাজের এ ব্যবস্থা আজ একেবারেই অচল।

রসিক। কিন্তু ভায়া, কেউ কি তার স্বাধিকার থেকে বঞ্চিত হতে চায়?

সোমনাথ। হ্যাঁ, রসিকদা আমি চাই। আমিও তো একজন ব্রাহ্মণ-সন্তান? নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে চেয়ে, আমি আজ জাতির কল্যাণ-কামনাকে অস্বীকার করতে পারিনা। আপনাদের অবিচার ও অত্যাচারের ফলে সহস্র সহস্র অস্পৃশ্য হিন্দু আজ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছে। হিন্দুর শিক্ষা ও সভ্যতাকে আপনারা জগতের চোখে নিতান্তই হীন প্রতিপন্ন ক'রে তুলেছেন। আমি আপনাদের সঙ্গে আর বেশী বাজে তর্ক করবো না। এ মন্দির আমার। আমি একে সার্ব্বজনীন করবো—হিন্দুমাত্রকেই এখানে প্রবেশাধিকার দান করবো—পিতৃপুরুষের পূর্ব্বানুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো—

শিরোমণি। ওসব উচ্ছ্বাসের কথা এখন থাক্ সোমনাথ। একটা কাজের কথা বলি শোনো, এ মন্দিরটা তোমার একার নয়। আমিও এ মন্দিরের একজন অংশীদার।

সোমনাথ। (বিস্মিতভাবে) তার মানে?

শিরোমণি। তোমারি খুল্লতাত, তোমার পিতার কনিষ্ঠ সহোদর স্বর্গীয় লোকনাথ রায়, তাঁর পৈতৃক সম্পত্তির নিজাংশ আমাকেই বিক্রয় করে গেছেন। বিক্রয়-কবলা আমার কাছেই আছে।

সোমনাথ। সে কি? তিনি যে বিকৃতমস্তিষ্ক ছিলেন। আইন অনুসারে উন্মাদ ব্যক্তির তো কোনো দান-বিক্রয়ের ক্ষমতাই নেই—

শিরোমণি। তোমার খুল্লতাত উন্মাদ ছিলেন কিনা, সেটা প্রমাণ-সাপেক্ষ এবং আদালতের বিচার্য্য বিষয়। উপস্থিত আমি তোমার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ দাবী করছি। অতএব এ মন্দিরেও আমার অংশমত দাবী আছে। শুনুন পুরোহিত ঠাকুর! আপনি এ দেবালয় ত্যাগ করে কোথায়ও যাবেন না। সোমনাথ যদি বিগ্রহের পবিত্রতা নষ্ট করবার আর কোনো চেষ্টা করে—আমার পক্ষ থেকে আপনিই তাকে বাধা দেবেন। প্রয়োজন হলে, সংবাদ পাঠাবেন আমি এখানে পুলিশ মোতায়েন করবো।

সোমনাথ। আচ্ছা খুড়োমশাই! আমার কাকা তো উন্মাদ অবস্থায় গৃহত্যাগ করেছিলেন? আজ প্রায় চৌদ্দ বছর তিনি নিরুদ্দিষ্ট। আপনারি ব্যবস্থানুসারে তার কুশপুত্তলি দাহ করা হয়েছে—আর, আমিই তাঁর শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করেছি। আজ আপনি বল্‌ছেন—তিনি তার ভূসম্পত্তি আপনার কাছেই বিক্রয় করে গেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এতদিন এ কথাটা প্রকাশ করেননি কেন? আমার বাবা বেঁচে ছিলেন বলে?

রসিক। (স্বগত) ঠিক ধরেছ ভায়া! কিন্তু উপায় কি? আচ্ছা দেখা যাক্—শিরোমণির দৌড় কতদুর! তারপর না হয় স্বখাদ সলিলেই ডুবে মরবো—রসিক চক্রবর্ত্তী তো এখানে মরে নি যাদু?

শিরোমণি। শোনো সোমনাথ! বয়সে একবছরের বড় হলেও লোকনাথদা ছিলেন আমার সমবয়সী ও সহাধ্যায়ী। তাঁর সতীলক্ষ্মী স্ত্রী আমাকে ঠাকুরপো বলে অত্যন্ত স্নেহ করেন—শুধু সেই চক্ষুলজ্জার খাতিরেই কথাটা এতদিন প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু বাবাজী! আজ তো আর সে বাধা নেই?

রসিক। ওহে শিরোমণি! সোমনাথ ভায়াও তোমাকে চেনেন—তুমি যখন জলের মত তরল তখন তোমার গভীরতা অত্যন্ত বেশী! আবার যখন বাঁশের মত সরল—তখন তোমার একহাত অন্তর গাঁট!

সোমনাথ। আমার কাকা যে উন্মাদ ছিলেন, একথাটাও কি আপনি অস্বীকার করতে চান খুড়োমশাই?

শিরোমণি। কে যে উন্মাদ আর কে যে উন্মাদ নয়, তা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন বাবাজি! আমি তো দেখ্‌ছি—আমাদের লোকনাথ দাদার চেয়েও তুমি কিছু কম উন্মাদ নও।

রসিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাতো বটেই—এখন একটু বাড়িতে চলো তো শিরোমণি! তোমার সঙ্গে আমার একটু কাজ আছে—

শিরোমণি। চলো— উভয়েব প্রস্থান।

সোমনাথ। দুললালচাঁদ! তোমরা আজ যাও—আজ আর তোমাদের পূজা দেওয়া হবে না। আর একদিন আমি খবর পাঠাবো সেই দিন এসো। সকলের প্রস্থান।

সোমনাথ চিন্তিতভাবে সেখানে উপবেশন করিলেন। পূজার্থিনী বেশে শিরোমণির বিধবা-কন্যা মাধুরীর প্রবেশ। সে পার্শ্ববর্ত্তী সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে ঢুকিয়া বিশ্বনাথকে প্রণাম করিল, তারপর সোমনাথ যেখানে বসিয়াছিল—সেই পথে নাবিতে লাগিল।

ইত্যবসরে সন্ন্যাসী গাহিলেন—

জ্বালো আলো—ওগো জ্বাল আলো,
হৃদি-মন্দিরে আপনার—
ধর্ম্ম তত্ত্ব নিহিত গুহায়—
সেখানে রেখেছ অন্ধকার।

মন্দিরে নাই—মূর্ত্তিতে নাই
ফুলে জলে পূজা আয়োজনে নাই !
হৃদি-শতদলে—পূজিছে বিরলে
ভকত রাতুল চরণ তার।

পুরোহিতের প্রস্থান।

মাধুরী। তুমি এখানে চুপ্‌টি করে বসে আছ কেন সোমদা ? কাশী থেকে কবে এলে ?

সোমনাথ। পরশু।

মাধুরী। তোমার মা এসেছেন ?

সোমনাথ। না।

মাধুরী। কেন ?

সোমনাথ। সে কথা তো জানো মাধুরী !

মাধুরী। সত্যিই কি তুমি আর বিয়ে করবে না সোমদা ? তোমার এ ধনুকভাঙা-পণ কেন ? জ্যেঠাইমার প্রাণে যে কি অশান্তি তা কি তুমি বুঝ্‌তে পার না ? তুমি যে তাঁর একমাত্র সন্তান—

সোমনাথ। আমিও তো নিঃসন্তান নই মাধুরী, আমার হরনাথ এখনো বেঁচে আছে—

মাধুরী। মাতৃহারা হরনাথের মুখের দিকে চাইলে আমাদেরই বুক ফেটে যায় ! জ্যেঠাইমা সহ্য করবেন কি করে ?

সোমনাথ। তা'হলে তুমিও বলো আমাকে আবার একটা বিয়ে করতে ?

মাধুরী। নিশ্চয়ই বলি। বৌদির মত অমন একটি ভাল মেয়ে হয়তো আর পাবে না—কিন্তু তা' বলে তো সংসারটাকে ভাসিয়ে দিতে পার না ?

সোমনাথ। আচ্ছা, তাহলে তুমিও একটা বিয়ে করনা কেন মাধুরী ?

মাধুরী। ওমা, ওকি কথা সোমদা ? হিন্দু-ঘরের বিধবা-মেয়ে আমি—ছিঃ !

সোমনাথ। তুমি আমার চেয়েও পাঁচ-বছরের ছোট। আমার একটা ছেলে আছে, কিন্তু তোমার তো তাও নাই ? বিয়ের প্রয়োজনটা কি আজ আমার চেয়েও তোমার অনেক বেশী নয় মাধুরী ?

মাধুরী। ছিঃ তোমার মুখ তো ভারি যাচ্ছে তাই, ফের যদি তুমি অমন সব কথা মুখে আনো—তা'হলে আমি আর তোমার সঙ্গে কথাই বল্‌বো না কোনো দিন। (যাইতেছিল)

সোমনাথ। মাধুরী !

মাধুরী। না, না, সোমদা ! তোমার এ মন্দিরে আমি আর কখ্‌খনো আস্‌বো না—কেন তুমি আমাকে যা' তা' বলো'—(কাঁদিল)

সোমনাথ। এ মন্দিরের মালিক তো আমি একা নই—শুন্‌ছি নাকি, তোমার বাবাও এ মন্দিরের একজন মালিক—

মাধুরী। তাই বুঝি আমাকে দু'টো কটুকথা শুনিয়ে দিলে ? আমি তো আমার বাবার পক্ষ থেকে এ মন্দিরের দখল নিতে আসিনি সোমদা ? কেন তুমি আমাকে—(কাঁদিল)

সোমনাথ। তুমি যে বেজায় চটে গেছ ? ছিঃ মাধুরী ! এমন কি দোষের কথা আমি ব'লেছি তোমাকে ?

মাধুরী। ব'লনি ? আমার বৈধব্য আমার অদৃষ্ট—আমার পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মফল—তা' জেনেও তুমি আমাকে—(কাঁদিল)

সোমনাথ। (হাসিয়া) এত স্বার্থপর তোমরা ? আচ্ছা, আমি

খুব অন্যায় করেছি—এবারটি আমাকে ক্ষমা করো—মাধুরী! আর চোখের ফেল না—

মাধুরী। চোখের জল আমি চিরদিনই ফেলব সোমদা! আর তুমিও আমার সেই চোখের জল দেখ্‌লে বিদ্রূপের হাসি হাস্‌বে—তা' জানি— প্রস্থান।

সোমনাথ। (হাসিয়া) তাই বটে—

সোমনাথের পুত্র হরনাথের প্রবেশ

হরনাথ। বাবা! বাবা!

সোমনাথ। কি হরনাথ?

হরনাথ। মাধুপিশি তোমাকে কি বলে গেল? তাদের বাড়িতে আজ আমাদের নেমতন্ন—না?

সোমনাথ। কিসের নেমতন্ন? কই, সে কথা তো কিছুই বলে নি সে—

হরনাথ। বলে নি? তা'হলে বোধ হয় ভুলে গেছে—আমি যে দেখে এলাম তাদের বাড়িতে—সামিয়ানা টাঙাচ্ছে—কুট্‌নো কুট্‌ছে বাটনা বাটছে, জল তুলছে! মাধুপিশি তোমাকে নেমতন্নের কথা কিছুই বলে নি?

সোমনাথ। না।

হরনাথ। তা'হলে এখন উপায়? মাধুপিশি নিশ্চয়ই ভুলে গেছে —যাই আমি তাকে মনে করিয়ে দি'গে—

প্রস্থান।

সোমনাথ। আঃ, হরনাথ!

হরনাথ। (নেপথ্যে) আমি এখুনি ফিরে আসছি!

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে সোমনাথের নিকট আসিলেন

সন্ন্যাসী। সোমনাথ! আমি আজ একমাস তোমার এই মন্দিরে এসে ব'সে আছি—শুধু তোমার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করবো বলে।

সোমনাথ। আমার সঙ্গে? কি আদেশ বলুন—

সন্ন্যাসী। লোক-মুখে শুনেছি—তুমি উচ্চশিক্ষিত, উদার ও মহৎ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তোমাব কার্য্যকলাপ ও মনোভাবের যে পরিচয় পেয়েছি—তাতে আমার শবীর রোমাঞ্চিত হয়েছে—নয়নে আনন্দাশ্রু উথ্‌লে উঠেছে। তুমি ঠিকই বুঝেছ বৎস! বর্ত্তমান যুগে হিন্দু-সমাজকে বাঁচতে হলে চাই সংগঠন ও সংস্কার। ভারত আজ সর্ব্বজাতি ও ধর্ম্মমতেব মিলনতীর্থ! এই মহাতীর্থে আজ কোনও উৎকট অনুদারতা বা মতবাদের সঙ্কীর্ণতা নিয়ে হিন্দুধর্ম্ম আর বাঁচ্‌তেই পারে না। হিন্দু-জাতিব প্রগতির পথে কত যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনাস্তূপ জমাট বেঁধেছে! অপ্রয়োজীয় বাঁধন-কষনের নাগপাশ থেকে আজ তাকে মুক্ত করতেই হবে। যুগধর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রেখে—হিন্দুব কৃষ্টি বা সাধনাকে আবার সঞ্জীবিত করে তুল্‌তেই হবে। ভগ্নোৎসাহ হ'ও না যুবক! উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধতঃ।

সোমনাথ। (করজোড়ে) কে আপনি?

সন্ন্যাসী। আমি সন্ন্যাসী! সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর তো অন্য কোনও পবিচয় নেই বৎস! আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও—তোমার উদ্দেশ্য ও কার্য্য জয়যুক্ত হোক্‌।

লোকনাথের বিধবাস্ত্রী শ্যামাঙ্গিনীর প্রবেশ—তাহাকে আসিতে দেখিয়া সন্ন্যাসী একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন

শ্যামা। বাবা সোমনাথ! মাধুরী তোমাকে নেমন্তন্ন করতে এসেছে—আজ তার জলদানের ব্রত-প্রতিষ্ঠা। মাত্র দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাবে—তাঁদের মধ্যে তুমিও একজন।

সোমনাথ। এই যে আমার সঙ্গে, এইমাত্র এখানে দেখা হ'ল—কই, সে কথা তো কিছুই বল্‌লো না আমাকে? সে যাই হোক্—তুমিই তাকে বলে দাওগে কাকীমা! আমার শরীরটা তত ভাল নেই—অবেলায় নেমন্তন্ন-খাওয়া সহ্য হবে না আমার।

শ্যামা। সে আমাদের বাড়িতেই বসে আছে—তোমার সঙ্গে একবার দেখা না করে যাবে না। যা' বলবার, তুমিই তাকে বলে দাও গে। আমি বাবাকে একটা প্রণাম করে আসি।

মন্দিরে প্রবেশ করিলেন

সোমনাথ। (সন্ন্যাসীর কাছে গিয়া) আপনি তো এখানে থাক্‌বেন কিছুদিন?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ থাক্‌বো।

সোমনাথ। আপনার কোনও অসুবিধা হচ্ছেনা বোধহয়?

সন্ন্যাসী। না।

সোমনাথ। আজ আমি আসি তা' হলে—সুবিধামত আবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো—(প্রণাম)

সন্ন্যাসী। আচ্ছা এসো—(আশীর্ব্বাদ)

সোমনাথের প্রস্থান।

বিশ্বনাথকে প্রণাম করিয়া শ্যামা সিঁড়ি বাহিয়া নীচের নাবিলেন

সন্ন্যাসী। (অগ্রসর হইয়া) শ্যামা!

শ্যামা। কে আপনি?

সন্ন্যাসী। আমি স্বর্গীয় লোকনাথ রায়।

শ্যামা। (কাঁপিতে কাঁপিতে মন্দির সোপানে বসিয়া পড়িলেন) আপনি—আপনি কি বল্‌ছেন?

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ আমি যা বলছি তা' সত্যি। আমার জীবনে অনেক অদ্ভুত রহস্য আছে। ক্রমে তুমি সবই জান্‌তে পারবে। আমি আবার সংসারী হব বলেই দেশে ফিরে এসেছি শ্যামা।

শ্যামা। না, না, আমি যে শাঁখা ভেঙে, সিন্দুর মুছে কুশ-পুত্তলি দাহ করেছি তাঁর? তিনি যে আজ চৌদ্দ বছর নিরুদ্দেশ!

সন্ন্যাসী। হ্যাঁ চৌদ্দ বছর! তার মধ্যে পাঁচ-বছর ছিলাম আমি সম্পূর্ণ ই উন্মাদ। কত দেশে ঘুরিছি। তার পর এক সন্ন্যাসী আমাকে প্রকৃতিস্থ করে দীক্ষা দিয়েছেন—সেও আজ প্রায় নয় বছরের কথা।

শ্যামা। কিন্তু—

সন্ন্যাসী। কিন্তু কি শ্যামা? তুমি যদি আজ আমাকে একেবারেই চিন্‌তে না পার তাতেও আমি বিস্মিত হবনা। চৌদ্দ-বছর পরে আজই তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে আমিও খুব ব্যস্ত হয়ে পড়িনি। চিন্‌তে তুমি পারবে একদিন আমাকে, তা' আমি জানি। কিন্তু আজ আমি শুধু তোমার কাছে ছাড়া আর কারো কাছে আত্মপ্রকাশ করবো না।

শ্যামা। কেন?

সন্ন্যাসী। সোমনাথের এই অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন আন্দোলনের ফলে, আজ এগাঁয়ে কতকগুলো জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আজই আমাকে একটু সহরে যেতে হবে, আমার এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে। সোমনাথকে কিছুই জানতে দিও না—হয় তো সে অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়ে আমাকেই আত্মপ্রকাশ করতে বাধ্য করবে, ফলে, আমি অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়বো।

শ্যামা। বুঝতে পারছি না তুমি কেন বিপন্ন হবে—আর উকিলের কাছেই বা তোমার কি দরকার ?

সন্ন্যাসী। শিরোমণি যে দলিলের বলে মন্দিরের অংশ দাবী করছে—সে দলিলটা যে কি তা আমি বুঝতেই পারছি না—হয় সেটা জাল, আর না হয় আমি উন্মাদ অবস্থায় এমন কিছু করেছি—যা' হয় তো আজ আমার মনেই পড়ছে না। তুমিই বলছো—আমার শ্রাদ্ধাদিও হয়ে গেছে! এ অবস্থায় গ্রামবাসীরা যদি আমাকে জাল-মানুষ ব'লে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে—তখন আমি একটু বিপন্ন হ'য়েই পড়্বো।

শ্যামা। (কাঁদিয়া) না, না, তোমাকে আজ আর বিপন্ন হ'তে হবে না। এই শ্মশানে এসে আজ আবার সংসারী হতে এত আগ্রহ দেখাচ্ছ কেন সন্ন্যাসী? চোদ্দ বছর যদি এই হতভাগিনীকে ভুলে থাকতে পেরেছ—তবে আজ আর কেন? দিন তো ফুরিয়ে এসেছে! জীবনের মধ্যাহ্নকালেও যে মন্দির অন্ধকারে ডুবে ছিল, আজ এই সাঁঝের বেলায় সেখানে আলো জ্বেল না—আমি সহ্য করতে পারবো না—(কাঁদিলেন) সন্ন্যাসী ফিরে যাও—আমি বিধবা! আমি বিধবা!

সন্ন্যাসী। শ্যামা! আমাকে ক্ষমা করো—

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পল্লীপথ

কাল—পূর্ব্বাহ্ন

দৃশ্য—বৃদ্ধ রাইচরণ একটা লাঠি ভর দিয়া চলিয়া গেল।

দুলালের প্রবেশ

দুলাল। ও মাতব্বর! শোনো—শোনো—

রাইচরণ। (ফিরিয়া) কি কও বাবা দুলালচাঁদ ?

দুলাল। বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে পূজো দিতে গেছিল ব'লে—তুমি নাকি তোমার বড় ছেলে জয়লালকে বেজায় বকেছ ?

রাইচরণ। বকব না ? এ সব কি ভাল কথা ? আমরা হচ্ছি ছোট জাত—অনাচুর্ণী—আমাদের ছোঁয়া লাগ্‌লে ঠাকুর-বামুনরা জলে ডুবিয়ে শুদ্ধ হয়—আর আমরা যাবো মন্দিরে ঢুক্‌তে ? আমাদের এই সব পাপের ফলে এবার যে মাঠে ধানপান কিছুই হবে না, তা বেশ বুঝ্‌তে পারছি—

স্মৃতিরত্নের প্রবেশ

স্মৃতিরত্ন। তাই দেখো মাতব্বর! তোমাদের ছেলেপুলেরা কী ভয়ানক পাপিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—বাবা বিশ্বনাথকেও একটু ভয় করেনা ?

(রাইচরণ দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল) তুমি ঠিকই বলেছ—মাঠে এবার ধান-পান কিছুই হবে না! ব্রহ্মকোপে হয় অনাবৃষ্টি আর না হয় অতি বৃষ্টি—অনিবার্য্য—অতএব ছোটলোকদের অকাল-মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী!

দুলাল। আচ্ছা, ঠাকুরমশাই! তোমরা তো আর ঘাস খাওনা? আমাদের মত ধানের ভাতই খেয়ে থাকো। মাঠে ধান না হলে তোমরাই বা বাঁচ্‌বে কি খেয়ে?

স্মৃতিরত্ন। শুন্‌লে মাতব্বর? আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি—এই দুলাল-বেটা আর আমাদের পাষণ্ড সোমনাথই হচ্ছে এ গাঁয়ের যত অশান্তির মূল!

রাইচরণ। না, না, স্মৃতিরত্ন ঠাকুর! মূল যে কে তা' তোমরা জানো না—সে একটা মেয়ে-মানুষ!

স্মৃতিবত্ন। মেয়ে মানুষ?

রাইচরণ। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তিনি একজন ভৈরবী!

স্মৃতিরত্ন। ভৈরবী? কোথায় থাকেন তিনি?

রাইচরণ। কি জানি কোথায় থাকেন। মাঝে মাঝে আমাদের পাড়ায় এসে ছেলেদের সব ডাকেন—নানারকম উপদেশ দেন—লেখা-পড়া শিখতে বলেন। তাঁর পরামর্শেই তো ওরা আজ মন্দিরে ঢুক্‌তে সাহস করেছে—

স্মৃতিরত্ন—তাই নাকি? আচ্ছা, তা'হলে সেই ভৈরবীটাকে তাড়িয়ে দাওনা এ গাঁ থেকে—তুমি একটু চেষ্টা করলেই তো পার মাতব্বর!

রাইচরণ। আমি? তাতো জানোনা ঠাকুরমশাই! ভৈরবী ইচ্ছে করলে, আজ আমাকেই তাড়িয়ে দিতে পারে, এ গাঁ থেকে। আমার

ছেলেরা আজ তার কথাতেই ওঠে-বসে, আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

দুলাল। ভৈরবী আমাদের মা। তার সঙ্গে লেগনা ঠাকুর! তার হাতে ত্রিশূল আছে—আর আমাদের হাতে আছে লাঠি—এ কথাটা মনে থাকে যেন— প্রস্থান।

রাইচরণ। শুন্‌লে? ব্যাপার ওই রকমই দাঁড়িয়েছে! তোমাদের সোমনাথবাবুও চল্‌ছেন তাঁরই পরামর্শ মত। গ্রামের রেতে ইস্কুলটা হয়েছে আমার চক্ষুশূল! চাষার ছেলে আবার লেখাপড়া শিখ্‌বে কি? আমার মেজছেলে রামকানাই একবার কলকাতা ঘুরে এসেছে—তাতেই তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে আর লাঙল ধরতেই পারে না। দিনরাত জামাজুতো প'রে বসে থাকে, আর আর্শি-কাঁকুই নিয়ে চুল আঁচ্‌ড়ায়। একটু লেখাপড়া শিখ্‌লে কি আর রক্ষে ছিল?

স্মৃতিরত্ন। না, না, না, লেখাপড়া শিখ্‌তে দিও না তাকে। তা'হলে একেবারেই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে—হে! দেবদ্বিজে ভক্তি করবে না, মানীর মান রাখ্‌বে না, ওই দুলালের মত নামটা দস্তখৎ করতে শিখ্‌লেই—একেবারে ধরাকে শরা বলে মনে করবে!

রাইচরণ। তা, তো বুঝ্‌লাম ঠাকুরমশাই! কিন্তু আমার রামকানাইয়ের হ'ল কি? একজন রোজা-টোজা দেখাবো নাকি? কিছুই যে বুঝ্‌তে পারছিনে!

স্মৃতিরত্ন। কেন, কেন, কি হয়েছে তার?

রাইচরণ। ওই যে বল্‌লাম—একবার কলকাতা থেকে ঘুরে এসে, এখন সে আর লাঙল নিয়ে মাঠে যেতেই চায় না। বলে, সে নাকি নাচগানের ওস্তাদ হয়ে এসেছে! পায়ের জুতো আর গায়ের জামা

কিছুতেই খুলবে না—হাতে একটা আর্শিকাঁকুই নিয়ে ঘোরে, আর চুল আঁচড়ায়—কি বিপদ বল দেখি ? ওই যে এদিকে আস্‌ছে—তুমি একটু দেখতো ওর কি হয়েছে—? আমি যাই—আমাকে দেখ্‌লে অন্যদিকে চলে যাবে, কোনো কথাই বল্‌বে না—　　প্রস্থান।

রামকানাইয়ের প্রবেশ

স্মৃতিরত্ন। এসো, এসো, রামকানাই এসো—ক'লকাতা থেকে কবে ফিরলে ?

রামকানাই। আজ্ঞে কাল। পেন্নাম হই—

স্মৃতিরত্ন। কল্যাণমস্তু! তার পর খবর কি ? শুন্‌লাম নাকি খুব ভালো নাচ-গান শিখে এসেচো ?

রামকানাই। (লজ্জিত ভাবে) আজ্ঞে !

স্মৃতিরত্ন। বেশ, বেশ। তা' কি রকম নাচ্‌তে গাইতে পারো—তা'তো আমাদের একবার দেখালে না ?

রামকানাই। দেখ্‌বেন—দেখ্‌বেন—আমি একটা গান্‌কে সাতটা সুরে ও তালে গাইতে পারি—আর নাচ্‌তে পারি—যেন উদয়শঙ্কর !

স্মৃতিরত্ন। তাই নাকি ? তা'হলে তুমি একটা মস্ত ওস্তাদ হয়ে এসেছ বলো—

রামকানাই! (নাচিয়া, বিভিন্ন সুরে গাহিল)

কল্‌কাতাতে দেখে এলাম, কেউ ছোট নয় সবাই বড় !
পাঁঠা কিম্বা মুরগী চিবাও—গীতা কিম্বা কল্‌মা পড়ো।
কলের জল আর ইলেক্‌টারি
ছুঁয়ে থাকে সকল বাড়ি !
ট্যাঁকে যদি পয়সা থাকে, টেরাম কিম্বা মোটর চড়ো !

নাই কারো নাই জাতের বালাই
কেউ বলে না "ও রাম-কানাই !
ছুঁলে আমার জাত যাবে তাই—আঃ বাছাধন একটু সরো।

স্মৃতিরত্ন। আচ্ছা, আমি এখন আসি—

রামকানাই। আর এক রকম সুরে শুনে যান। (গাহিল—)

স্মৃতিরত্ন। (যাইতেছিলেন)

রামকানাই। আর একরকম, ঠাকুর মশাই ! (গাহিল)

স্মৃতিরত্ন। আঃ একি বিপদ ! একবার গাইতে বলে যে ভয়ানক বিপদে পড়লাম দেখ্‌তে পাচ্ছি— প্রস্থান।

পিছনে পিছনে গীতকণ্ঠে রামকানাইয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—চূড়ামণির ভিতর-বাড়ি

কাল—প্রায় মধ্যাহ্ন

দৃশ্য—তিন দিকে তিনখানা ঘর—মধ্যে একটু উঠান। উঠানে সামিয়ানা টাঙানো। ব্রতপ্রতিষ্ঠা অন্তে পুরোহিত তাঁহার প্রাপ্য তণ্ডুলাদি গুছাইয়া লইতেছিলেন। শিরোমণির দ্বিতীয়া কন্যা আদুরী ব্যস্তভাবে ঘুরিতেছিল। রামা এক কলস জল রাখিয়া একটা ঝাঁকা ও গামছা লইয়া রওনা হইল। নটবর নামে একটা অস্পৃশ্য ভৃত্য—ভুলক্রমে সামিয়ানার তলে আসিতেই পুরোহিত তাহাকে ধমক দিলেন।

পুরোহিত। ওরে বেটা, পাঁচ্‌শো বার তোকে বল্‌ছি এ সামিয়ানার তলে আসিস্‌ না—এখানে শালগ্রামশীলা আছেন—কিছুতেই সে কথা শুন্‌বি না ? বলি—ভেবেছিস্‌ কি মনে ? নাঃ, হিন্দুয়ানী আর টেকে

না! পূজা-পার্ব্বণ, ব্রত-নিয়ম—এসব একেবারে অচল হয়ে পড়বে দেখ্‌তে পাচ্ছি। সেই অপগণ্ড-কুষ্মাণ্ড বেটা সোমনাথ, এ গাঁয়ের ছোটলোকগুলোকে একেবারে মাথায় তুলে দিয়েছে—ঘোর কলিযুগ! যা, যা, বেটা এখান থেকে সরে যা—

অপ্রস্তুত ভাবে নটবরের প্রস্থান।

পুরোহিত কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী একটা ঘরের বারান্দায় শিরোমণি ও রসিক বসিয়াছিলেন এবং শিরোমণি একটা দপ্তর খুলিয়া রসিককে দলিলপত্র দেখাইতেছিলেন।

শিরোমণি। মনে পড়েছে রসিকমামা? এ যে তোমারি অনুগ্রহ —হা হা হা—আরে তুমিও তো—হা হা হা—

রসিক। তা তো মনে পড়েছে। কিন্তু তুমি আমাকে তখন কি বুঝিয়েছিলে জনার্দ্দন? মনে আছে? তুমি বুঝিয়েছিলে—দেবনাথ রায় অত্যন্ত স্ত্রৈণ ও স্বার্থপর। তাই, যদি পাছে তিনি নিজের স্ত্রীর পরামর্শে, লোকনাথের বিধবা-স্ত্রীকে পথে বসান, এ কারণ তুমি শুধু শ্যামাঙ্গিনীর পক্ষ থেকেই এ দলিলটা করে রাখ্‌ছ। শ্যামাঙ্গিনীর পিতা ৺রামলোচনের টোলেই তো তুমি পড়েছিলে—শ্যামাঙ্গিনী যে তোমার গুরুকন্যা। সে সব কথা আমি কিছুই ভুলিনি—শিরোমণি! কিছুই ভুলিনি—

শিরোমণি। আমিও অস্বীকার করছি না রসিকমামা! গোড়ায় আমার উদ্দেশ্যটা ঠিক তাই ছিল বটে। কিন্তু অনাচারী সোমনাথের স্পর্দ্ধা আজ কি রকম বেড়ে উঠেছে তাতো দেখছো? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে একেবারে রসাতলে যেতে বসেছে! সোমনাথ যদি আজ দেবমন্দির অপবিত্র করে, তা'হলে আমি তাকে কিছুতেই ক্ষমা

করবো না। এই দলিলের বলে আমি তাকে এ গ্রাম থেকে তাড়াবো, তাড়াবো, তাড়াবো, তবে আমার নাম—জনার্দ্দন শিরোমণি!

রসিক। তা' তো বুঝ্‌লাম। কিন্তু তুমি যে একজন ভিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত! সোমনাথের সঙ্গে এত বড় একটা মামলা চালাবে কি করে? পরের সম্পত্তি দখল-নেওয়া, ব্যাপারটা তো সোজা নয়?

শিরোমণি। সে ব্যবস্থা আমি ঠিক করে ফেলেছি। এমন একজন লোক আমার পেছনে পেয়েছি—যে ওই সোমনাথকে দশবার কিন্‌তে ও বেচ্‌তে পারে—

রসিক। হুঁ। (দীর্ঘনিশ্বাস) আচ্ছা, আমি গেঁজেল মানুষ—আমার আর তাতে অসুবিধে কি? সাপে খেলেও নির্ব্বংশ—বাঘে খেলেও নির্ব্বংশ! যে দিকেই গড়াবো—আমার গাঁজার পয়সাটা জুট্‌বেই!

শিরোমণি। তোমার পা' দু'খানা ধরিছি রসিকমামা, তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো। আমি শালগ্রামশীলা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছি, ও ছোকরাকে এ গাঁ থেকে তাড়াবই। ও যে কত বড় পাষণ্ড, লম্পট ও ব্যভিচারী—তা' তুমি জান না রসিকমামা!

রসিক। সে কি কথা শিরোমণি! আমি তো জানি ওর চরিত্রটি অতি নির্ম্মল—

শিরোমণি। তাই তো বল্‌ছি—আধুনিক লেখাপড়া জানা বাবুদের বাইরে থেকে চিন্‌বার কোনো উপায় নেই। এমন মোলায়েম কথাবার্ত্তা, আর পালিশকরা হাবভাব যে—ভিতরটা ওদের কিছুতেই নজরে পড়ে না। কিন্তু, মণিনাভূষিতঃ সর্পঃ কিম্ অসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।

রসিক। তা তো বটেই—আচ্ছা, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকারেই

সাহায্য করবো—এখন বলো তো ওর স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তুমি কি জানো ?

শিরোমণি। সে কথা আজ থাক্, আর একদিন হবে—উপস্থিত একটা বিষয়ে বড়ই ভাবিত হয়ে পড়েছি—কি করা যায় বল তো ?

রসিক। কি ?

শিরোমণি। লোকনাথদার স্ত্রীকে একটু হাতে রাখ্‌তে না পার্‌লে তো সুবিধে হচ্ছে না। উকিলরা সেই পরামর্শ-ই দিচ্ছেন।

রসিক। তা' হবে। সে আমি যে ভাবে পারি, ব্যবস্থা করে দেব। তবে, এই সব কাজ করতে হ'লে—সোমনাথের সঙ্গে আমাকে একটু বেশী মেলামেশা করতে হবে—তুমি আবার তাতে অন্য-কিছু মনে ভাব্‌বে না তো ?

শিরোমণি। রামচন্দ্র! তুমি কি আমাকে এতই ছেলে-মানুষ ঠাউরেছ ? ওই যে সোমনাথ এদিকেই আস্‌ছে—(ব্যস্তভাবে কাগজ-পত্র গুছাইলেন)

রসিক। (সোমনাথকে শুনাইয়া) এ গাঁয়ের দু'টো বনেদি বংশই উচ্ছন্ন গেল তা হলে—

সোমনাথের প্রবেশ

যাক্ গে—আমার আর কি ?

সোমনাথ। না রসিকদা তা যাবে না। সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সত্যিই যদি শিরোমণি-খুড়োকে আমার কাকা তাঁর অর্দ্ধাংশ লিখে দিয়ে থাকেন—আমি তা কখনই ভোগদখল করবো না।

শিরোমণি কাগজপত্রাদি ঘরে রাখিতে গেলেন

রসিক। তাই বুঝি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসেছ? ছেলেমানুষী ক'রনা ভায়া—আবেগ বা উত্তেজনার মুখে কোনো কথা বল্‌তে নেই—নিজেকে একটু সাম্‌লাও—ছিঃ—শাস্ত্রেই আছে—সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াম—

শিরোমণির প্রবেশ

হ্যাঁ, তা'হলে কি ঠিক্ করলে সোমনাথ? দলিলটা যদি সত্যি হয়—তোমার কাকার অর্দ্ধাংশ কি শিরোমণিকে ছেড়েই দেবে—না মামলা মোকর্দ্দমা চালাবে?

সোমনাথ। না, আমি আদালতে কিছুতেই যাব না রসিকদা। সম্পত্তি তো পৈতৃক? আমার কাকা যদি আজ জীবিত থাকতেন তা'হলে তাঁর অর্দ্ধাংশ তিনি নিজেই ভোগদখল করতেন—

রসিক। হুঁ। কিন্তু ভায়া, একটা কথা ভাবো। ৺লোকনাথ রায় নিঃসন্তান হলেও তার বিধবা-স্ত্রী এখনো বর্ত্তমান। তাঁর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা কি?

শিরোমণি। হ্যাঁ, এ কথাটা তুমি বলতে পার রসিকমামা! তাঁর ভরণ-পোষণের একটা ব্যবস্থা তো হওয়াই উচিত। আচ্ছা আমি বলি—তিনি আমার পরিবারভুক্ত হয়েই বাস করুন না? আমি তাঁর সমস্ত ভার-বহন করতে রাজি আছি।

সোমনাথ। সাবধান খুড়োমশাই! ওরূপ নির্লজ্জ প্রস্তাব দ্বিতীয় বার আর মুখে আন্‌বেন না। ৺লোকনাথ রায়ের স্ত্রী আমার কাকীমা। তিনি আমার নিজের মার চেয়েও বেশী! আমি আমার সমস্ত পৈতৃক-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি তাঁর ভরণ-পোষণের জন্যে আপনার দ্বারস্থ হবেন না।

শিরোমণি। আহা-হা—আমি তো তোমার পর নই বাবাজী! তুমি যে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!

সোমনাথ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, আপনি আমার বিশেষ আপন—কিন্তু ও-কথাটা আর মুখে আনবেন না। আমার ধৈর্য্যেরও সহ্যের একটা সীমা আছে তা জানবেন—

শিরোমণি। ওরে কে আছিস্—একটু তামাক দিয়ে যা—

সোমনাথ। আমি শুধু জানতে এসেছি—সত্যিই কি আমার কাকা এরূপ কোনো দলিল সম্পাদন করেছেন?

রসিক। হ্যাঁ করেছেন, আমি দেখেছি। দস্তখৎটা তোমার কাকার বলেই মনে হল।

সোমনাথ। আমি একবার দলিলটা দেখতে পাই?

রসিক। শোনো তোমার খুড়ো-মশাইয়ের কাছে। ওহে শিরোমণি! ভায়া সোমনাথ একবার দলিলটা দেখতে চান—আপত্তি আছে কিছু?

শিরোমণি। তা' আছে বৈকি! হয় আদালতে, আর না হয় পাঁচজন নিরপেক্ষ সালিসের সাক্ষাতে, দরকার হলে আমি দলিলটা বের করতে পারি। মিছেমিছি এখানে আর কেন?

সোমনাথ। আমি তো পূর্ব্বেই বলিছি—আদালতে আমি যাব না। বেশ, তাহলে পাঁচজন গ্রাম্য সালিশ ডাকুন—

শিরোমণি। এ কথা তুমি বলতে পারো।

রসিক। কিন্তু ভায়া! তুমি যে তখন বললে—তোমার কাকা উন্মাদ ছিলেন—দান-বিক্রয়ের কোনো ক্ষমতাই ছিল না তাঁর।

সোমনাথ। হ্যাঁ, সে একটা আইনের কথা বটে। কিন্তু সে

কথাটা বলে ফেলে আমি খুব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়েছি—আমার কাকা উন্মাদ হলেও আমি তাঁর কোনো কৃত কার্য্যকে অস্বীকার করবো না। আমি এখন আসি তাহলে—

রসিক। (হাত ধরিয়া) আরে ব'সো ব'সো—ছেলে-মানুষী কর না। বিপদি ধৈর্য্যং—

শিরোমণি। (বিরক্তভাবে ইসারায়) আঃ যেতে দাও না—ওরে বেটা, তুই অস্পৃশ্য না?

একটা কড়ি বাঁধা হুকার উপর কলিকা বসাইয়া ফুঁ দিতে দিতে

নটবরের প্রবেশ

নটবর। আজ্ঞে—

শিরোমণি। তুই জানিস্ না যে বামুনের হুঁকো ছুঁলে তার জল মরে যায়?

নটবর। আজ্ঞে রামা যে ছোঁয়?

শিরোমণি। সে তো কায়স্থ। ওরে ও রামা! রামা—

রামার প্রবেশ

হুঁকোর জলটা পাল্‌টে দে। এ বেটা নতুন লোক—ব্রাহ্মণবাড়িতে কখনো থাকে নি বোধ হয়। একে বুঝিয়ে দে হুঁকোঠুঁকো যেন না ছোঁয়—

রামা। আচ্ছা—(কলকেটা নটবরের হাতে দিয়া হুঁকা লইয়া প্রস্থান। নটবর অপ্রস্তুতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।)

রসিক। শোনো ভায়া, তোমাকে একটা কথা বলি। এ গাঁয়ের

ব্রাহ্মণ-কায়স্থ উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন—তুমি একটু সংযত হও। অস্পৃশ্যদের সমস্যা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি কর না।

সোমনাথ। এই অযাচিত উপদেশের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ রসিকদা! তবে একথা নিশ্চয় জান্‌বেন—আমি অপরের অধিকারে কখনই হস্তক্ষেপ করবো না। মন্দিরের মালিক যদি আমি হই—তা'হলে অস্পৃশ্য হিন্দুরা সেখানে নিশ্চয়ই প্রবেশ কর্ত্তে পাবে। নরনারায়ণকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করা মহাপাপ—আমার মনে যতক্ষণ এ বিশ্বাসটা বদ্ধমূল আছে, ততক্ষণ আমি কারো চোখরাঙানিতে বিচলিত হব না।

শিরোমণির দ্বিতীয়া কন্যা কুমারী আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। বাবা! দিদি বল্‌লে রসিকদাকে নেমন্তন্ন করতে।

শিরোমণি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা তো ভুল হয়ে গেছে। রসিকমামা! দুপুরে দু'টো আহার করবে কিন্তু আমার এখানে। আজ মাধুরীর জলদানের ব্রত-প্রতিষ্ঠা!

রসিক। বেলা এখন দ্বিপ্রহর! নেমন্তন্ন না-পেলেও তোমার রসিকমামা বেয়েক্কেলেপণা করতো না। পাতা পেতে বসতই। তুমি আমাকে ভুল্‌লে কি হয় বাবাজী! তোমার মেয়েরা কিন্তু ভোলেনি—(একান্তে) কি বলো আদুদিদি! মনে পড়ে প্রাণের টানে—না? বিয়েটা তা'হলে আমার সঙ্গেই হবে?

আদুরী। ইস্‌ বুড়োর কি সখ্— প্রস্থান।

রামা জল-পালটানো হুঁকোটা আনিয়া হুঁকাদানির উপর রাখিল এবং চলিয়া গেল। নটবর ধীরে ধীরে হস্তস্থিত কল্‌কে সেই হুঁকার উপর রাখিল।

শিরোমণি। ওকি করলিরে বেটা? হুঁকোটা আবার ছুঁয়ে দিলি?

নটবর। আমি তো হুঁকো ছুঁইনি কর্ত্তা! কল্‌কেটা হুঁকোর উপর বসিয়ে দিইছি মাত্তর।

শিরোমণি। ওরে বেটা গণ্ডমূর্খ! তাতে করে যে হুঁকোটাও ছোঁয়া পড়লো। কোথাকার একটা অসভ্য জানোয়ার তুই?

নটবর। আজ্ঞে আপনি চটবেন না। আমি ঠিক্ করে দিচ্ছি।

প্রস্থান।

সোমনাথ। আচ্ছা খুড়োমশাই! মানুষ কি একটা কুকুর-শেয়ালের চেয়েও অধম?

শিরোমণি। থাক্ থাক্ বাবাজি! ও সম্বন্ধে তুমি আর কোনো কথা ব'লো না। শুধু তোমার কারণেই এ গাঁয়ের ছোটলোকদের আস্পর্দ্ধা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে।

সোমনাথ। আস্পর্দ্ধা যে কার বেড়ে উঠেছে—তা' খুব শীগ্‌গীরই বুঝবেন খুড়োমশাই! এই সব ছোটলোকদের একটু চোখ ফুট্‌তে যা' দেরি। মানুষকে এতখানি ঘৃণা করা তো আপনাদের খুব কম আস্পর্দ্ধার কথা নয়?

নটবর একটা সোডার বোতল আনিয়া হুঁকোর জলটা ফেলিয়া দিল এবং তাহাতে সোডার জল ভরিতে লাগিল।

শিরোমণি। ও কি করছিস্ রে?

নটবর। আজ্ঞে কাল যে আমি দোকান থেকে একটা সোডার বোতল এনে দিয়েছিলাম সে জল তো আপনি খেয়েছিলেন, বোতলের জল তো মরে না?

রসিক। (উচ্চহাস্য করিয়া) হাহাহা—এবার তো ঠকে গেছ শিরোমণি! এখন তামাক খাও—

শিরোমণি। বেটা! আমার সঙ্গে এয়ারকি হচ্ছে?

নটবর। না কর্ত্তা রাগ করবেন না, এই নিন তামাক খান।

শিরোমণি। ওরে ও রামা!—

রামার প্রবেশ

বলি আমাকে কি একটু তামাক খেতে দিবিনে তোরা?

রামা। আজ্ঞে আমি তো হুঁকোর জল পাল্‌টে রেখে গেছি।

শিরোমণি। ওই দেখ্—ও বেটা আবার সে জল ফেলে দিয়ে হুঁকোর ভেতর সোডার জল ভরেছে—ওকে তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে—ওর দ্বারা কাজ চল্‌বে না।

নটবর। আজ্ঞে আমি—

শিরোমণি। না, না, তুমি সরে পড় বাপু! কোনো ব্রাহ্মণ-বাড়িতে তোমাব স্থান হতে পারে না। ওকে তাড়িয়ে দে রামা! তাড়িয়ে দে—

নটবর। দোহাই কর্ত্তা, এই আকালের দিনে আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমার বুড়ো মা-বাপ তা'হলে না খেয়ে মরবে। আমি তো দুষ্ট মনে ক'রে কিছুই করিনি। আপনার পায় পড়ি আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

পদধারণ করিল

শিরোমণি। ছুঁয়ে দিলি? আমি এই মাত্র স্নানাহ্নিক সেরে এসেছি—এখনো আমার ঠাকুরপূজো হয়নি—কী আপদ কী আপদ! বেরিয়ে যা এ বাড়ি থেকে বেটা অসভ্য জানোয়ার কোথাকার! (গলাধাক্কা)

রসিক। আহাহাঃ বেচারার অপরাধটা যে কি, তাতো ওকে বুঝিয়ে দিলে না শিরোমণি ?

সোমনাথ। ওর অপরাধ, ও কেন আজও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেনি এবং আজও কেন নিজেকে হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। কি বলেন খুড়ো-মশাই—এই তো ওর অপরাধ ?

শিরোমণি। তুমি এখন যা বলো বাবাজি, তোমার গুণের তো অন্ত নেই ? শুন্‌তে পাই—তুমি ওই সব ছোটজাতের সঙ্গে বসে নাকি পংক্তি-ভোজনও করে থাকো—ওদের প্রস্তুত অন্ন-ব্যঞ্জনেও নাকি তোমার অরুচি নেই।

সোমনাথ। আজ্ঞে তা' নেই। কিন্তু কোনো ছোটজাতের ঝি-চাকৃরাণীকে শয্যায় বসিয়ে আমার গাত্রমর্দ্দন করা'তে—বিশেষ আপত্তি আছে আমার।

শিরোমণি। শুন্‌লে রসিকমামা! শুন্‌লে বাবাজির কথা ? ব্যাপারটা যে কি তা, তো তুমি জানো ?

রসিক। হ্যাঁ তা' জানি বৈকি! না হে সোমনাথ! তোমার এ কথাটা আমি ভাল শুন্‌লাম না। শিরোমণি একজন বাতগ্রস্ত ব্যক্তি। রামদাস কবরেজের বাতারি তৈল-মর্দ্দনে, বেশ একটু উপশম বোধ করেন। তাই ওপাড়ার বিন্দু বেওয়াকে নিযুক্ত করেছেন—দু'টাকা মাসিক মাইনে দিয়ে। এতে এমন কি দোষ দেখলে তুমি ? ভায়া হে—বিপত্নীক ব্যক্তির পক্ষে রোগ-পরিচর্য্যা বিষয়ে এ অপেক্ষা সুব্যবস্থা আর আর কি হতে পারে ?

সোমনাথ। না, না, আমিও তো কোনো দোষের কথা বলিনি ? আমার বক্তব্য হচ্ছে—তৈলমর্দ্দন অপেক্ষা পংক্তিভোজন দোষনীয় নয়—

রসিক। আরে যাও, যাও, তোমরা ভারি আঁতে ঘা দিয়ে কথা বলো ভায়া! ছিঃ! দেখ্ছ না শিরোমণির মুখখানা কত অন্ধকার হয়ে গেছে? তুমি কিছু মনে কর না বাবাজী! আজকালকার ছেলে-ছোক্‌রারা চায়—তোমার-আমার মত বৃদ্ধেরা সব বাতব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকি, আর ওঁরাই দুনিয়ার মজা লুটুন—কি বলহে ভায়া। এই তো তোমাদের মতলব? (হাসিলেন)

শিরোমণি। হেসো না রসিক মামা! আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি—বাবাজী সোমনাথের রসনা অত্যন্ত অসংযত হয়ে উঠেছে!

সসঙ্কোচে নটবরের প্রবেশ

নটবর। আজ্ঞে কর্ত্তা আমি পনর দিন কাজ করিছি। আমাকে এই পনর দিনের মাইনেটা দিয়ে দিন—

শিরোমণি। এক পয়সাও দেবনা। শীগ্‌গীর এখান থেকে চলে যা বল্‌ছি—নতুবা জুতিয়ে পিঠের চাম্‌ড়া তুলবো।

সোমনাথ। তোমার নাম কি?

নটবর। আজ্ঞে, লটবর বিশ্বাস—

সোমনাথ। তোমার মাইনে কত ঠিক হয়েছিল?

নটবর। পাঁচ টাকা।

সোমনাথ। আমি তোমাকে সাতটাকা মাইনে দেব। আমার বাড়িটা চেন তো? নিকটেই। আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি, চলো আমার সঙ্গে। আমি এখন আসি রসিকদা?

শিরোমণি। দেখ্‌লে রসিকমামা! কতখানি ঔদ্ধত্য আর টাকার কী গরম!

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। সোমদা! তুমি চলে যাচ্ছ যে? রান্নাবান্না তো হয়ে গেছে! তুমি যে তখন বল্‌লে—সকাল-সকাল হলে, তোমার কোনো আপত্তি নেই?

সোমনাথ। আমাকে মাপ ক'রো বোন—আমার শরীরটা বড্ডই খারাপ। বিশেষ কথা হচ্চে—আমি অত্যন্ত অনাচারী, আমাকে খাওয়ালে, তোমার ব্রতপ্রতিষ্ঠার পুণ্যসঞ্চয় হবে কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে।

মাধুরী। তুমি অনাচারী নও সোমদা, তুমি অত্যন্ত অহঙ্কারী। এ গাঁয়ে তোমার মত সদাচারী ব্রাহ্মণ যে আর একটিও নেই তা' তুমি বেশ জানো। আর আমি যে তোমাকে দাদা ব'লে কতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখি—তাও তোমার অজানা নেই। আমি তোমার অনাথা বিধবা বোন্—এই ব্রত প্রতিষ্ঠার দিনে আমার মনে একটা দুঃখ দিলে, যদি তুমি সুখী হও—বেশ, এসো তা'হলে—তোমাকে আর কষ্ট পেতে হবে না। আমিই আমার নেমন্তন্ন ফিরিয়ে নিচ্ছি—(চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থানোদ্যত)

সোমনাথ। না, না, মাধুরী, স্নানটা সেরে আমি এখুনি আস্‌ছি—

মাধুরী—তা'হলে, হরনাথকেও সঙ্গে এনো কিন্তু—

সোমনাথ। আচ্ছা। প্রস্থান।

শিরোমণি। মাধুরী! কে তোকে বলেছে সোমনাথকে নেমন্তন্ন করতে?

মাধুরী। কেন, তাতে কি দোষ হয়েছে বাবা? দ্বাদশটি ব্রাহ্মণের

পাতে ভাত দেব—তাদের মধ্যে সোমদাও তো একজন ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কিছু নন ?

শিরোমণি। ও আবার ব্রাহ্মণ ? দেবনাথ রায়ের পুত্র না হলে, ওর ব্রাহ্মণত্ব আমি এতদিন ঘুচিয়ে দিতাম।

মাধুরী। বাপের পরিচয়ে ছাড়া, নিজের পরিচয়ে, কার ব্রাহ্মণত্ব যে কতটুকু—তা' আমার জান্‌তে বাকি নেই বাবা ! এ গাঁয়ের সবাইকেই তো আমি চিনি ?

আদুরীর প্রবেশ

শিরোমণি। কি বল্‌লি এ গাঁয়ে ব্রাহ্মণ কেউ নেই ?

মাধুরী। না, না—দাঁড়িয়ে থাকিস্‌নে আদুরী ! যা' আসন আর গ্লাসগুলো রান্নাঘরে নিয়ে যা—আমি ঝাঁট্ দিয়ে, ঠাঁই করে দিইগে—বেলা অনেক হয়ে গেছে—

রসিক। এ গাঁয়ে যদি ব্রাহ্মণ নাইই থাকে—তা'হলে তুমি এ ব্রাহ্মণ-ভোজনের আয়োজনটা করলে কেন দিদিমণি ?

মাধুরী। মন বোঝেনা, তাই। আমার পুণ্যসঞ্চয়ের লোভটা তো বাবার বিষয়সম্পত্তির লোভের চেয়েও কিছুমাত্র কম নয় ?

শিরোমণি। সোমনাথ ওকে কতকগুলো খবরের কাগজ, মাসিক-পত্রিকা, আর ছাইপাঁশ নাটক-নভেল এনে দিয়েছে—তাই পড়ে পড়েই মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আগে তো ও এমনধারা ছিলনা রসিক মামা ! বিধবা মেয়ে তুই—আমি বলি, তুই শুধু রামায়ণ আর মহাভারত পড়—

মাধুরী। কাল থেকে, খুব সুর করে, শুধু রামায়ণ আর

মহাভারতই পড়বো—আর সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ভণ্ডামিগুলোও শিখে নেব।

শিরোমণি। তুই উচ্ছন্ন যা— প্রস্থান।

মাধুরী। যত শীগ্‌গীর যেতে পারি, সেই চেষ্টাই তো করছি—যেতেই যখন হবে।

রসিক। দিদি! হতভাগ্য সে, যে তোমাকে বিধবা ক'রে স্বর্গে গেছে—আমি যেন দেখি তুমি সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী!

মাধুরী। (কাঁদিয়া) না রসিকদা! আমার মত হতভাগিনী এ জগতে আব একটিও নেই। আপনি স্নানটা সেরে নিন্—আদুরী রসিকদাকে তেল এনে দে— কার্য্যান্তরে প্রস্থান।

রসিক। (স্বগত) শিরোমণি যে বল্‌ছিলো—সোমনাথ অত্যন্ত অসচ্চরিত্র, তবে কি? উহুঁ—ও তো সে ভাবের মেয়েই নয়—ওর চোখে যে বেজায় আগুন! মুখেও অসম্ভব দৃঢ়তা! ব্যাপারটা তো বুঝ্‌তে পারছি নে—

আদুরী একখানা গামছা ও একবাটি তৈল লইয়া আসিল

আদুরী। আপনি বসুন না এখানে, আমিই আপনাকে তেল মাখিয়ে দি।

রসিক। তুমিই দেবে? তা'হলে আমাকে পছন্দ হয়? কি বলো?

আদুরী। ওসব কথা বল্‌বেন তো, আমি চলে যাব কিন্তু—

বসিক। না, না, আদুদিদি, তুমিই দাও—(স্বগত) তবে তোমাদের বাড়িতে তৈলমর্দ্দন-কথাটা যেরূপ কদর্থবাচক হয়ে

দাঁড়িয়েছে—তাতে ভয় হয়, পাছে, সোমনাথ দেখ্‌লে আবার আমাকেও কিছু না বলে বসে।

আদুরী। (তেল মাখাইতে মাখাইতে) আপনার মাথার একটা চুলও যে কালো নেই—রসিকদা!

রসিক। তাই নাকি? কিন্তু চুলের তো কোনো অপরাধ নেই দিদিমণি! চুলের গোড়ায় এত ধোঁয়া লাগে যে, তাদের সাধ্য কি যে কালো থাকে? চুলে আমার পাক্ ধরেছে—বয়স যখন চৌদ্দ কি পনর!

আদুরী। বলেন কি রসিকদা? আচ্ছা, আমাদের ঠানদি মারা গেছে কতদিন?

রসিক। আর সে কথা স্মরণ করিয়ে দিওনা দিদিমণি! প্রাণের ভেতর হা-হতোস্মি জেগে ওঠে। চুলগুলো সব সাদা দেখ্‌লে কি হয়—

সখি রে—আজু কাহা গিয়া তুঁহু
চিত-চঞ্চল উহু—কোকিল কুহু কুহু বোলে—

মাধুরী নিকটে আসিল

মাধুরী। আচ্ছা রসিকদা! সোমদার সঙ্গে আদুরীর বিয়ে হলে কেমন হয়?

রসিক। বেশ হয়। উপযুক্ত পাত্তর! কিন্তু—

মাধুরীর উপর চোখ রাঙাইয়া লজ্জিতভাবে আদুরীর প্রস্থান।

মাধুরী। তুমি একটু বাবাকে বুঝিয়ে বলনা, যেভাবে পার—তাকে রাজি করাও—

রসিক। তোমার বাবা তো লোকটি সোজা নন? তিনি যে সোমনাথকে এ গাঁ থেকে তাড়াবার জন্তেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—তার বিষয়সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত দাবী করছেন—সে সব কথা জানো তো?

মাধুরী। জানি বলেই তো আমার মন-প্রাণ আজ বড্ডই অস্থির হ'য়ে উঠেছে রসিকদা! এই সব ব্রতনিয়ম ও ব্রাহ্মণভোজন কিছুই যেন ভাল লাগ্‌ছেনা। আমার বাবা তো পূজাঅর্চ্চনা আর ধ্যানধারণা নিয়েই পড়ে থাকেন—কিন্তু কই, তাতে তার চিত্তবৃত্তির তো কোনো উৎকর্ষই ঘটেনি! আমি যেন দেখ্‌ছি তাঁর স্বার্থপরতা ও বিষয়াকাঙ্ক্ষা দিনদিনই বেড়ে উঠ্‌ছে—সোমদা বলেন—"মানুষকে যে ঘৃণা করে, তার পূজা-অর্চ্চণা সবই মিথ্যে—নরনারায়ণের সেবাই হচ্ছে দেবতার সেবা!"

রসিক। তাতো সত্যিই—

মাধুরী। শুধু সেই কারণে, সোমদাকে আমার ভারি ভাল লাগে। তাঁর আত্মত্যাগ আর পরোপকার প্রবৃত্তির কথা মনে হলে, সত্যিই আমার মন যেন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। তোমার পায় পড়ি রসিকদা—সোমদার সঙ্গে আমার বাবার এই বিবাদটা তুমি মিটিয়ে দাও—

রসিক। দিদিমণি! আসল কথাটা তুমি বুঝ্‌তেই পারছ না। এটা হচ্ছে একটা ভয়ানক স্বার্থসংঘর্ষ! সোমনাথের ওই উৎকট মতবাদের প্রভাব যদি বেড়ে ওঠে—তা হলে এ গাঁয়ের গোঁড়া বামুনদের রুটি একেবারেই মারা যাবে। তোমার রসিকদার অবস্থাটাও কিছু কম কাহিল হ'য়ে পড়বেনা। তাইতো ভাব্‌ছি এখন উপায় কি?

মাধুরী। মানুষ কি স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌বেনা রসিকদা?

রসিক। নিশ্চয়ই না। যে-কোনো ধস্তাধস্তির মূলেই তো রয়েছে স্বার্থবুদ্ধি। কোথায়ও বা ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, আর কোথায়ও বা

জাতির সঙ্গে জাতির। মোটের উপর আমার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে, এ কথাটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—এ জগতে স্বার্থ ছাড়া গাছের পাতাটিও নড়েনা।

মাধুরী। তুমি কি বল্‌তে চাও—সোমদাও স্বার্থপর?

রসিক। তার কথা ছেড়ে দাও—সে এখনো সংসারে প্রবেশ করেনি। আর দু'টোদিন না গেলে, তার সম্বন্ধে কিছুই বলা চল্‌বেনা। আমার ধারণা, এখন তার একমাত্র লক্ষ্য, শুধু প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির দিকে। কিন্তু আমার এ ধারণা যদি মিথ্যে হয়—তাহলে সে তো দেবতা! দেবতার আদর্শ নিয়ে তো মানুষ চল্‌বেনা? বেশী বাড়াবাড়ি করলে—কোণঠাসা হয়েই পড়ে থাক্‌বেন তিনি। আর না হয়, স্বর্গের দেবতা, স্বর্গে ফিরে যেতেই বাধ্য হবেন। মর্ত্ত্যে যে মানুষের রাজত্ব দিদিমণি! যীশুখ্রীষ্টই বলো, বুদ্ধদেবই বলো, মানুষের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রে কেউই তো পেরে ওঠেন নি—সবাই ঘা-গুঁতো খেয়ে পালিয়েছেন।

মাধুরী। তা'তো বুঝ্‌লাম, কিন্তু এখন উপায় কি? বাবার সঙ্গে সোমদার এ বিবাদটা তুমি কি মিটিয়ে দিতে পারবেনা, রসিকদা?

রসিক। পারতাম তো দিদিমণি! কিন্তু এর সঙ্গে আর একটা বড় কঠিন সমস্যা জড়িয়ে গেছে—

মাধুরী। কি?

রসিক। তোমার বিয়ে হয়েছিল নবগ্রামে—না?

মাধুরী। হ্যাঁ।

রসিক। সেখানকার ছোক্‌রা জমিদারটিকে চেনো? যার নাম নবীনবাবু—ওকি! তুমি চমকে উঠ্‌লে কেন মাধুরী?

মাধুরী। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি। বলুন—কি হয়েছে তার ?

রসিক। তোমার বাবাকে সোমনাথের বিরুদ্ধে ওস্‌কাচ্ছেন তিনিই। কিছু কিছু অর্থ-সাহায্যও করছেন বলে মনে হয়—নতুবা তোমার বাবা তো একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণপণ্ডিত! সোমনাথের সঙ্গে এতবড় একটা ফ্যাঁসাদ বাধিয়ে নেবার দুঃসাহস তার কখনই হতনা।

মাধুরী। সোমদাকে বিপন্ন করে নবীন বাবুর কি লাভ ?

রসিক। অস্পৃশ্যতা দূর হলে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিপদ, অন্যদিকে তেমন জমিদার বাবুদের বিপদটাও তো বড় কম নয় ? চাষাভূষোদের চোখ ফুট্‌লে তো আর অত্যাচার উৎপীড়ন চল্‌বে না ? সুতরাং অর্ব্বাচীন সোমনাথ আজ দোমুখো সাপের মাজার উপর দাঁড়িয়ে নেত্য সুরু করেছেন—এখন দংশন সহ্য করে টিকে থাকতে পারবেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তোমার মুখচোখ অমন শুকিয়ে যাচ্ছে কেন মাধু দিদি ?

মাধুরী। না, না, কিছু না রসিকদা! তবে, সোমদার সঙ্গে আদুরীর বিয়েটা দিতেই হবে। বাবাকে রাজি করতেই হবে।

রসিক। তা যে পারবো ব'লে মনে হয় না!

মাধুরী। (হঠাৎ কাঁদিয়া) না পারলে, আমি বিষ খেয়ে মরবো রসিকদা! আমার বাবার অত্যাচারে, সোমদা যদি আজ এ গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, তা'হলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হবে। আমি তা সহ্য করতেই পারবো না। (কাঁদিতে লাগিল)

রসিক। এ আবার কোন্ রহস্য ? কিছুই যে বুঝ্‌তে পারছি নে। মাধুরী সত্য বলো ব্যাপারটা কি—তোমার মতো সুবুদ্ধি মেয়ে আমি

খুব কমই দেখেছি। পারি যদি, প্রাণ দিয়েও আমি তোমার উপকার করবো—বলো কি হয়েছে ?

মাধুরী। রসিকদা, নবগ্রামের নবীনবাবু আমার স্বামীকে মদ খাওয়াতে খাওয়াতে পাগল করে দিয়েছিল। তারপর একদিন কৌশলে আমাকেও তাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করতে চেষ্টা করেছিল। মদের নেশা ছুটে গেলে আমার স্বামী সেই ঘৃণা ও লজ্জা সহ্য করতে না-পেরে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। (কাঁদিল)

রসিক। তারপর ?

মাধুরী। সোমদা ছিলেন তখন নবগ্রামে। নবীনবাবুর অত্যাচারের ভয়ে আমি একদিন সোমদার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়েছিলাম—তাঁর পায়ের উপর মাথা খুঁড়েছিলাম। সোমদাও তখন আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই কথা জানতে পেরে—নবীনবাবু একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন—তারপর সোমদার এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কে টাকা দিয়ে বশীভূত করে। সে তখন সোমদার অসুস্থতার সংবাদ জানিয়ে, তার স্ত্রীকেও নবগ্রামে নিয়ে যায়—

রসিক। তারপর, তারপর ?

মাধুরী। অসহায় বৌদির উপর নবীনবাবু আর তার লোকেরা অমানুষিক অত্যাচার করে—এবং সেই অত্যাচারের ফলেই সতীলক্ষ্মী মারা যান—

রসিক। বলো কি মাধুরী ! সোমনাথ কি এসব কিছু জানতেও পারেনি—

মাধুরী। না। তিনি ছিলেন তখন আমাকে নিয়েই ব্যস্ত। একদিন গভীর রাত্রে আমাকে নিয়েই পালিয়ে আসেন—এবং বাড়িতে

এসে শোনেন—তাঁর স্ত্রী নবগ্রামে গেছেন—তাঁরই এক আত্মীয়ের সঙ্গে। নবগ্রামে ফিরে গিয়ে সেই পরমাত্মীয়ের বাড়িতেই বৌদিকে দেখ্‌তে পান মৃত্যুশয্যায়।

রসিক। বটে? কিন্তু সে পরমাত্মীয়টি কে? এখন তিনি আছেন কোথায়?

মাধুরী। এই ঘটনার পরেই তিনি নিরুদ্দেশ। কিন্তু আমি জানি---সোমদাই এখন তার বিপন্ন স্ত্রীপুত্রকে মাসিক অর্থ সাহায্য ক'রে বাঁচিয়ে রাখ্‌চেন। রসিকদা, সোমদা মানুষ নয়।

রসিক। হ্যাঁ, মানুষ নয়—একটা ঘৃণিত পশু! ঘৃণা, লজ্জা বা অপমান বোধ যার নেই—সে যে মানুষ নয়, এ কথা খুব সত্যি।

মাধুরী। না, না, রসিকদা, ও কথা বলো না।

রসিক। কেন বল্‌বো না মাধুরী? সোমনাথ যদি মানুষ হ'ত-- তা'হলে নবগ্রামের নবীন-বেটা আজও বেঁচে থাকতো না—সতীলক্ষ্মীর উপর এই অত্যাচারের প্রতিফলটা সে নিশ্চয়ই পেত।

মাধুরী। আমি জানি—সোমদাও অনেক দিন একটা ছোরা নিয়ে পাগলের মত ঘুরে বেড়িয়েছিল। কিন্তু এখন তার মত বদ্‌লে গেছে। সে বলে—একটা লম্পটকে হত্যা করলে তো, দেশ থেকে লাম্পট্য দূর হবে না? যে সব নিরক্ষর প্রজাদের অর্থ শোষণ ক'রে, নবগ্রাম আজ এত অত্যাচারী হ'য়ে উঠেছে—সে চায় তাদের সেবা করতে—নৈশ-বিদ্যালয় খুলে তাদের শিক্ষিত করতে—সমাজের সর্ব্বত্র সমান অধিকার দিয়ে, তাদের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তুল্‌তে—

রসিক। সে চায় তার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করতে—একটা ভণ্ড, কাপুরুষ কোথাকার!

মাধুরী। কিন্তু আমার উপায় কি রসিকদা? যে সোমদা তার নিজের স্ত্রীকে বলি দিয়ে আমার ধর্ম্মরক্ষা করেছে—তার সঙ্গে আমার বাবা কোনো দুর্ব্যবহার করলে, আমি যে সহ্য করতে পারিনে। মাতৃহারা হরনাথের মুখের দিকে চাইলে যে আমার বুক ফেটে যায়। আমি জানি—ভিতরে-ভিতরে সোমদার মনটা সংসারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে। হয় সে তার কাকার মতই উন্মাদ হয়ে যাবে—আর না হয় এ দেশ ছেড়েই পালাবে।

রসিক। তাই করুক সে। লোকালয় ছেড়ে বনে গিয়ে বাস করাই তার উচিত।

মাধুরী। আদুরীর সঙ্গে যাতে তার বিয়েটা হয় সেই চেষ্টাই কর না রসিকদা—আমার প্রাণে একটু শান্তি দাও।

রসিক। সে আর বিয়ে করবে না—স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা সে বোঝে না—তাই সে একা থাকতে চায়।

মাধুরী। না, না, সে বিয়ে করবে! আমি তাকে বাধ্য করবো বিয়ে করতে—তুমি আমার বাবার মতটা করিয়ে দাও—(কাঁদিতে ছিল)

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। তুই কাঁদছিস্ কেন দিদি?

মাধুরী। যা আদুরী! ব্রাহ্মণ-কটিকে খাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করগে। উপবাসে আমার শরীরটা বড্ডই দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে—যাও রসিকদা! তুমিও স্নান করে এসো—

শিরোমণির প্রবেশ

শিরোমণি। ওরে আদু, বিন্দু এখনো আসেনি? কই, তাকে তো দেখছিনে—

আদুরী। এসেছিল, কিন্তু দিদি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শিরোমণি। সেকি কেন, কেন, মাধুরী?

মাধুরী। আমার ইচ্ছে। ফের যদি আমি তাকে—এ বাড়ির ত্রিসীমানায় কোথাও দেখ্‌তে পাই—তা'হলে ঝেঁটিয়ে তার বিষ ঝেড়ে দেব।

শিরোমণি। শুন্‌লে রসিক মামা? দেখো যে আমার মেয়েরা পর্য্যন্ত কি রকম দুর্ব্বিনীতা হ'য়ে উঠেছে। আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি—এ সব ঘট্‌ছে শুধু সেই পাষণ্ড সোমনাথের কুপরামর্শে। আমি বলি তুই একটা বিধবা মেয়ে—সোমনাথের মত অসচ্চরিত্র যুবকের সঙ্গে বাক্যালাপ করাও যে তোর পক্ষে গুরুতর অন্যায় কাজ।

মাধুরী। কে অসচ্চরিত্র? সোমদা?

শিরোমণি। আচ্ছা, তা' না হয় স্বীকার করছি—সে খুবই চরিত্রবান। কিন্তু তোর কি আক্কেল? তোর পিতার এমন একটা কঠিন রোগ—গিঁঠে গিঁঠে অসহ্য বেদনা—উহুহুহু—তুই যে বিন্দুকে তাড়িয়ে দিলি—আমার বাতারি-তৈলটা মর্দ্দন করে দেবে কে? বাতে যে আমি একেবারে পঙ্গু হয়েই পড়ে থাক্‌বো।

মাধুরী। তাই থাকো বাবা! তোমার চলৎশক্তি যেন একেবারেই রহিত হয়ে যায়—তুমি যেন নবগ্রামে আর যেতে না পার।

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকিয়া প্রস্থান।

রসিক। ব্যাপার কি শিরোমণি? নবগ্রাম-সম্বন্ধে মাধুরীর এরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধির কারণটা কিছু জানো?

শিরোমণি। সে কথা আর কেন বলো রসিক মামা! নবগ্রামে যে ওর শ্বশুর বাড়ি। সে দেশ তো জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে এসেছেন—এখন আমাকেও জ্বালাচ্ছেন-পোড়াচ্ছেন—বিধবা-মেয়ে কিছু বল্‌তেও পারিনে—গলবস্ত্রে ও কৃতাঞ্জলিপুটে ছাড়া কথাটি বল্‌বার উপায় নেই—একেবারেই সাক্ষাৎ মা-রণচণ্ডী!

রসিক। ব্যাপারটা কি হয়েছে, তাই বলনা শুনি?

শিরোমণি। লোকের কাছে বল্‌বার মত কথা তো নয়? তবে তুমি নেহাৎ আপনার লোক, তাই তোমাকে বল্‌তেও কোনো বাধা নেই। জামাইটির স্বভাব-চরিত্র ছিল অতি নির্ম্মল। নবগ্রামের জমিদারী-সেরেস্তায় বেশ মোটা বেতনে চাকুরী করতেন—এদিকে বাবাজী সোমনাথ গিয়ে সেখানে জোটেন। সোমনাথের সঙ্গে ওর অবাধ মেলামোশা দেখ্‌তে পেয়ে জামাতা-বাবাজী অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন—এবং বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

রসিক। তারপর?

শিরোমণি। নবগ্রামের নবীনবাবু অতি সদাশয় লোক। বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের জন্য অর্থ-সাহায্য করতেও কার্পণ্য করেননি তিনি। এদিকে সোমনাথের স্ত্রীটি তখন নিউমোনিয়া রোগে মারা যায়। তোমাকে বল্‌বো কি রসিক মামা, লজ্জায় আমার মাথাটা হেঁট্ হয়ে পড়ে—এক দিন দুপুর রাত্রে দেখি—হতভাগিনী ওই লম্পটের সঙ্গে আমার বাড়িতে এসে উপস্থিত। রাগে আমার সর্ব্বশরীর থরথর করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো, কি আর করবো? কাটা-কানটা তখন চুল

দিয়ে ঢেকে রাখা ছাড়া আর উপায় কি? ওই পাষণ্ড সোমনাথকে এ গ্রাম থেকে তাড়াতে না পারলে, আমার প্রাণে শান্তি নেই।

রসিক। হুঁ। আচ্ছা, আমি স্নানটা সেরে আসি—বেলা অত্যন্ত অধিক হয়ে গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যবস্থাটা করে ফেল—আমার না হয় একটু পরেই হবে।

প্রস্থান।

শিরোমণি। ব্রাহ্মণরা তো সব বাইরের ঘরে এসে বসে আছেন—ওরে ও আদু! পাতা করা হয়ে গেছে—?

আদুরী। হ্যাঁ বাবা সব ঠিক হয়ে গেছে—তুমি ব্রাহ্মণদের ডেকে আনো—

শিরোমণি। আচ্ছা—

সোমনাথ ও হরনাথের প্রবেশ

এই যে বাবাজী সোমনাথও এসেছেন—এসো বাবাজী এসো। আরে শালা হরনাথও যে এসেছে রে—শালার কানটা মলে দি—

হরনাথ। ইস্—আমি আদু পিশির কাছে যাই—(আদুরী কোলে লইল)

শিরোমণি। আচ্ছা, খাওয়া-দাওয়া হোক্—তারপর তোমার কান দুটো কেটে রাখ্‌বো—

প্রস্থান।

সোমনাথ। তোমার দিদি কোথায় আদুরী?

আদুরী। (লজ্জিত ভাবে) আপনি বসুন—তিনি এখুনি আস্‌ছেন।

সোমনাথ। তুমি হঠাৎ এতো লজ্জিত হয়ে পড়লে কেন? বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে নাকি?

হরনাথ। হঁ্যা বাবা! মাধুপিশি আমাকে বলেছে—তুমিই নাকি আদুপিশিকে বিয়ে করবে—আর আমি তাকে মা বলে ডাক্‌বো—

সোমনাথ। ছিঃ হরনাথ—ওকথা বল্‌তে নেই—

লজ্জিতভাবে আদুরীর প্রস্থান।

পুরোহিত ও দশটি ব্রাহ্মণসহ শিরোমণির প্রবেশ সোমনাথকে দেখিয়া কেহ কেহ থমকিয়া দাঁড়াইলেন

শিরোমণি। আপনারা বসুন তাহলে—

স্মৃতিরত্ন। শিরোমণি মশাই! সোমনাথ রায়ও কি আজ আপনার এখানে নিমন্ত্রিত?

শিরোমণি। আজ্ঞে হঁ্যা—

পুরোহিত। আমার আসনটা তা'হলে স্থানান্তরে পেতে দেওয়া হোক্—সোমনাথ রায়ের সঙ্গে আমি পংক্তি-ভোজন করব না।

স্মৃতিরত্ন। পংক্তি-ভোজন তো দূরের কথা, সব কথা জেনেশুনেও—আপনি যখন সোমনাথকে নিমন্ত্রণ করেছেন—তখন আমার নিমন্ত্রণ আমি প্রত্যাখ্যান করছি। আমি আপনার বাড়ীতে জলস্পর্শও করবো না। (প্রস্থানোদ্যত)

শিরোমণি। না, না, (করজোড়ে) যাবেন না স্মৃতিরত্ন মশাই—সোমনাথের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগটা কি সে কথা আমাকে খুলে বলুন।

স্মৃতিরত্ন। হিন্দুধর্ম্মের মেরুদণ্ড যে স্পৃশ্যাস্পৃশ্য জ্ঞান, তা' শ্রীমান

সোমনাথের আদৌ নেই। আমরা তার বিরুদ্ধে বহু অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার অভিযোগ শুন্‌তে পেয়েছি—

সোমনাথ। আর কারো বিরুদ্ধে কিছু শুন্‌তে পান নি?

স্মৃতিরত্ন। কই, না! তুমি যদি শুনে থাকো বল্‌তে পার। বলো, কার বিরুদ্ধে কি শুনেছ?

সোমনাথ। আজ্ঞে, আমি তো নালিশ করতে আসিনি আপনাদের কাছে? আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—আমার কথাটা যেমন শুনেছেন—আমি অস্পৃশ্যদের জল পান-করি, তেমনি কেউ মদ্যপান করেন, কেউ পরস্বাপহরণ করেন, বা কেউ পরদারাভিমর্ষণ করেন ইত্যাদি ইত্যাদি—? এ সব কথা কি শোনেন নি—কখখনো?

শিরোমণি। আহাহাহা—ওসব কি বাজে কথা আলোচনা করছ সোমনাথ—? তোমার মত আর কেউ অস্পৃশ্যদের স্পৃষ্ট জল পান-করে কিনা, তাই বলো।

সোমনাথ। তা'হলে কি আমি বুঝ্‌বো—হিন্দু-সমাজে মাত্র একটি অনাচার বা উচ্ছৃঙ্খলতার অপরাধ আছে—তা'হচ্ছে—আমাদেরই আশ্রিত সেবাধর্ম্মী জাতিগুলিকে অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা না-করা? মদ্যপান পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ প্রভৃতি দোষগুলি কি পাপ বলেই গণ্য নয়?

তর্কভূষণ। হ্যাঁ স্বীকার করি,—এগুলিও গুরুতর অনাচার—কিন্তু এই সমাজে কে কে এমন অনাচারী আছেন—তুমি তাদের নামোল্লেখ কর—

স্মৃতিরত্ন। আঃ, মিছে মিছে কেন ওকে ঘাঁটাচ্ছ তর্কভূষণ? হয়তো কারো নামোল্লেখ করতে ওর আট্‌কাবে না। কিন্তু বুঝে দেখ—কেউ হয়তো শ্যামাপূজা-অন্তে একটু কারণ পান করেন, কেউ বা তান্ত্রিক

মতে কোনো চণ্ডালিনী-সাধনা করেন—কেউ বা—নষ্টচন্দ্রের রাত্রে কারো গাছের কলাটা-শশাটা চুরি করেন—তা বলে এগুলো তো আর অপরাধ বলে গণ্য হবে না ?

সোমনাথ। তা' তো বটেই। কিন্তু স্মৃতিরত্নমশাই বোধ হয় স্বীকার করবেন, পূর্ণিমা-নিশিতে শ্যামাপূজা হয়না। হয় কি ? আচ্ছা, তর্কভূষণকাকা! পঞ্জিকাতে নষ্টচন্দ্রের তিথি কি একটা ছাড়া দু'টো থাকে ? আর আমার খুড়োমশাইও জানেন—নিশ্চয়ই—চণ্ডালিনী-সাধনার ক্ষেত্র শ্মশানে! গৃহস্থের বাড়িতে নয়—কি বলেন ?

শিরোমণি। ওসব বাজে কথা শুনতে চাইনা। অস্পৃশ্যদের হাতের জল তুমি খাও কিনা, তাই বলো।

সোমনাথ। আজ্ঞে খাই। এতদিন আপনাদের মতো গোপনেই খেয়েছি। কিন্তু আজ থেকে প্রকাশ্যেই খাবো—আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ রইল—একবার গিয়ে স্বচক্ষেই দেখে আসবেন আমার বাড়িতে।

শিরোমণি। দেখেছ কী দার্ঢ্য, কি অবিনয়, কী ঔদ্ধত্য!

জনৈক ব্রাহ্মণ। তুমি কী মূর্খ হে! বলোনা যে, "আপনারা যা শুনেছেন তা' সর্ব্বৈব মিথ্যা। আমি সমাজের নীতি-বিরুদ্ধ কোন কাজই করি নাই।" লেঠা চুকে যাক্—

সোমনাথ। কেন তা বল্‌বো ? আপনাদের সঙ্গে ব'সে পংক্তি ভোজন করবার জন্যে আমিও তো খুব লালায়িত নই ?

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। কি হয়েছে সোমদা ?

সোমনাথ। কি আর হবে মাধুরী! আমি এইটুকুই আশঙ্কা করে-

ছিলাম। কিন্তু তুমি তা' বুঝ্‌লে না, আমাকে অহঙ্কারী বলে তিরস্কার করলে। যাক্‌গে—এখন আর অনুশোচনা করে লাভ কি? তুমি কিছু মনে করনা বোন্, আমি আসি। আর কোনো গণ্ডগোল না বাধিয়ে, উপস্থিত ব্রাহ্মণ ক'টিকে দেখেশুনে খাইয়ে দাও। বেলা বড় বেশী হয়ে গেছে—

মাধুরী। (হরনাথের হাত ধরিয়া) তুমিও কি চলে যাবে হরনাথ? না—না—(কাঁদিয়া) আমি যে সহ্য করতে পারবোনা সোমদা! হরনাথ—লক্ষ্মীটি আমার এসো আমার কাছে।

হরনাথ। (হাত ছাড়াইয়া) বাঃ আমার বাবাকে তোমরা তাড়িয়ে দিচ্ছ, আমি বুঝি তোমাদের এখানে খাবো? কেন, আমাদের বাড়িতে ভাত নেই—আমরা কি কুকুর?

সোমনাথ। ছিঃ হরনাথ! ও কথা বল্‌তে নেই। দুঃখিত হওনা মাধুরী, ওকেও আমি নিয়ে যাই—সংস্পর্শ-দোষে ওর জন্যেও আপত্তি উঠ্‌তে পারে—আয় হরনাথ— উভয়ের প্রস্থান।

মাধুরী বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল

শিরোমণি। এখন আপনারা বসুন তা'হলে—

স্মৃতিরত্ন। হ্যাঁ এখন বস্‌তে পারি বৈকি—বসো হে তর্কভূষণ বসো—

চিন্তিত ও বিষণ্ণভাবে মাধুরীর প্রস্থান।

তর্কভূষণ। তাইতো স্মৃতিরত্ন! একজন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে অভুক্ত অবস্থায় তাড়িয়ে দিয়ে—নাঃ—আমার কিছুই ভাল লাগ্‌ছেনা।

স্মৃতিরত্ন। কে ব্রাহ্মণ-সন্তান? ও যে একটা ম্লেচ্ছেরও অধম হে!

ওপাষণ্ডটা ৺দেবনাথ রায়ের ঔরসজাত কিনা, সে বিষয়েও আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। ব্রাহ্মণ-সন্তানের কি এমন কুপ্রবৃত্তি হয় ?

তর্কভূষণ। কিন্তু সে যে কথাগুলি বল্‌লো, তার তো কোনো সঙ্গত উত্তর দিতে পারলে না তোমরা ? সত্যিই তো এ সমাজে বহু গুরুতর অনাচার বিদ্যমান, যা' আমরা দেখেও দেখিনা—শুধু কি অস্পৃশ্যদের জল-পান-করাটাই অমার্জ্জনীয় অপরাধ ?

শিরোমণি। কেউ যদি গোপনে কোনো অনাচার করে, আমরা তার কি করতে পারি ? ওর মতো অতি প্রকাশ্যে ও দার্ঢ্য সহকারে কেউ কি কখনো কোনো অনাচার করেছে ? মাথাটা একটু নীচু ক'রে অভিযোগটা অস্বীকার করলেই তো—ফুরিয়ে যেত।

জনৈক ব্রাহ্মণ। আমি তো সে উপদেশটাও দিয়েছিলাম। কিন্তু দেখ্‌লেন না, কী তেজ !

তর্কভূষণ। তা'হলে কি বুঝ্‌বো—যারা যত মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ও শঠ, তারাই তত সু-সামাজিক ? সোমনাথকে আমরা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি—যেহেতু সে মিথ্যা কথা বল্‌তে অশক্ত ? আশ্চর্য্যই বটে !

স্মৃতিরত্ন। ওসব গবেষণা আহারান্তে করা যাবে। এখন এসো হে তর্কভূষণ ! পিত্তকোষের প্রদাহ অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে—আর সহ্য হচ্ছেনা।

তর্কভূষণ। ওই যে হরনাথ-ছোক্‌রাকে তাড়িয়ে দিলে, তার উদরেও পিত্তকোষ আছে—এ কথাটাও একবার ভাবো স্মৃতিরত্ন। শুধু স্বোদর-সর্ব্বস্ব হওয়াটাই ব্রাহ্মণত্ব নয়।

শিরোমণি। একটা কথা তুমি বোঝো তর্কভূষণ ! সোমনাথ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযমী হয়ে উঠেছে ! সামাজিকভাবে তাকে

একটু শাসন করতে না পারলে—এ গাঁয়ে বাস করাই চল্‌বে না। তুমি কি জানোনা, আজ প্রাতে কতকগুলো অস্পৃশ্য ছোট জাতকে নিয়ে এসেছে মন্দিরে ঢোকাতে—কী দুঃসাহস বলো তো ?

পুরোহিত। উনি যে মন্দিরের মালিক !

শিরোমণি। হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওর মালিকত্ব আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি—সে বিষদাঁত শীগ্‌গীরই ভাঙ্‌বো—

মাধুরী একথালা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া লইয়া তাহাদের সুমুখ দিয়া যাইতেছিল

শিরোমণি—ওকি ! কোথায় যাস্‌ তুই ? আমাদের পরিবেশন করবে কে ?

মাধুরী। তোমাদের পরিবেশন করবে আদুরী। আমি যে সোমদার বাড়ি যাচ্ছি বাবা !

শিরোমণি। (সুমুখে বাধা দিয়া দাঁড়াইলেন) বলি, তুই ভেবেছিস্‌ কি ?

মাধুরী। কি আর ভাব্‌বো ? আমার নিমন্ত্রিত একটি ব্রাহ্মণও যদি উপবাসী থাকেন, আমি তো তা'হলে অন্নজল গ্রহণ করতে পারবো না ? আমি যে কাল থেকে উপবাসী !

শিরোমণি। মাধুরী !

মাধুরী। আমার পথ ছেড়ে দাও বাবা ! উপবাসে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপ্‌ছে—আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে।

শিরোমণি। তোকে আমি সে বাড়িতে যেতে দেবো না।

মাধুরী। আমি নিশ্চয়ই যাবো—

স্নানান্তে রসিকের প্রবেশ

রসিক। সরে দাঁড়াও শিরোমণি,—মা-অন্নপূর্ণার গতি-রোধ ক'রনা। তা'হলে এখুনি তার দশপ্রহরণধারিণী সিংহবাহিনী দশভূজা মূর্ত্তি দেখে, ভয়ে শিউরে উঠ্‌বে। যাও মা-জগৎপালিনী! তুমি যাও—কুলপ্লাবিনী মন্দাকিনীর গতি তো কেউ রোধ করতে পারে না শিরোমণি!

মাধুরী চলিয়া গেল, সকলে ভয়ে ও বিস্ময়ে তার গতিভঙ্গী দেখিতে লাগিল

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—দূরে নদী—মাঠের পথ

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—পল্লী-বালিকাগণ—সঙ্গে ভৈরবী। প্রথমে ভৈরবী ও পরে বালিকারা গাহিতেছিল—

জনগণ-জীবন—পুণ্য-তরঙ্গে—
মাতর্গঙ্গে!
কাম্যসমৃদ্ধি ধনজন বৃদ্ধি
সিদ্ধি-প্রদায়িনী জননী।
স্নিগ্ধ সুশীতল তব জল নির্ম্মল
চলে কল-চঞ্চল রঙ্গে—
মাতর্গঙ্গে!
চলে অতি ক্লান্ত পথহারা পান্থ
শ্রান্ত চরণে ওগো জননী
তব কূল বাহিয়া ক্ষুব্ধ তাপিত হিয়া
ধন-জন কিছু নাহি সঙ্গে—
মাতর্গঙ্গে!

ভৈরবী। তোমরা এখন এসো তাহ'লে—

ভৈরবীকে প্রণাম করিয়া সকলের প্রস্থান।

রাইচরণের প্রবেশ

রাইচরণ। আচ্ছা মা ভৈরবী! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। এ গাঁয়ের ছোট-জাত গুলোকে তুমি কেন এমন করে ক্ষেপিয়ে তুলছ মা? এতে তোমার কি লাভ?

ভৈরবী। আমি শ্মশানে বাস করি বাবা! চিতের উপর যখন মরা-মানুষকে পুড়্‌তে দেখি—তখন এই রক্ত-মাংসের শরীরটার ষোল-আনাই যে লোকসান—তা বুঝ্‌তে আমার একটুও বিলম্ব হয় না। শ্মশানে শ্মশানে ঘুরি বলেই লোকসান-সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা এত বেশী হয়ে গেছে যে, আমি এখন লাভের আশায় লোকালয়ে ছুটে এসেছি—শ্মশানে আর ভাল লাগছেনা। আমি বুঝেছি—নর-নারায়ণের সেবা করাই মানব-জীবনের একটি মাত্র পরম-লাভ, যদি সেই সেবার মূলে স্বার্থ-বুদ্ধিটুকু না থাকে।

রাইচরণ। তোমার কথা তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—

ভৈরবী। সেই জন্যেই তো বলি—রাইচরণ, তুমিও নৈশ-বিদ্যালয়ে এসো, বিদ্যা-শিক্ষার কোনো কালাকাল বা বয়োভেদ নাই। মানুষ তার জীবনের শেষ-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একজন বিদ্যার্থী, তুমি এই বৃদ্ধ বয়সেও তোমার চিন্তার স্বাধীনতাটুকু হারিয়ে, নিজের মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাও। নিজের বংশধরদের কল্যাণ যে কিসে হবে—তা ভাবতেও পারনা, বুঝ্‌তেও পারনা—

স্মৃতিরত্নের প্রবেশ

স্মৃতিরত্ন। ও রাইচরণ! বলি ইনিই বুঝি তোমাদের সেই ভৈরবী? ওরে বাপ্‌রে হাতে একটা ত্রিশূলও আছে? আচ্ছা

ভৈরবীঠাকরুণ, সংসার-ধর্ম্মেই যখন মন বসেনি—(রাইচরণ প্রণাম করিল) তখন আর মনুষ্য-সমাজে এসে এসব গণ্ডগোল পাকাচ্ছেন কেন ? শ্মশানে একটা ধুনি জেলে বসে থাক্‌লেই তো ভালো হয়—

ভৈরবী। অস্পৃশ্যদের এই পল্লীটাও কি একটা শ্মশান নয় ঠাকুর মশাই ? শ্মশানে শেয়াল-কুকুর থাকে—আপনাদের অনুগ্রহে এখানেও তো শুধু তাই আছে। এই সব অস্পৃশ্যদের কি আপনারা মানুষ বলে স্বীকার করেন ? "আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং"—এদের সেই পশুত্বের সুযোগ নিয়ে শুধু নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করা ছাড়া—আপনারা কি এদের জন্যে কিছু করে থাকেন ?

স্মৃতিরত্ন। কি করতে বলেন আপনি—

ভৈরবী। এদের যদি হিন্দু বলে স্বীকার করেন—তা'হলে দেব-মন্দিরে এদের প্রবেশাধিকার দিতে আপনারা বাধ্য। হিন্দু কেন হিন্দুর দেবতার পায়ে অঞ্জলি দিতে পারবে না ?

স্মৃতিরত্ন। শুধু মন্দিরে ঢুক্‌লেই কি এরা মানুষ হয়ে যাবে ?

ভৈরবী। নিশ্চয়ই। মন্দির-প্রবেশের অধিকার দিলেই এদের মনুষ্যত্বকে স্বীকার করা হবে যে ! আর তার ফলেই এরা মানুষ হয়ে উঠ্‌বে।

স্মৃতিরত্ন। হুঁ। তাহলে তোমার কথাই ঠিক রাইচরণ ! এ গাঁয়ের সমস্ত অশান্তির মূলেই হচ্ছেন এই ভৈরবী ঠাকরুণ—

ভৈরবী। গাহিলেন—

তোমার সেবায় করবে যারা তিলে তিলে জীবন ক্ষয়,
কোন্ দলিলের বলে তারা তোমার কাছেই ঘৃণ্য হয় ?
ওহে সদাচারী ! তোমার মিথ্যা অহঙ্কার—
সেবক আছে, তাইতো আছে প্রভুর সদাচার !

পায়ের ধুলো নয় বলে সে পদাঘাতের যোগ্য নয়।
ওহে অভিমানী! তোমার মিথ্যা অভিমান—
দীনের মুখের অন্ন বুঝি দাতার দয়ার দান?
দীন দুঃখীরাই অন্নদাতা—অনশনের মৃত্যু ভয়।

প্রস্থান।

রাইচরণ। নাঃ! এই ভৈরবী ঠাকুরুণ এ গাঁয়ে একটা অনর্থ না ঘটিয়েই ছাড়বেন না—কি অশান্তি! কী অশান্তি!

স্মৃতিরত্ন। তাইতো, ভৈরবী যে বড্ডই বাড়াবাড়ি করতে আরম্ভ করেছে—চলো রাইচরণ! এ সম্বন্ধে একটা-কিছু করা দরকার—

উভয়ের প্রস্থান।

অর্দ্ধেক দাড়ি কামানো ও মাথায় ঝাঁকা নটবরের প্রবেশ
তাহাকে বাধা দিয়া রামকানাইয়ের প্রবেশ

রামকানাই। এই যে নটবর! আমি একটা কেষ্ট-যাত্রার দল করিছি—তোমাকে কেষ্ট-ঠাকুর সাজাবো। একি! তোমার মুখখানার এ অবস্থা কে করলে? একপাশের দাড়ি রাখলে কেন? দু'-পাশই কামিয়ে ফেল—কামিয়ে ফেল—

নটবর। পথ ছেড়ে দাও ভাই—শালারা আমাকে যে মার মেরেছে, —চোখে এখন অন্ধকার দেখছি—এ যাত্রায় যদি বাঁচি তবে তো তোমার কেষ্ট-যাত্রা?

রামকানাই। শোনো—আমিই সাজ্‌বো শ্রীরাধিকা—

গান

(নটবরের গলা জড়াইয়া) তুমি আমার কেষ্ট-ঠাকুর—আমিই তোমার শ্রীরাধিকে!

নটবর। আঃ আমায় ছেড়ে দে ভাই—আমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা উহুহুহু— প্রস্থান।

রানকানাই। দুঃশালা! তুই একেবরেই বেরসিক। অন্য লোক দেখি— প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সোমনাথের বাড়ি ও তৎ সংলগ্ন প্রাঙ্গণ

কাল—অপরাহ্ন

দৃশ্য—একটা কুঠুরীর রোয়াকে লালপেড়ে শাড়ী পরিয়া শ্যামাঙ্গিনী অতি চিন্তিত ভাবে বসিয়া ছিলেন। বাজারের জিনিষ মাথায় লইয়া এক পাশের দাড়ি কামানো অবস্থায় নটবরের প্রবেশ। মাথার জিনিষপত্র নাবাইয়া রাখিয়া সে গামছার সাহায্যে বাতাস খাইতেছিল।

শ্যামা। ওকি নটবর! তোমার মুখখানার ও অবস্থা কে করলে—?

নটবর। সে কথা আর কি বল্‌বো মা! শুধু কি মুখের অবস্থা? পিটখানার অবস্থাও খুব শোচনীয়। শালারা এমন মার মেরেছে যে দু'চার দিন বিছানায় পড়ে না থাক্‌লে, গায়ের ব্যথাই সারবে না।

শ্যামা। কেন, কেন, কে মেরেছে তোমাকে?

নটবর। তাদের আর দোষ কি—আমারই বুদ্ধির ত্রুটি, গ্রহের ফের! কেন যে এমন কুবুদ্ধি হল আমার—দাড়ি না হয় নাই কামাতাম—উঃ!

শ্যামা। কি হয়েছে তাই বলো না?

নটবর। কি আর হবে মা—এক শালা নাপিতের কাছে খেউরি হ'তে গিয়েছিলাম। জাত ভাঁড়িয়ে আমার নাম বলেছিলাম—কছিমদ্দি সেখ—সেও কামিয়ে দিচ্ছিল—এমন সময় শিরোমণি ঠাকুর আমাকে ডাকলেন—"ওরে ও নটবর!"—আর যাই কোথা? শালা নাপিত তো রুখে উঠ্‌লো আমার উপর—আমিও বেকুব!

শ্যামা। তুমি কেন তোমাকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়েছিলে?

নটবর। তোমাদের বামুন-কায়েতের পরামাণিকরা তো আমাদের মুখে ক্ষুর ছোঁয়ায় না, কিন্তু মুসলমানের মুখে ছোঁয়ায়। আমরা হিন্দু হলেও ছোট জাত কিনা?

শ্যামা। কিন্তু তারাও তো হিন্দু-পরামাণিক?

নটবর। হ্যাঁ হ্যাঁ, সে সব কথা বুঝি তুমি জান না মা? হা-হা-হা —তুমি নেহাৎ ভাল মানুষের মেয়ে, তাই তুমি আমাকে বারান্দায় বসিয়ে দুটো খেতে দাও। কিন্তু ওই শিরোমণি-ঠাকুরের বাড়িতে উঠানে বসে, সকলের পাতকুড়োনো ডাল-তরকারি আর হেঁসেলের বাসি-পচা পান্তা-ভাত দু'বেলা খেয়েছি। আমরা যে ছোট জাত!

শ্যামা। ছোট জাত হলেও তোমরা তো মানুষ? এ কি অন্যায় ব্যবহার তোমাদের ওপর?

নটবর। বড্ডই মেরেছে আমাকে। হাড়ের ভেতর থেকে কাঁপিয়ে জ্বর আস্‌ছে—আমি আজ আর কিছুই খাব না মা। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি— প্রস্থান।

শ্যামা। একি অত্যাচার! আমাদের পরামাণিকরা কছিমদ্দিকে কামাতে পারে, কিন্তু নটবর বিশ্বাসকে কামাতে পারে না? কি আশ্চর্য্য!

হরনাথের হাত ধরিয়া সোমনাথের প্রবেশ

সোমনাথ। (দূর হইতে) কাকীমা! (দেখিয়া) এ কি কাকীমা?

শ্যামা। বাবা সোমনাথ! তোমার কাকা এখনো জীবিত আছেন। বিধবা বেশে আর তো তার অকল্যাণ করতে পারিনা?

সোমনাথ। সে কি, কে বললে?

শ্যামা। আমি তার সন্ধান পেয়েছি—

সোমনাথ। সন্ধান পেয়েছ? কোথায়? আমি যে তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি নে—কাকীমা!

শ্যামা। সব কথাই তোমাকে বুঝিয়ে বলছি—তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো—

হরনাথ। বাঃ আমাকে খেতে দেবে না? আমার যে বড্ডই খিদে পেয়েছে ঠাকুমা!

শ্যামা। সেকি সোমনাথ! এখনো তোমাদের খাওয়া হয়নি নাকি? বলো কি, বেলা যে আর নেই—

সোমনাথ। আমি আর কিছুই খাবনা এখন। হরনাথকে কিছু খাবার এনে দাও কাকীমা!

শ্যামা। কেন? তোমাদের নেমন্তন্ন রয়েছে যে—তোমরা সেখানে যাওনি বুঝি? যাও, যাও, আহা না গেলে মাধুরী ভারি দুঃখিত হবে। সে আমাকে বার বার করে বলে গেছে—তোমাকে আর হরনাথকে অবিশ্যি অবিশ্যি পাঠিয়ে দিতে—

হরনাথ। বাঃ আমরা যে মাধু-পিশির বাড়ি থেকেই ফিরে এলাম। তার সেই টিকিওলা বাবাটা আমাকে শালা বলে গালাগালি দিল,

কান মলতে চাইল, তারপর আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরাই খেতে বস্‌লো।

শ্যামা। সে কি কথা সোমনাথ?

সোমনাথ। আমি অনাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল ব'লে আজ থেকে শিরোমণি-মশাই আমাকে সামাজিক ভাবে বর্জ্জন করলেন। সে সব কথা এখন থাক্। আগে বলো কোথায় তুমি কাকার সন্ধান পেয়েছ —আমার মন যে অত্যন্ত অধৈর্য্য হয়ে উঠেছে কাকীমা!

শ্যামা। তিনি নিজেই এখানে এসেছিলেন।

সোমনাথ। নিজেই? কিন্তু, তিনি যে উন্মাদ ছিলেন!

শ্যামা। এখন আর উন্মাদ নেই। হপ্তাখানেকের ভেতরেই তিনি এসে তোমার সঙ্গে দেখা করবেন, ও সব-কথা তোমাকে বুঝিয়ে বল্‌বেন। তুমি বেশী ব্যস্ত হয়ে পড় না সোমনাথ! তা'হলে তার খুব ক্ষতি হবে।

সোমনাথ। আশ্চর্য্য বটে। আচ্ছা আমরা যে তাঁর শ্রাদ্ধাদি সেরে ফেলেছি—একথাও কি শুনেছেন?

শ্যামা। হ্যাঁ শুনেছেন।

সোমনাথ। শুনেছেন? উঃ কাকীমা! শিরোমণি-ঠাকুর যে কতদিক দিয়েই শত্রুতা সাধন করছেন—

শ্যামা। শিরোমণির অপরাধ কি বাবা? কেউ যদি দ্বাদশ-বৎসরের বেশী নিরুদ্দিষ্ট থাকেন, তবে তার শ্রাদ্ধশান্তি করতে হয়। আমি জানি এ ব্যবস্থা শাস্ত্রেই আছে।

সোমনাথ। আচ্ছা, তুমি কি সে কথাটা জিজ্ঞাসা করেছিলে? তিনি নাকি বিষয়-সম্পত্তি সবই শিরোমণি-ঠাকুরকে লিখে দিয়েছেন—

শ্যামা। হ্যাঁ জিজ্ঞাসা করিছি। কিন্তু—উন্মাদ-অবস্থায় তিনি যে কি করেছেন বা না-করেছেন, তাতো এখন কিছুই মনে নেই তাঁর? তাই তিনি আরো সাতদিন লুকিয়ে থেকে শিরোমণির কাজকর্ম লক্ষ্য করবেন। মোটের উপর উকিলের সঙ্গে পরামর্শ না করে, আত্মপ্রকাশ করবেন না।

হরনাথ। আমার যে বড্ডই খিদে পেয়েছে ছোট্ ঠাকুমা!

শ্যামা। চলো দাদু, আগে আমি তোমাকেই খেতে দি'—

মাধুরীর প্রবেশ

মাধুরী। না, না, এই যে আমি ওদের ভাত নিয়ে এসেছি, তুমি এখানে একটু ঝাঁট্ দিয়ে দাও না—কাকীমা! আমি ভাতের থালাটা রাখি।

শ্যামা ঝাঁট্ দিলেন

সোমনাথ। কি ছেলেমানুষীই যে করছ মাধুরী! তোমার এ সব পাগ্‌লামো দেখ্‌লে লোকে কি বল্‌বে?

মাধুরী। দেখো সোমদা! আমাকে আর যা' তা' বলো না, আমি আর সহ্য করতে পারব না। এখুনি এই ভাতের থালা আছ্‌ড়ে ফেলে ছিষ্টি এঁটো করে দেবো—চীৎকার ক'রে কাঁদ্‌বো।

শ্যামা। ওমা, তুই বলিস্ কি মাধুরী! কি হয়েছে তোর? চোখ দু'টো যে জবাফুলের মত রাঙা হয়ে উঠেছে—

মাধুরী। (নিজেই ঘর হইতে একখানা আসন আনিয়া পাতিল একগ্লাস জলও রাখিল) সোমদা! উঠে এসো—

সোমনাথ। আমার খিদে নেই মাধুরী! যা' হরনাথ, তুই দু'টো খেয়ে নে।

মাধুরী। তুমি খাবেনা তা'হলে—বলো? (কাঁদিয়া) সোমদা! আমার জন্যেই তোমার সর্ব্বনাশ হয়েছে—একথা আমি ভুলতেই পারিনে। তোমার পায় পড়ি, আমাকে আর শাস্তি দিওনা—আমি আর সইতে পারিনে।

শ্যামা। (নিকটে আসিয়া) মাধুরী কি বল্‌ছে সোমনাথ?

সোমনাথ। (হাসিয়া) ওর মাথা খারাপ হয়েছে কাকীমা! ও যে কি বল্‌ছে তা' ও নিজেই বুঝ্‌তে পারছে না।

শ্যামার কোলের মধ্যে মাধুরীর চোখমুখ বিবর্ণ হইয়া গেল—সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল

শ্যামা। মাধুরী, মাধুরী, একি মাধুরী যে কেমন হয়ে পড়ল—

সোমনাথ ব্যস্তভাবে বারান্দা হইতে জলের গ্লাস লইয়া তাহার চোখেমুখে জল দিলেন

সোমনাথ। সারাদিন উপবাসী থেকে—অত্যন্ত পরিশ্রম করেছে—এখন সামান্য উত্তেজনাও সহ্য করতে পারছে না।

মাধুরী। উঃ আমার বুকটা শুকিয়ে গেছে, আমাকে একটু জল—

সোমনাথ। (জলের গ্লাস মুখের কাছে ধরিলেন—)

মাধুরী। (জলের গ্লাস দূরে ঠেলিয়া দিয়া সোমনাথের মুখের দিকে চাহিল) তুমি ভাত ক'টা খেয়েছ সোমদা? (রোয়াকে দেখিল ভাত তেমনিই পড়িয়া আছে) আমার ব্রাহ্মণ ভোজন না হ'লে তো আমি জলস্পর্শও করতে পারবো না—আমি আসি তা' হলে—

সোমনাথ। না না এই যে আমি খেতে বসেছি—তুমি একটু বিশ্রাম করে যাও, নইলে রাস্তায় পড়ে মরবে যে—

সোমনাথ হরনাথকে সঙ্গে লইয়া পেছন ফিরিয়া আহারে বসিল

মাধুরী। আচ্ছা সোমদা! তোমাকে একটা কথা বল্‌বো? মনে কিছু করবে না?

সোমনাথ। কি?

মাধুরী। আমার বোন্‌ আদুরীকে তুমি বিয়ে করো না?

সোমনাথ। আমার মত অনাচারী ও উচ্ছৃঙ্খলের হাতে তোমার বাবা কি আদুরীকে দেবেন? আমি যে তোমাদের সমাজে অচল। (হাসিল)

মাধুরী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল

দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। এই যে ঠাকুরদা! শুন্‌ছি নাকি শিরোমণি-ঠাকুর তোমাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে অপমান করেছে—নেমন্তন্ন করে তাড়িয়ে দিয়েছে?

সোমনাথ। তোমাকে এ সংবাদ কে দিলে—দুলাল?

দুলাল। সেই গেঁজেল ঠাকুরেব মুখে শুন্‌লাম।

সোমনাথ। কাউকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে অপমান কর্‌লে, সে অপমানটা হয় কার দুলালচাঁদ? সত্যি বল্‌তে—অপমানিত হয়েছেন আজ শিরোমণি মশাই নিজে। আমি তো হইনি?

মাধুরীর প্রস্থান

দুলাল। যাই বলো ঠাকুরদা, আমাদের এই পাঁচখানা গাঁয়ের চাষালোকে তোমাকে যেরূপ ভালবাসে, তাতে তোমার এই অপমানের কথা প্রকাশ হয়ে পড়্‌লে—কেউ হয়তো ও টিকিওলা-ঠাকুরকে পথে-

ঘাটেই অপমান করবে। ক'জনকে সাম্‌লাবে তুমি? সবাই তো আর দুলালচাঁদ নয় যে—তোমার অনুমতি ছাড়া হাতখানাও তুল্‌বে না?

সোমনাথ। না, না, দুলালচাঁদ তুমি সবাইকে বুঝিয়ে দিও—অপমানের প্রতিশোধে অপমান করতে নেই। ক্ষতিকারীর ক্ষতি করলে তার ক্ষতি-করবার প্রবৃত্তিটাকেই বাড়িয়ে দেওয়া হয়—

রসিকের প্রবেশ—কিছু পূর্ব্বেই আড়ালে দাঁড়াইয়া কথা কয়টা শুনিয়াছিলেন—রসিককে আসিতে দেখিয়া শ্যামা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন—এবং সোমনাথ না-দেখিয়া হাতমুখ ধুইতেছিলেন।

রসিক। তা'তো বটেই। তোমার পরিবারটিকে যদি কেউ কেড়ে নিয়ে যায়—তা'হলে বুঝ্‌লে দুলালচাঁদ! তা'হলে আর একটি বিবাহ ক'রে সেটিকেও পাঠিয়ে দিও সেই লম্পটের কাছে। এই হচ্ছে—তোমাদের ঠাকুরদার উপদেশের মর্ম্মার্থ। তুমি যে একজন "কীর্ত্তনীয়া—সদা—হরি" তা'তো জান্‌লাম না ভায়া! গলায় দড়ি দিয়ে মরতে পার না? তুমি কি মানুষ?

সোমনাথ। কেন, কি হয়েছে রসিকদা!

রসিক। আমি সব শুনিছি মাধুরীর কাছে। ছিঃ তুমি কি মানুষ? অপদার্থ—নিবীর্য্য যুবক! তুমি দেশের কাজ করতে এসেছ? নিজের কাপুরুষোচিত দুর্ব্বলতাকে গোপন করে—কতকগুলো ভাবোন্মাদনা নিয়ে পড়ে আছ? একটি স্ত্রীলোকের প্রতি অমর্য্যাদা বা অপমানের প্রতীকার করতে গিয়ে, তুমি যদি আজ ফাঁসিকাঠে ঝুল্‌তে—তাহলেও দেশের একটা বড় কাজ হত। একদিকে যেমন লম্পটগুলো ভয় পে'ত, অন্যদিকে তেমন তোমার ভবিষ্যৎ-বংশধরদের স্নায়ুশক্তিও বৃদ্ধি হত। এত বড় একটা অন্যায়কে সহ্য করে—তোমার এই দেশসেবার প্রবৃত্তিকে

আমি ভণ্ডামি ছাড়া কিছুই বল্‌তে পারি না। হয় মানুষের মত মেরুদণ্ড শক্ত করে দাঁড়াও! আর না হয়, আমার মত দু'কল্‌কে গাঁজা টেনে চুপচাপ ঘরে বসে থাকো। ভণ্ডামি করনা, ভায়াহে—তাতে কোনো বড় কাজ হয় না।

সোমনাথ। রসিকদা! আপনি কি বল্‌তে চান্—কুকুর যদি আমাকে কামড়ায় তাহলে আমিও কুকুরকে কাম্‌ড়াবো? কুকুরকে পোষ-মানানোই তো মানুষের কাজ।

রসিক। আরে যাও, যাও, তুমি যে এমন অপদার্থ তা' আমি জান্‌তাম না। ছিঃ! যাক্ সে কথা—এখন মাধুরী মনে করে—তোমাব এই অনিষ্টের জন্যে দায়ী সে। তা' কি তুমি জানো?

সোমনাথ। জানি, কিন্তু এরূপ মনে করা তার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায়।

রসিক। তবু সে মনে করে। এবং সেই কারণেই তার মনে বড় অশান্তি।

সোমনাথ। তাও আমি জানি, কিন্তু উপায় কি?

রসিক। তার বোন্ আদুরীকে তুমি বিয়ে করো না? আদুরী মেয়েটি তো মন্দ নয়?

সোমনাথ। কিন্তু এ প্রস্তাবটা করছেন কে? যাঁর মেয়ে তাঁর কাছে কি কিছু শুনেছেন?

রসিক। না, তা' শুনিনি—তবে মাধুরী বল্‌ছে—যে উপায়েই হোক্ সে তার বাপ্‌কে রাজি করাবে, এইমাত্র পথে দেখা হয়েছিল—এই কথাই সে আমাকে বলে গেল।

সোমনাথ। তাকে আপনি বুঝিয়ে বল্‌বেন—আদুরীকে আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না। এ প্রস্তাব যেন সে আর না করে।

রসিক। কেন ?

সোমনাথ। আচ্ছা রসিকদা! আপনিই বলুন তো, বিবাহের প্রয়োজনটা কি আমার চেয়েও মাধুরীর অনেক বেশী নয় ?

বসিক। আরে ভায়া, তোমার ওসব উৎকট খেয়ালের কথা এখন রেখে দাও—যা' হবে না, বা হতে পারে না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি আমার নেই! এক গণ্ডুষ জলে যেখানে জাত্যন্তর ঘটে, সেখানে ওসব বাজে আলোচনায় ফল কি ?

সোমনাথ। বয়সে মাধুরী আমার চেয়েও অনেক ছোট। আমার একটি পুত্র আছে—কিন্তু মাধুরী নিঃসন্তান! আমি কেমন করে—সেই বিধবার চোখের উপর তারই ছোট বোন্ আদুরীকে বৌ সাজিয়ে আদর করবো ? মানুষ কি এতখানি নির্লজ্জ হ'তে পারে ?

রসিক। কেন পারবে না ভায়া! স্বয়ং তাব বাবা শিরোমণি নিজেই পারে। রামদাস কবরেজের বাতারি-তৈলমর্দ্দনে যদি তার বাতবোগটা নির্দ্দোষভাবেই সেরে যায়, তা'হলে হয়তো দেখ্‌বে ফিরে —বোশেখেই শিবোমণি একটি তরুণীর পাণিপীড়ন করেছেন। মাধুবী তো তখন চোখ বুজে থাক্‌বে না ? থাক্‌বে কি ?

সোমনাথ। এমন নির্লজ্জ যে হতে পারে সে হোক্—আমি পারবো না রসিকদা!

রসিক। এটা যে তোমার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে হে ভায়া! যার মেয়ে সেই যদি পারে—

সোমনাথ। হতে পারে—তিনি একটী পশু!

রসিক। হুঁ। বুঝ্‌তে পেরেছি। ভায়াহে—তুমি একটা লোটা-কম্বল নিয়ে বনে যাও—আর না হয়, কোট্-প্যান্টালুন পরে সহরে গিয়ে

বাস করো। শুন্‌তে পাই সহরগুলো নাকি তোমার ওইসব উৎকট মতবাদ নিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। কিন্তু পাড়াগাঁয় এখনো টিকি-নামাবলী আর পৈতের শাসন। মিছেমিছি কেন ওই মেয়েটার সর্ব্বনাশ করবে?

সোমনাথ। কি বল্‌ছেন আপনি?

রসিক। আমি ঠিকই বল্‌ছি। আমার মাথার সব চুল যে পেকে গেছে! ভুল বুঝ্‌বার বয়স তো আমার নয়? ভায়াহে! তুমি যদি আজ আদুরীকে বিয়ে না করো—তাহলে আমি এ কথাটা ঠিকই বুঝবো যে—মাধুরীর উপর তোমার সহানুভূতিটা একেবারেই মৌখিক! আন্তরিক ইচ্ছাটা হচ্ছে তার সর্ব্বনাশ করা।

সোমনাথ। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে—

রসিক। মিছে কথা ব'লো না। তুমি জানো, মাধুরী তোমাকে কতখানি ভালবাসে, ও ভক্তি করে! তুমিই তার ধর্ম্মরক্ষা করেছ ব'লে—সে তার প্রাণটাকে যেন অঞ্জলি ভ'রে তোমার পায়েই নিবেদন করতে পারলে কৃতার্থ হয়—একথাও তুমি জানো? তবু তুমি তার শুভাশুভ দেখ্‌ছনা—তাকে ঋণমুক্ত ক'রে নিষ্কৃতি দিচ্ছ না।

সোমনাথ। আপনার এ বড় অদ্ভুত অভিযোগ!

রসিক। অদ্ভুতই বটে। দেবতার পায়ের নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র মেয়েটি, তাই বড় দুঃখ হয়। হতভাগ্য সে, যে ওকে বিধবা ক'রে স্বর্গে গেছে। তুমি বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, যা ভাল বোঝো করো। কিন্তু সাবধান—যে শিরোমণিকে আজ পশু ব'লে ঘৃণা করছ—তার চেয়েও বেশী পশুত্বের পরিচয় যেন তুমি নিজে না দাও—(দুলালের ইঙ্গিতে নটবর তামাক দিয়া গেল। রসিক জল ঢালিয়া ফেলিয়া শুক্‌নো হুঁকো টানিতে লাগিলেন)

সোমনাথ। আপনিও মানুষকে এত ঘৃণা করেন রসিকদা!

রসিক। না হে ভায়া, আমি কাউকে ঘৃণা ঠিণা করিনা—আমাকে তুমি রক্ষে কর। জানোই তো আমি একটু গাঁজা খাই—তাই এই শুক্‌নো হুঁকোয় তামাক টান্‌লে বেশ একটু আরাম পাই! মনে হয় যেন গাঁজাই খাচ্ছি! (খানিক কাশিয়া) ওরে ও নটবর! তোর এ তামাক তো দেখ্‌ছি গাঁজার বাবা! তোর বাবু কি এই তামাক খায়?

সোমনাথ। আপনি কি জানেন না রসিকদা! আমি তামাক-টামাক খাই না?

রসিক। তামাক তুমি খাও-বা-না-খাও—এই তামাক যদি তোমার ঘরে থাকে, তা'হলে আবগারী পুলিশ তোমাকে নিশ্চয়ই ধরবে! ওরে বাপ্‌রে—আমার গাঁজা-খাওয়া-মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়েছে—(হুঁকোটা নটবরের হাতে দিয়া) আমি এখন আসি তা'হলে ভায়া! কাল আবার দেখা হবে।

প্রস্থান।

শ্যামা গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে আসিলেন

শ্যামা। বাবা সোমনাথ! আদুরী তো বেশ ভাল মেয়ে—তুমি তাকেই বিয়ে করনা? তাহলে সব দিকেই ভালো হবে, ঠাকুরপোর সঙ্গে তোমার বিবাদটাও মিটে যাবে।

সোমনাথ। আদুরী যে মন্দ মেয়ে তাতো আমি বলিনি? তবে বিধবা মাধুরীর চোখের উপর আমি কিছুতেই তার বোন্‌ আদুরীকে বৌ সাজাতে পারবো না।

শ্যামা। বাবা, একটা কথা আমাকে সত্যি বল্‌বে?

সোমনাথ। কি ?

শ্যামা। বৌমার মৃত্যুর জন্যে যে মাধুরীই দায়ী—এ কথার মানে কি ? কেনই বা মাধুরী তোমাকে একটা বিয়ে দেবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ?

সোমনাথ। দেখো কাকীমা! তোমাদের বিচারে খুব অন্যায় হলেও—আমি জানি—মাধুরীর মনে একটা গোপন-দুর্ব্বলতা আছে। বিবাহের তিন মাস পরেই সে বিধবা হয়েছে। তার স্বামী ছিল অতি উচ্ছৃঙ্খল মাতাল—মদ খেয়ে দিনরাত জমিদারের কাছেই পড়ে থাকৃতো, ঘরের বৌকে একটা দিনের জন্যও সুখী করেনি সে। তাই মাধুরীর মনে, স্বামী-সোহাগের একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে,—যা' সে অস্বীকার করে চলৃতেই চেষ্টা করে। নিজের প্রয়োজন-বোধটাকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মানেই হচ্ছে আত্মপ্রতারণা করা—(মাধুরী প্রবেশ করিয়া পেছন হইতে শেষ কথাগুলি শুনিয়াছিল)

মাধুরী। সোমদা !

সোমনাথ। (লজ্জায় জিভ কাটিয়া) আমার এ গোপন মন্তব্যটা চুরি করে শোনা, উচিত হয়নি তোমার। লোকে তো সব কথা কিছু —সব কানের জন্যেই বলে না ?

মাধুরী। কিন্তু যার কথা, তার কানকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করা যে খুবই অন্যায় ? তুমি যে আমাকে এত হীন বা নীচ মনে করো, চুরি করে না শুনৃলে, বোধ হয় আমি তা' জানৃতেই পারতাম না।

সোমনাথ। নিশ্চয়ই না। তুমিই বা আমাকে এত উদার ও মহৎ মনে কর কেন ? মাধুরী! যার কথা, তার কাছেই বলৃতে পারা তো কম মহত্ত্বের পরিচয় নয় ?

মাধুরী। বিয়ের জন্যে তোমাকে আমি আর কখ্খনো কোনো অনুরোধ করবনা।

সোমনাথ। তা'হলে আমার গোপন-মন্তব্যটা শোনা, তোমার পক্ষে খুব ভালই হয়েছে—মাধুরী, আমিও রক্ষে পেয়েছি—

মাধুরী। আমি আজই নবগ্রামে যাচ্ছি সোমদা?

সোমনাথ। কেন? আমার উপর অভিমান করে?

মাধুরী। তোমার উপর আমার কিসের অভিমান সোমদা? নব-গ্রামে আমার শ্বশুর বাড়ি, আমার স্বামীর ভিটে! সেখানে গিয়ে যদি আমি উপবাসেও পড়ে থাকি, তবুও সে আমার স্বর্গ!

শ্যামা। নিশ্চয়ই, এ কথাটা মাধুরী বল্‌তে পারে। ওর মত সুবুদ্ধি মেয়ে তো আমি এ গাঁয়ে আর একটীও দেখিনা।

সোমনাথ। (স্বগত) তাই তো মাধুরী, তুমি যদি এখন নবগ্রামেই ফিরে যাবে, তাহলে এ সেতুবন্ধনের আবশ্যক ছিল কি? আমার মনে হয়—এখন শুধু 'পাতাল প্রবেশ' ছাড়া তোমার আর কোনো অভিনয়ই বাকি নেই।

মাধুরী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল

শ্যামা। ওকি, মাধুরী কাঁদ্‌ছে কেন? তোমাদের কোনো কথাই যে আমি বুঝ্‌তে পারছিনা সোমনাথ!

মাধুরী। না, না, জ্যেঠাইমা, আমি কাঁদছি না—কেন, আমার কি হয়েছে যে আমি কাঁদ্‌বো? তুমি কিছু মনে করনা, আমি আসি—

প্রস্থান।

চিন্তিতভাবে অন্যদিকে সোমনাথের প্রস্থান।

নটবরের প্রবেশ

নটবর। মা! দাদাবাবুর ক্ষুরের বাক্সটা আমাকে একবারটি দাওনা—আমি বাকি দাড়িটা কামিয়ে ফেলি—মুখে বড় অস্বস্তি বোধ হচ্ছে—

শ্যামা। তুই বলিস্ কি নটবর? তোর দাদাবাবুর ক্ষুরের বাক্সোটা তোকে দেব? তার ক্ষুর দিয়ে তুই দাড়ি কামাবি?

শিরোমণির প্রবেশ

শিরোমণি। তা কামাবে বৈকি—বৌ ঠাকরুণ! নটবর তো আর অনাচরণীয় নয়?

নটবর। নাঃ এ ঠাকুর আমার পেছনে ফিঙের মত লেগেই আছে—(ভেঙাইয়া) প্রস্থান।

শ্যামা। ঠাকুরপো! সোমনাথের সঙ্গে তোমার বিবাদটা মিটিয়ে ফেল না—আমার মনে বড়ই অশান্তি।

শিরোমণি। সোমনাথের সঙ্গে আমার কিসের বিবাদ বৌঠাকুরুণ? লোকনাথদা জান্‌তেন—তার ভ্রাতুষ্পুত্রটি হবে একটি ঘোর অনাচারী ম্লেচ্ছ! ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব মান্‌বে না, লঘুগুরু ভেদ উঠিয়ে দেবে, মানীর মান খর্ব্ব ক'রে ফেল্‌বে। তাই তিনি তার বিষয়-সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভারটা আমার উপরেই রেখে গেছেন—কিন্তু বৌঠাকরুণ, তুমি তো তা বুঝ্‌লে না, অনাচারী সোমনাথের কুপরামর্শে আজ স্বর্গীয় লোকনাথদার মুখে চুণকালি দিতেও ত্রুটি কর্‌লে না।

শ্যামা। কেন, কেন, ঠাকুরপো! আমি কি করিছি?

শিরোমণি। আর কি করবে? হিন্দুঘরের বিধবা তুমি। লজ্জা-

সরমের মাথা খেয়ে শাঁখা-সিন্দুর প'রে বসে আছে! মামলা-মোকর্দ্দমা অনেক দেখিছি—বা অনেক করিছি—কিন্তু বিধবা মা-খুড়িকে সধবা সাজিয়ে মামলা জিত্‌বার ফন্দিটা খুবই নতুন বটে! বলিহারি আধুনিক শিক্ষার গুণ! বাবাজী-আমার খুব দেখালে যা হোক—

শ্যামা। ঠাকুরপো তোমার দাদা বেঁচে আছেন—

শিরোমণি। আমিও তো তাই বল্‌ছি—সোমনাথই না হয় ইংরিজি লেখাপড়া শিখেছে—সে এখন অখাদ্যও খেতে পারে, বিধবারও বিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তুমি তো রামলোচন পণ্ডিতের মেয়ে? তুমি কি করে পারলে?

শ্যামা। আমার কথা বিশ্বাস কর ঠাকুরপো—তোমার দাদা এখনো বেঁচে আছেন।

শিরোমণি। কিন্তু লোকে কি বল্‌ছে তা শুনেছ?

শ্যামা। কি বল্‌ছে?

শিরোমণি। লোকে বল্‌ছে—সোমনাথ একটা মামলা করবেই এবং সে মামলা জিতবেই। সে যখন জাতিভেদ মানেনা, বা বিধবা-বিবাহ দিতেও তার মতে আটকায় না, তখন সে নিশ্চয়ই কোনো বিশ্বাসের পোকে আদালতে দাঁড় করিয়ে 'খুড়োমশাই' বলে পরিচয় দেবে। হাহাহাহা—

শ্যামা। ছিঃ ঠাকুরপো! তুমি কি বল্‌ছ?

শিরোমণি। আমি আর কি বল্‌বো বৌঠাকুরুণ! লোকে আরো যা' বল্‌ছে তা' মুখে আন্‌তেও পারিনা।

শ্যামা। (অস্থিরভাবে) ঠাকুরপো! তুমি এখন যাও এখান থেকে—আমি আর কিছুই শুন্‌তে চাই না—আমার অন্য কাজ আছে।

শিরোমণি। যাচ্ছি, কিন্তু আমার উপর রাগ কর না বৌঠাকরুণ! লোকনাথদার কথা মনে পড়লে বুকটা ফেটে যায়—সহ্য করতে পারিনে। তাই, যে সব মর্ম্মান্তিক কুৎসার কথা শুনছি—তা' তোমাকে একটু না জানিয়ে পারলাম না—আসি তা'হলে—

প্রস্থান

শ্যামা। হরনাথ! হরনাথ!

নেপথ্যে। আমায় ডাকছ কেন ছোট্‌ঠাকুমা, আমি হাসিখুসি বই পড়ছি—

শ্যামা। লক্ষ্মী দাদু আমার—খুব শীগ্‌গীর এদিকে এসে একটা কথা শোন্—

হরনাথের প্রবেশ

শ্যামা। মন্দিরে গিয়ে সেই সন্ন্যাসী-ঠাকুরকে বল্‌বি—ঠাকুমা তোমাকে ডাকছে—এখুনি—যেন দেরি না হয়। যাবি, আর সঙ্গে নিয়ে চলে আস্‌বি!

হরনাথ। বাঃ, তাঁকে এখন পাব কোথায়? তিনি তো এখানে নেই—

শ্যামা। (স্বগত) হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি তো আজই সহরে যাবেন বলেছিলেন—তা'হলে এখন উপায়? সাতদিন এইভাবে সধবা সেজে থাকলে, এ গাঁয়ের মানুষগুলো তো আমাকে বাঁচতে দেবে না—যা' তা' কুৎসা রটাবে। না, না, আমি তো তা, সহ্য করতে পারবো না। কিন্তু, কিন্তু কি করবো?

তর্কভূষণকে সঙ্গে লইয়া সোমনাথের প্রবেশ

শ্যামা ঘরে ঢুকিলেন

সোমনাথ। আসুন, আসুন তর্কভূষণকাকা। হরনাথ! একটা বস্‌বার আসন নিয়ে আয় তো— হরনাথের প্রস্থান।

স্মৃতিভূষণ। তোমার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি—হিন্দুর দেবতার কাছে কোনো হিন্দুই যে অস্পৃশ্য হতে পারে না এ কথাও আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমরা তো দেবতা নই—মানুষ। যে নোংরা বা অপরিস্কার, তাকে তো আমরা ঘৃণা না করে পারি না বাবাজী!

সোমনাথ। আপনার ছেলেটি যদি সর্ব্বাঙ্গে মলমূত্র মেখে ব'সে থাকে, তাহলে আপনি কি তাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেন—না ধুয়ে মুছে কোলে তুলে নেন। নোংরামিকে আপনি ঘৃণা করতে পারেন, তর্কভূষণকাকা, কিন্তু যে নোংরা সে তো আপনার ঘৃণার পাত্র নয়?

তর্কভূষণ। তা' বল্‌তে পার। তবে হিন্দুর অস্পৃশ্যতার সংস্কারটা তো বাইরের জিনিষ নয়—জন্মগত-বর্ণবিচারের উপরেই তার ভিত্তি। অতএব আমি যদি বলি—এ জন্মে যে অস্পৃশ্য হয়ে জন্মেছে—সে যদি খুব সদাচার ও সুবুদ্ধি-পরায়ণ হ'য়ে জীবন কাটাতে পারে—তাহলে পরজন্মে নিশ্চয়ই বামুন-কায়েতের ঘরে জন্মাবে?—আমরা যে জন্মান্তরবাদী! (হরনাথ আসন আনিয়া পাতিল)

সোমনাথ। তা'হলে একজন অন্ধকে চক্ষুদান করা ডাক্তার-কবরেজদের পক্ষে খুবই অন্যায় কাজ—না? যে লোকটা অন্ধ—আপনার মতে, তার অন্ধ থাকাই উচিত! কারণ পরজন্মেই যখন চক্ষুলাভ হবে, তখন আর এ জন্মে ভাব্‌নাটা কি তার? আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনি জন্মান্তর বল্‌ছেন কাকে—তর্কভূষণকাকা? শুধু দেহান্তরই

তো একমাত্র জন্মান্তর নয়। দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি। সুতরাং কৌমার হতে যৌবন এবং যৌবন হতে জরা—এগুলিও তো জন্মান্তর—এ কারণে অস্পৃশ্যতা ঠিক ওভাবে জন্মগত হতেই পারে না যে!

তর্কভূষণ। সত্যিই বাবাজি! তুমি আমাকে আজ একটা নূতন দৃষ্টি দিয়েছ—আমি এই দৃষ্টি নিয়েই শাস্ত্রাদি অনুসন্ধান করবো। কিন্তু, অস্পৃশ্যদের হাতের জল খেতে হবে—একথাটা ভাব্‌লেই যেন শরীরের ভেতর কেমন কেমন করে ওঠে—

সোমনাথ। আমি স্বচক্ষে দেখেছি তর্কভূষণকাকা—আপনি এমন একটা অস্পৃশ্যের সঙ্গে বসে আহার করেন—যে জীবনে কখনো স্নান করে না, খেয়ে মুখ ধোয় না, এমন কি শৌচাচার বল্‌তে কোনো জ্ঞানই নেই তার—

তর্কভূষণ। বলো কি বাবাজী, আমি?

সোমনাথ। হ্যাঁ—আপনি।

তর্কভূষণ। কখখনো না—এটা তোমার একটা নির্জ্জলা মিথ্যা কথা। আমি আহার করি এমন লোকের সঙ্গে যে খেয়ে মুখ ধোয় না, জীবনে স্নান করে না? বলো কি?

সোমনাথ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি স্বচক্ষে দেখেছি—

তর্কভূষণ। স্বচক্ষে দেখেছ? আচ্ছা, বলো তা'হলে কে সে? তার নাম কি?

সোমনাথ। আপনাদের সেই কালো বেড়ালটা—পাতের উপর থেকে মাছের মুড়োটা যে নিয়ে যায়—সে কি খেয়ে মুখ ধোয়? আঁস্তাকুড় মাড়িয়ে এসে হাতে-পায়ে জল দেয়? এমন একটি

অনাচারী জীব আপনাদের হেঁসেলের অন্তরঙ্গ, আর আপনারা করেন অস্পৃশ্য ব'লে মানুষকে ঘৃণা ?

তর্কভূষণ। (ইতিপূর্ব্বেই উচ্চহাস্য করিয়াছিলেন) খুব ঘা দিয়েছ বাবাজী ! খুব ঘা দিয়েছ—

ব্যস্তভাবে দুলালচাঁদের প্রবেশ

দুলাল। ঠাকুরদা এদিকে যে ভয়ানক বিপদ—

সোমনাথ। কি হয়েছে দুলালচাঁদ ?

দুলাল। তোমার কথামত আমি সকালে যাদের পূজোর জিনিষ-পত্তর ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তারা সবাই আবার এবেলায় এসেছে। প্রায় দুই তিন গ্রামের লোকজন জুটিয়ে এনেছে। বাবা বিশ্বনাথের পূজো তারা দেবেই—

সোমনাথ। সে কি কথা দুলালচাঁদ ? না, না, তা তো হতে পারে না। মন্দিরের মালিক যখন আমি একা নই, তখন আমার অন্য অংশীদারের বিনা অনুমতিতে—এ কাজ তারা কিছুতেই করতে পারে না।

দুলাল। শিরোমণি-ঠাকুর এসে মন্দিরের দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়েছেন। তার সঙ্গে খুব বচসা হচ্ছে সকলের। জানো তো ঠাকুরদা ভদ্দরলোকের পা আর চাষালোকের হাত বড় হঠাৎ বেসামাল হয়ে পড়ে—

তর্কভূষণ। তা'হলে একটু শীগ্‌গীর চলো বাবাজী ! ঘটনা খুব গুরুতর হয়ে উঠ্‌তে পারে—বলা যায় না, চাষাভূষোর কাণ্ড !

সোমনাথ। চলুন—এসো দুলাল—

সকলের প্রস্থান।

শ্যামা বাহিরে আসিলেন

শ্যামা। (আকাশের দিকে চাহিয়া) এখন বেলা ক'টা? সন্ধ্যে লাগ্‌বার আর কত দেরি? হরনাথ!

হরনাথের প্রবেশ

হরনাথ। কি ছোট্‌ঠাকুমা?

শ্যামা। (একটা কলসী লইয়া) আমি নদীর ঘাটে জল আন্‌তে যাচ্ছি। আমাকে যদি আজ কুমীরে ধরে নিয়ে যায়, আর যদি ফিরে না আসি, তা'হলে তুই একা এ বাড়িতে থাকৃতে পারবি তো? ভয় করবে না?

হরনাথ। ইস্‌ তোমাকে যদি কুমীরে ধরে, তা'হলে সে কুমীরটাকে আমি নিশ্চয়ই গুলি করে মারবো!

মাধুরী—তাহার পিছনে রোরুদ্যমানা আদুরী এবং একটা
বিছানা ও বাক্সমাথায় রামা-চাকরের প্রবেশ

মাধুরী। (শ্যামার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া) সোমদা কোথায় জ্যাঠাইমা? যাবার সময় তাঁকেও একটা প্রণাম করে যাই জন্মের মত—

শ্যামা। ওকি অলক্ষুণে কথা মাধুরী! ও কথা শুন্‌লে আদুরী তো কাঁদবেই—ছিঃ! না আদুরী, তুমি কেঁদ না।

মাধুরী। সত্যিই জ্যাঠাইমা, আমি জন্মের মত যাচ্ছি! নবগ্রামে যাওয়া মানেই হচ্ছে আমার যমের বাড়ি যাওয়া—

হরনাথ। আমি একটু হাডুডুডু খেল্‌তে যাই—ছোট্‌ঠাকুমা।

শ্যামা। এসো— হরনাথের প্রস্থান।

আদুরী। দিদি! আমাকে কার কাছে রেখে যাচ্ছিস্? তুই ছাড়া আমার আর কে আছে? মরণকালে মা যে আমার হাত দু'খানা ধরে তোর কাছেই রেখে গিয়েছিল—(কাঁদিল)

মাধুরী। কিন্তু মা তো তখন জান্‌তো না—আমি এত শীগ্‌গীর বিধবা হবো—উঃ! হিন্দুঘরের বিধবা মেয়ে যেন একটা শিশুর চেয়েও নিরুপায় ও নিঃস্বহায়। জ্যাঠাইমা! তুমিই একটু আদুরীকে দেখো—ও যে কত ভালো মেয়ে তা'তো তুমি জানো?

শ্যামা। মাধুরী! আমার একটা অনুরোধ রাখবি?

মাধুরী। কি জ্যাঠাইমা?

শ্যামা। আজ আর তুই নবগ্রামে যাস্ নে। আমার সোমনাথ যদি আদুরীকে বিয়ে করে তাহলেই তো তোর মনে শান্তি হয়?

মাধুরী। না, না, জ্যাঠাইমা, ও কথাটা আমি আর কথখ্‌নো না।

শ্যামা। তুই না হয় নাই বল্‌লি—আমিও তো বুঝ্‌তে পারছি, সোমনাথের একটা বিয়ে-হওয়া দরকার! কিন্তু আমি তার সংসারটা আগ্‌লে ব'সে আছি ব'লেই সে বিয়ে করছে না। তার মা এখন কাশীতে, আমিও যদি একদিকে চলে যাই—তা'হলে তো সে একটা বিয়ে না করেই পারবে না—কে তার হরনাথকে দেখ্‌বে?

মাধুরী। কোথায় যাবে তুমি?

শ্যামা। কেন, আমার কি আর যাবার জায়গা নেই? আর যদি কোথায়ও যেতে না পারি, তাহ'লে তোর সন্ন্যাসী-জ্যাঠামশাইকে সঙ্গে নিয়ে তীর্থে তীর্থে ঘুর্‌লেও তো বাকি দিন কটা কেটে যাবে। একবার যখন তার সন্ধান পেয়েছি, তখন আর আমার ভাবনা কি?

রামা। আমি কি বাক্স-বিছানা মাথায় ক'রে দাঁড়িয়েই থাকবো?

শ্যামা। না রামচরণ তুমি বাক্স-বিছানা ফিরিয়ে নিয়ে যাও—আজ আর মাধুরীর যাওয়া হবে না! রামার প্রস্থান।

মাধুরী। সোমদা তোমাকে কোথায়ও যেতে দেবেনা জ্যাঠাইমা!

শ্যামা। আমি কি সোমনাথকে জানিয়ে যাব? আমি যে পালাবো আজই! আমাকে ছুঁয়ে বল্—সোমনাথকে তুই এসব কথা কিছুই বলবিনে?

মাধুরী। আচ্ছা বল্‌বো না। কিন্তু আজই কোথায় যাবে তুমি?

শ্যামা। তোর জ্যাঠামশাইয়ের কাছে।

মাধুরী। তিনি এখন আছেন কোথায়?

শ্যামা। সে কথাটা তো বল্‌বোনা মাধুরী! তিনি যে নিষেধ ক'রে গেছেন।

মাধুরী। আবার কবে আস্‌বে?

শ্যামা। সে কথা তোর জ্যাঠামশাই জানেন—

দুলালের স্কন্ধে দেহভার অর্পণ করিয়া রক্তাক্ত দেহে
সোমনাথের প্রবেশ

দুলাল। আমি ঠাকুরদাকে পাঁচশোবার বল্‌লাম অত ভিড় ঠেলে বাধা দিতে যেওনা—তা কিছুতেই শুন্‌লে না—

মাধুরী। কে সোমদাকে এমন করে মেরেছে দুলাল?

সোমনাথ। আমাকে কেউ মারেনি মাধুরী! তোমার বাবার মাথা লক্ষ্য করেই লাঠিটা মেরেছিল তারা—আট্‌কাতে গিয়ে আমার নিজের মাথাটাই ভেঙে ফেলেছি!

শ্যামা। হায় ভগবান! একি করলে?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—পল্লীপথ

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—ভৈরবী দাঁড়াইয়াছিলেন, পাশে জয়লাল কাঁদিতেছিল

জয়লাল। মা! আমি তো দাদাঠাকুরকে মারিনি—আমি লাঠিটা হেঁকেছিলাম শিরোমণির মাথা টেকে—হঠাৎ দাদাঠাকুর এসে লাফিয়ে পড়লেন—ঠেকাতে, আর অমনি লেগে গেল তার মাথায়—আমার তো তখন হুঁস্ ছিলনা!

ভৈরবী। মন্দিরে গিয়েছিলে দেবতার পূজো দিতে। সেখানে একটা লাঠি নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যটা কি? ছিঃ তোমরা এত অসভ্য!

জয়লাল। আমার কি হবে মা? আমি যে আর দাদাঠাকুরকে মুখ দেখাতেই পারবোনা—(কাঁদিল)

রাইচরণের প্রবেশ

রাইচরণ। কেমন ভৈরবী ঠাকরুণ—হয়েছে তো?

ভৈরবী। কি হয়েছে রাইচরণ?

স্মৃতিরত্নের প্রবেশ

স্মৃতিরত্ন। হবে আর কি? যার শীল, তার নোড়া—তারই ভাঙ্‌লো দাঁতের গোঁড়া!

ভৈরবী। শীলনোড়া তো সোমনাথের নয়, আমার! আমার মাথাটা যদি আজ কেউ ভাঙ্‌তে পারতো তাহলেই আমার আনন্দের সীমা থাক্‌তো না। আচ্ছা ঠাকুর! অস্পৃশ্যদের ছুঁৎ লাগ্‌লে তোমরা কেন মরবে, একথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? তোমাদের শক্তি কি এতই কম? তোমরা যদি শক্তিশালী হও—তা'হলে তোমাদের ছুঁৎ লেগে মরা-অস্পৃশ্যটাই বা কেন বেঁচে ওঠে না? (গাহিলেন)

ওরে, কোন্ নীতি তোর জাত বেজাতের মারামারির মূলে
যদি, কেউ ছুঁলে কেউ মরবে, কেন বাঁচবে না কেউ ছুঁলে?
মরণ-কাঠি, জীবন-কাঠি, দুই-কাঠি তোর কই!
বাঁচ তে কি তুই জান্‌বিনারে—শুধুই মরণ বই?
তুই, চোখ রাঙিয়ে মড়ার ওপর রইলি খাঁড়া তুই তুলে।
অল্প লাভে বহুর ক্ষতি করিস্ না তুই আর
মারলি যারে ভূত হ'য়ে সে ভাঙ্‌ছে রে তোর ঘাড়
তবু, শুক্‌নো ডালে দিন কাণা তুই রইলি বাদুড় ঝুলে!

একদিকে স্মৃতিরত্ন ও রাইচরণের প্রস্থান।

অন্যদিকে ভৈরবীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সোমনাথের শয়নকক্ষ

কাল—রাত্রি প্রায় সাড়ে চারটা

দৃশ্য—হরনাথ শুইয়া ছিল—মাধুরী শিয়রে বসিয়াছিল। ঘরে একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল।

হরনাথ। মাধুপিশি! ছোট্‌ঠাকুমা কি আর আস্‌বে না?

মাধুরী। কেন আস্‌বেনা বাবা? এখন তুমি একটু ঘুমোও—কাল সকালেই তিনি এসে তোমাকে কোলে নেবেন।

হরনাথ। আমাকে একটু সঙ্গে করে নদীর ঘাটে নিয়ে চলোনা—বাবার বন্দুক দিয়ে আমি সব কুমীরগুলোকে মেরে ফেল্‌বো—নিশ্চয়ই তারা আমার ছোট্‌ঠাকুমাকে নিয়ে গেছে—

মাধুরী। তোমার গাটা যে বড্ডই গরম হয়ে উঠেছে হরনাথ। এখন বাইরে গেলে ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, জ্বরটা আরো বাড়বে। রাত্তির তো প্রায় সাড়ে চারটে? ভোর হ'তে বেশী দেরি নেই—কাল সকালে গিয়েই তুমি কুমীরগুলো মেরে ফেলো—(নেপথ্যে সোমনাথ)

সোমনাথ। দুলাল! দোর খোল্—(মাধুরী দুয়ার খুলিল) একি মাধুরী তুমি এখানে? দুলাল কোথায়?

মাধুরী। বাইরের ঘরে গিয়ে শুয়ে আছে।

সোমনাথ। কিন্তু রাত্রিকালে তুমি এখানে—

মাধুরী। (হাসিয়া) কেন, তাতে কি হয়েছে সোমদা?

সোমনাথ। (স্বগত) হবে আর কি? তোমাদের সাহসও যত

ভয়ও তত! সোমদার বাড়িতে এসে রাত্রিবাস করতেও পারো—আবার মানুষের টিট্‌কারী শুন্‌লে গলায় দড়ি পরাতেও বিলম্ব করোনা! কী আশ্চর্য্য ভাবপ্রবণ জাত তোমরা।

মাধুরী। কি ভাব্‌ছ সোমদা?

সোমনাথ হ্যাঁ, মাধুরী! কাকীমাকে তো কোথায়ও খুঁজে পেলামনা? নদীর বাঁকে বাঁকে, জেলেদের ডেকে জাল ফেলেছি—ডুবুরী নাবিয়েছি—কিন্তু কই? ডুবেই যদি মরে থাকেন—লাশটা তো পাওয়া যাবে?

মাধুরী। কেন মিছেমিছি এত করছ সোমদা? আমি তো বল্‌ছি তিনি মরেননি। তার মুখেই কি শোনোনি তিনি জ্যাঠামশাইয়ের সন্ধান পেয়েছেন? খুব সম্ভব, তার সঙ্গে চলে গেছেন কোথায়ও।

সোমনাথ। অসম্ভব। কাকার সঙ্গেই যদি চলে গিয়ে থাকেন, তা'হলে আমাকে না ব'লে এভাবে পালিয়ে যাবেন কেন? কাকা তো বলেছিলেন—ফিরে এসে প্রথমে আমার সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবেন—তিনিই বা কেন চোরের মত নিযে যাবেন তাঁকে?

মাধুরী। তিনি যে ডুবে মরেছেন—এ কথাটা তোমার বিশ্বাস হল কি করে সোমদা—?

সোমনাথ। হরনাথ বল্‌ছে তাঁকে কুমীরে নিয়ে গেছে। এবং সেইটিই খুব সম্ভব বলে মনে হয়—

মাধুরী। (হাসিয়া) হরনাথের কথা শুনেই তুমি নদীর জল তোলপাড় করছ? ও মরা নদীতে কি কুমীর আছে সোমদা! তোমার বয়সে শুনেছ যে—এ গাঁয়ের কাকেও কখনো কুমীরে ধরেছে?

সোমনাথ। কুমীরে না ধরতে পারে, কিন্তু ডুবে মরতেও তো পারেন তিনি? কাকা জীবিত আছেন জেনে, যখন থেকে তিনি সধবা সেজেছেন—ঠিক তখন থেকেই বহু নির্য্যাতন সহ্য করতে হচ্ছে তাঁকে—আত্মগ্লানির ফলে, ডুবে মরাটাও তো খুব অসম্ভব নয়?

শিরোমণির প্রবেশ

শিরোমণি। মাধুরী! বলি তুই ভেবেছিস্ কি? কোন্ সাহসে তুই নিজের বাড়ি ফেলে—সোমনাথের বাড়িতে এসে রাত্রিবাস করছিস্?

মাধুরী। সোমদা তো বাড়িতে ছিলেননা বাবা? রামাকে সঙ্গে নিয়ে, আমি এসে দেখ্‌লাম—দুলাল হরনাথকে শান্ত করতে পারছেনা—কাঁদতে কাঁদতে ভয়ানক জ্বর হয়েছে তার—হরনাথকে এ অবস্থায় ফেলে, বাড়িতে গিয়ে তো ঘুমুতে পারলামনা আমি—তাই বিন্দুকে আদুরীর কাছে রেখে—হরনাথের কাছে এসে বসে আছি। এতে এমন কি দোষ হয়েছে বাবা!

শিরোমণি। দোষ হয়নি? তুই একটা বিধবা মেয়ে—তোর যদি কোন বিপদ ঘট্‌তো?

মাধুরী। সধবাই হোক্ আর বিধবাই হোক্—যে মেয়ে চোখ চেয়ে জেগে থাকৃতে পারে—তার কোনো বিপদ ঘটে না বাবা!

শিরোমণি। তুই ছাড়া কি সোমনাথের আর কোনো আত্মীয়-অন্তরঙ্গ নেই এ গাঁয়ে?

মাধুরী। থাকৃবেনা কেন, আছে। (হাসিয়া) জ্যাঠাইমা যদি মারা গিয়েই থাকেন—আর সোমদা যদি খুব ঘটা করে তাঁর একটা শ্রাদ্ধ

করতে পারে—তা'হলে দেখো, কত আত্মীয়-অন্তরঙ্গ এসে পায়ের ধুলো দেবেন এ বাড়িতে। আজ তো সোমদা তাঁদের নেমন্তন্ন করেন নি—আজ কেন আস্‌বেন তারা ?

শিরোমণি। ভোর হয়ে গেছে—লোকজানাজানি হবার আগেই—বাড়ি যাবি চল্—

মাধুরী। না আমি যাব না। হরনাথের গায়ে হাত দিয়ে দেখ জ্বরে তার গা'টা পুড়ে যাচ্ছে—

শিরোমণি। হতচ্ছাড়া মেয়ে! তুই তো কিছুই বুঝ্‌বিনে ? সোমনাথের কাকীমা মারা যান্‌নি। সে এখন যতই ঝোড়জঙ্গল ভাঙ্গুক আর নদীনালা তোলপাড় করুক, গাঁয়ের লোকের নজর সেদিকে নেই। তারা খোঁজ নিচ্ছে নটবর গেল কোথায় ?

মাধুরী। গাঁয়ের লোকের মুখে পোকা পড়্‌বে—জিভ্ খসে যাবে।

শিরোমণি। তাহলে তুই এখন বাড়ি যাবিনে ?

মাধুরী। না। (হরনাথকে কোলে লইল)

শিরোমণি। হুঁ। সোমনাথ! বুঝ্‌তে পেরেছি তুমি আমার মুখেও চুণ-কালি না দিয়ে ছাড়বে না—আচ্ছা—

প্রস্থান।

সোমনাথ। মাধুরী! যাও, বাড়ি যাও—আমি এখন এসেছি—আর তো তোমার কোন প্রয়োজন নেই এখানে ?

মাধুরী। সে কথা আমিই বুঝ্‌বো—আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি তোমার কাছে কোন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিনি সোমদা ?

সোমনাথ। তুমি তোমার নিজের ভালমন্দ বুঝ্‌তে পারছ না

মাধুরী ! সত্যিই লোকে তোমার এ সহৃদয়তাকে অন্য চোখে দেখ্‌বে। তোমার নামে যা, তা, কুৎসা রটাবে—

মাধুরী। থাক্ থাক্ আমাকে আর উপদেশ দিও না সোমদা, ঢের হয়েছে! আমার উপর যদি তোমার কোনো সহানুভূতি থাক্‌তো—তাহলে তুমি—(কাঁদিল)

সোমনাথ। আচ্ছা মাধুরী ! আমাকে একটা বিয়ে দেবার চেষ্টা না ক'রে—এই মাতৃহারা হরনাথের ভারটাই তুমি নাও না ?

মাধুরী। তাহলেই তুমি নিষ্কৃতি পাও, না ? আমার বাবার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে এ গাঁ থেকে পালিয়ে বাঁচ্‌তে পার—কি বলো ? এই তো তোমার কথা ?

সোমনাথ। আমাকে ভুল বুঝোনা মাধুরী ! আমার জীবনের লক্ষ্য যে কি তা' কি তুমি জাননা ?—তোমাকে তো আমি সবই বলেছি একদিন ! তুমি কি মনে করো—তোমার আর তোমার বৌদির উপর নবগ্রামের সেই অত্যাচারের কথা আমি এ জীবনে ভুল্‌তে পারবো ? কথ্‌খনো পারবো না। তবে আমার দৃষ্টি আজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে—সেই একটি মাত্র অত্যাচারকে কেন্দ্র ক'রে—আমি আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি—এ সমাজে মানুষের উপর মানুষের অত্যাচারের কোনো সীমাও নেই, সংখ্যাও নেই। এই সব অত্যাচারের একমাত্র প্রতীকার হচ্ছে—মানুষের মনুষ্যত্বকে জাগিয়ে তোলা ! ভেবে দেখো তো মাধুরী ! অস্পৃশ্য বলে মানুষকে ঘৃণা করা বা তাদের মনুষ্যত্ব-বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করাটা কি ভয়ানক অত্যাচার !

মাধুরী। (হাসিয়া) এত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তুমি একা দাঁড়িয়ে কি করবে সোমদা ! একটা সঙ্গিনী জুট্‌লে সেও তো তোমাকে

নানাভাবে সাহায্য করতে পারতো? অন্ততঃ তোমার শরীর ও মন সুস্থ রাখতে চেষ্টা করতো। হিন্দুঘরের মেয়েরা কি স্বামীর কোনো সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়?

সোমনাথ। বৌ এসে তার স্বামীর সাহায্য করবে—কিন্তু মাধুরী! বোন্ কি তার দাদাকে একটুও সাহায্য করতে পারে না? মাধুরী! সত্যিই আমি তোমাকে ছোটবোনের মতই ভালবাসি—কিন্তু তুমি—

সোমনাথের চোখ দুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল

মাধুরী। আমাকে ক্ষমা করো সোমদা—না, না, আমি তো তোমার চোখে কখনো জল দেখিনি—একি! তোমার পায় পড়ি তুমি চোখ দুটো মুছে ফেল—আজ থেকে ছোট বোনের মতই আমি তোমাকে সাহায্য করবো—এই দেখো সে দলিলটা নিয়ে এসেছি—

সোমনাথ। কোন্ দলিল? দেখি—

মাধুরীর নিকট হইতে দলিলটা দেখিল

সোমনাথ। (চিন্তিতভাবে দলিলখানা, মাধুরীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া) না, না, এ দলিলে আমার দরকার নেই—মাধুরী! আমি এখুনি আমার কাকার সন্ধানে চারদিকে লোক পাঠাবো। তোমার অনুমানটা মিথ্যা নাও হতে পারে। কাকার খোঁজ করলে বোধ হয় কাকীমারও খোঁজ পাওয়া যাবে আমি আসি। প্রস্থান।

মাধুরী। দুলাল!

দুলালের প্রবেশ

দুলাল। কি দিদিমণি—

মাধুরী। ভোর হয়ে গেছে—নদীতে গিয়ে স্নান করে, বেশ পবিত্র

ভাবে এক কলস জল নিয়ে এসো তো। শিরোমণি ঠাকুরের বিধবা-মেয়ে আমি, আজ আমি তোমার জলেই রান্নাবান্না করবো—দেখি এ গাঁয়ের লোক আমার কত অখ্যাতি রটাতে পারে—

দুলালের প্রস্থান।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। আমার জন্যেও দু'মুঠো চাল নিও দিদিমণি! জাত যখন যাবেই তখন মা-অন্নপূর্ণার রান্না খেয়েই যাক্—এখন, এদের ঘরে কিছু খাবার টাবার আছে? বড্ডই খিদে পেয়েছে যে! কাল রাত্রিটা কেটেছে—একেবারেই নিরম্বু উপবাসে!

ব্যস্তভাবে শিরোমণির প্রবেশ

শিরোমণি। কী সর্ব্বনাশ, কী সর্ব্বনাশ, শুনেছ রসিকমামা! দেশটা যে একেবারে অরাজক হয়ে উঠ্‌লো! একি সাংঘাতিক ঘটনা, বল তো?

রসিক। কি হয়েছে শিরোমণি?

শিরোমণি। ভাব্‌লেও শরীর শিউরে ওঠে! কী সর্ব্বনাশ! মাধুরী, শীগ্‌গীর বাড়ি চল্—

মাধুরী। কি হয়েছে বাবা?

শিরোমণি। খুন, খুন, সাংঘাতিক খুন—

মাধুরী। সে কি? কে কাকে খুন করেছে?

শিরোমণি। নবগ্রামের নবীনবাবুকে কে নাকি খুন করেছে—আমি এখুনি নবগ্রামে যাবো—

রসিক। তাই তো সাংঘাতিক ঘটনাই তো বটে! কিন্তু তুমি কেন নবগ্রামে যাবে শিরোমণি?

শিরোমণি। ওদিকে নবীনবাবু খুন—এদিকে আমার সেই দলিলখানাও নিখোঁজ! এই দুটো ঘটনার মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে—এখুনি আমাকে থানায় গিয়ে এজাহার দিতে হবে। (চারিদিকে চাহিয়া খুব নীচু সুরে) শোনো,—আমার বিশ্বাস—নিশ্চয়ই এ কাজটি করেছেন সোমনাথ। হয় তিনি নিজে আর না হয় তার নিযুক্ত কোনো লোকে, এই দুটি কার্য্যই করেছেন গত রাত্রে—

মাধুরী। বাবা, শান্ত হও। নবগ্রামের জমিদার খুন হয়েছে, তা'তে তোমার অতো অস্থিরতা প্রকাশ করা, ভাল দেখায় না। তোমার সেই দলিলখানার খোঁজ পেলেই তো হ'ল?

শিরোমণি। কোথায় সে দলিলের খোঁজ পাবো? এ দুটো ঘটনার মধ্যে যে একই লোকের হাত রয়েছে—তা' আমি স্পষ্টই বুঝ্তে পারছি। তুমি বাবাজিকে এ কথাটা বুঝিয়ে দিও—রসিকমামা, নবগ্রামের জমিদারকেই খুন করুক আর আমার দলিলখানাই চুরি করুক—জনার্দ্দন শিরোমণি বেঁচে থাক্তে তার কোন মতলবই সিদ্ধ হবে না। এই গাঁয়ে বাস করে যতদিন তিনি অহিন্দুর মত আচরণ করবেন—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বিধিব্যবস্থাগুলি অমান্য করবেন—ততদিন আমি তার পরম শত্রু!

মাধুরী। বাবা, এই যে সে দলিল।

শিরোমণি। ও দলিল তুই কোথায় পেলি?

মাধুরী। তোমার বাক্স থেকেই নিয়ে এসেছি—

শিরোমণি। কেন? কেন?

মাধুরী। মন্দিরে তোমার কোনো অধিকার নেই! এ দলিল আমি টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেল্‌ছি—

দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল

শিরোমণি। করলি কি?

মাধুরী। অধর্ম্মের বোঝা মাথায় নিয়ে তুমি যে নরকে ডুব্‌তে যাচ্ছ! তাই, তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌ছি বাবা।

শিরোমণি। দেখ্‌লে রসিকমামা! আচ্ছা—আমিও যে তোর বাবা, জনার্দ্দন শিরোমণি—তাও তোকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি— প্রস্থান।

রসিক। দিদিমণি! কাজটা ভাল হল না। কাগজের টুক্‌রোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে এখুনি পুড়িয়ে ফেল। এটা যে সোমনাথের বাড়ি! ওই দলিলের একটা টুক্‌রোও যদি এখানে কুড়িয়ে পাওয়া যায়, তাহলেই শিরোমণির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে—সে নিশ্চয়ই থানায় যাচ্ছে।

রসিক নিজেই কাগজগুলি কুড়াইয়া একটা প্লেটে রাখিলেন, তারপর তাহাতে একটা দেশলাই কাঠি ধরাইয়া দিলেন।

রসিক। দিদিমণি! কি আর বল্‌বো—এ দলিলটা যে কি তাতো জানো না—এটা একটা রেজেষ্ট্রী-করা জাল দলিল! পুড়িয়ে ফেল্‌লেও তো কিছু হবে না?

মাধুরী। জাল দলিল?

রসিক। হ্যাঁ—চোদ্দবছর আগে—তোমার এই রসিকদাই এ কীর্ত্তিটা করেছেন। তখন তোমার বাবার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। এখন সেই নবগ্রামের নবীন ছোক্‌রার কুপরামর্শেই উদ্দেশ্যটা

একেবারেই বদলে গেছে। সোমনাথকে তো সব কথা খুলে বল্‌তে পারিনি—তবু আমার মনে মনে উদ্দেশ্য ছিল—সোমনাথ যদি মামলা করতো—তাহলে আমি নিজে জেলে গিয়েও—শিরোমণিকে অপ্রস্তুত করতাম—সোমনাথকে জিতিয়ে দিতাম। কিন্তু সে তো তা করবে না—?

মাধুরী। একটা জাল দলিলের বলে আমার বাবা সোমদাকে এত লাঞ্ছনা দিচ্ছেন? না রসিকদা—এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না। তোমাদের কাউকে জেলে যেতে হবে না—মোকর্দ্দমায় কোন দরকার নেই। বাবা যদি আজই সোমদার সম্পত্তির উপর তার এই মিথ্যে দাবিটা পরিত্যাগ না করে—তাহলে আমি নিশ্চয়ই বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়ে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনশনে পড়ে থাক্‌বো—মেয়ে হয়ে বাবার এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো—আমি।

রসিক। তাতেও তোমার বাবা যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন তা'তো মনে হয় না মাধুদিদি!

মাধুরী। বেশ তো। আমি মরে গেলে আদুরীও বাঁচ্‌বে না, রসিকদা! তারপর আমার বাবা যেন—পরমসুখে বিষয়-সম্পত্তি ভোগদখল করেন।

রসিক। তা'তো করবেন, কিন্তু উপস্থিত আমার যে বড্ডই খিদে পেয়েছে, তার কি কোন ব্যবস্থা হ'তে পারে না দিদিমণি?

মাধুরী। কেন পারবে না রসিকদা? তুমি বসো এখানে, আমি তোমাকে কিছু নতুন গুড় ও টাট্‌কা মুড়ি এনে দি—

রসিক। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই আনো দিদিমণি! একটা বড় ধামীতে ক'রে এনো কিন্তু—

মাধুরী। (হাসিয়া) আচ্ছা— প্রস্থান।

এক কলস জল লইয়া দুলালের প্রবেশ

সে জলের কলসটা রোয়াকে রাখিল

রসিক। আজ শালা দুলালের হাতের জল খেয়েই জাতটা মরবে দেখ্‌তে পাচ্ছি! কিন্তু তোর কি আক্কেলরে শালা? তুই জল আন্‌লি কি করে?

দুলাল। দেখো গেঁজেল ঠাকুর! ফের যদি তুমি আমাকে শালা বলে গালাগাল দেবে—তা'হলে এই জলের কলস তোমার মাথায় ঢাল্‌বো কিন্তু!

রসিক। ওরে শালা শোন্—ভেবেছিস বুঝি দু'কলস জল খাওয়ালেই তুই জাতে উঠ্‌লি? তা' আর উঠ্‌তে হয় না। যতদিন এই রসিক গেঁজেল সত্যিই তোর বোন্‌কে বিয়ে না করছে, ততদিন—তুই যে দুলো, তুই সেই দুলো!

দুলাল। আমার বোন্ কি বলেছে তা শুনেছ?

রসিক। কি বলেছেরে?

দুলাল। বলেছে—ওই গেঁজেল-ঠাকুর ফের যদি কোন দিন এসে, আমাকে বিয়ে করতে চায়—তা'হলে আমি নিশ্চয়ই তার গলায় মালা পরিয়ে দেব—এবার আর কণ্ঠিবদল না করেই ছাড়বো না!

রসিক। (হাসিয়া) তাই নাকি? আচ্ছা, আজ তো তোর জল-খেয়ে জাতটা মরুক—তারপর কালই গিয়ে তার সঙ্গে মোলাকাৎ করবো একবার। কিন্তু সে শালী যে বেজায় ঠকে যাবে রে! আমার বয়স তো এখন বাষট্টি! তার বয়স যে মাত্তর সাত কি আট! সে যখন সতের কি আঠারোতে পড়বে—তখন আমাকে পেয়ে বস্‌বে বাহাত্তুরে!

দুলাল। কিন্তু তোমার জাতটা তো একেবারেই মরবে ?

রসিক। ওরে শালা! বাহাত্তরের পর কি আর মানুষের জাত থাকে ? জাতিভ্রষ্ট না হলে কেউ বাহাত্তর বছর বাঁচে না। মানুষের জাতের বালাই হচ্ছে, একুশের পর থেকে—একাত্তর পর্য্যন্ত, মাত্তর উনপঞ্চাশ বছর! এই সময়ে তাদের উনপঞ্চাশটি বায়ু অত্যন্ত প্রবল থাকে—

মাধুরী মুড়ি লইয়া আসিল

মাধুরী। কি বল্‌ছো রসিকদা ?

রসিক। শালা দুলালের সঙ্গে একটু জাতিতত্ত্ব আলোচনা করছি। দাও, দাও, মুড়ি ক'টি দাও দিদিমণি—জঠরাগ্নি অত্যন্ত জ্বলে উঠেছেন—উপস্থিত একটু ঠাণ্ডা করি। তারপর দুপুর বেলায়'তো জাতি ও ধর্ম্মের সপিণ্ডকরণটা এখানেই হবে ? ওরে শালা শোন্—বাজার থেকে কিছু ভাল মাছ আর দুধ নিয়ে আয়—জাতটা যদি মরে—তা'হলে ভাল খেয়েই মরুক্।

দুলাল। গলায় তোমাদের সুতো ক'গাছি যে কয়দিন আছে, সে কয়দিন তোমাদের ও পাকা জাত কিছুতেই মরবে না গেঁজেল ঠাকুর!

প্রস্থান।

মাধুরী। কাল সারারাত তুমি কোথায় ছিলে রসিকদা ?

রসিক। সে কথা পরে বল্‌বো। বলি, নবগ্রামের খবর শুনে তোমার বুকের জ্বালাটা একটু কমেছে তো ?

মাধুরী। কে তাকে খুন করেছে রসিকদা ?

রসিক। আঃ, তোমার কথাটাই বলনা আগে। প্রাণে এখন

একটু শান্তি পাচ্ছ তা'হলে? ওকি, মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলে যে?

মাধুরী। তুমিই কি রসিকদা—

রসিক। পাগলী নাকি? এই বুড়ো বয়সে আমি যাবো একটা মানুষ খুন করতে?

মাধুরী। রসিকদা! তোমার চোখ-মুখ দেখে আমার যেন মনে হচ্ছে—

রসিক। দিদিমণি নিশ্চয়ই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে—আজকে তোমার রান্না যা, হবে, তা' আমি বেশ বুঝতে পারছি। হয়তো, ডালেও নুন দেবে না, ঝোলেও ঝাল হবে না—হা হা হা—আমিই নাকি—হা হা হা।

মাধুরী। সত্যি বলো রসিকদা! তুমি কাল সারারাত কোথায় ছিলে?

রসিক। চুপ্ চুপ্—ওই যে তর্কভূষণ আর সোমনাথ এই দিকে আস্‌ছে—

সোমনাথ—তর্কভূষণের প্রবেশ

সোমনাথ। শুনেছেন রসিকদা! কে নাকি গতরাত্রে নবগ্রামের জমিদারকে খুন করেছে।

রসিক। হ্যাঁ ভায়া, তাই তো শুন্‌ছি। কিন্তু কি ভয়ানক কথা বলো তো? সত্যিই তো এ দেশটা একেবারে অরাজক হয়ে উঠ্‌লো! অত বড় একটা ক্ষমতাশালী জমিদারেরই যখন এই হাল হ'ল—তখন আমরা তো একেবারেই ম'রে ভূত!

তর্কভূষণ। আততায়ী ধরা না পড়লে—এটা একটা দুর্ভাবনার কথাই তো বটে!

সোমনাথ। আপনি সে দিন আমাকে কত কটু কথাই বল্‌লেন রসিকদা! আমি তাকে ক্ষমা করেছি বলে—আমাকে নিবীর্য্য ও ভণ্ড বলে গালাগালি দিলেন। কিন্তু দেখুন তো আজ সেই লম্পটের কি শাস্তিটাই হ'ল? তবু মানুষের এমন দুর্ব্বুদ্ধি কেন হয়?

রসিক। তা'তো বটেই! ভগবানের রাজ্যে তো অবিচার নেই? পাপীকে শাস্তি দেবার জন্যে তিনি যে দিনরাতই জেগে ব'সে আছেন। চোখ বুজ্‌বার ফুরসুৎটি পর্য্যন্ত নেই। তাই তো তাঁর এক নাম হচ্ছে—গুড়াকেশ-পরন্তপঃ! ভগবানের মহিমা তো আমরা সব সময় বুঝ্‌তে পারি না? তাই একটু বিচলিত হয়ে উঠি—কি বল হে তর্কভূষণ?

তর্কভূষণ। তা তো বটেই। কিন্তু রসিক মামা! মৃত্যুর লৌকিক সংজ্ঞার সঙ্গে শ্রীভগবানের কোনো সম্বন্ধই নেই—তিনি যে মৃত্যুকে একটা পরিবর্ত্তন ছাড়া আর কিছুই বলেন না। অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত! অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা?

সোমনাথ। দেখ্‌লে মাধুরী! পাপের কি পরিণাম?

রসিক। সে কথা যাক্, এখন তোমার কাকীমার খবর-টবর কিছু পেলে হে ভায়া?

সোমনাথ। না রসিকদা! খুব সম্ভব তিনি আত্মহত্যাই করেছেন।

তর্কভূষণ। তুমি তো খোঁজ করতে কোথাও বাকি রাখনি সোমনাথ—কিন্তু তাঁর দেহটাই বা কি হল? সেটার সন্ধান না পেলে তো তাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যাদি কিছুই হবে না।

সোমনাথ। কি আর করবো বলুন?

ক্রুদ্ধভাবে শিরোমণির প্রবেশ

শিরোমণি। মাধুরী! তুই নাকি আজ সোমনাথের বাড়িতে দুলালের জল দিয়ে রান্নাবান্না করছিস্? কথা বল্‌ছিস্ না যে? আমি শুন্‌তে চাই—এখুনি আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে যাবি কি না বল্‌—

মাধুরী। বাবা! আমার মাত্র একটি অনুরোধ যদি রাখো, তাহলেই যাবো, নইলে কিছুতেই যাবনা, আমাকে মেরে ফেল্‌লেও না।

শিরোমণি। কি অনুরোধ?

মাধুরী। তোমার পায় পড়ি বাবা! বিষয়-সম্পত্তির লোভটা ত্যাগ ক'রে সোমদার সঙ্গে তোমার বিবাদটা মিটিয়ে ফেল। তোমার তো কোনো পুত্র-সন্তান নেই বাবা! আদুরীকে বিয়ে দিলেই পরের ঘরে চলে যাবে। (কাঁদিয়া) আমি তো একটা বিধবা মেয়ে। আমার জীবনে তো আর কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাই নেই—বিষয়-সম্পত্তির কোনো প্রত্যাশাই তো করি না আমি। কার জন্যে তুমি এত অধর্ম্ম করছ?

শিরোমণি। অধর্ম্ম করছি?

মাধুরী। নিরুদ্দিষ্ট অংশীদারের নামে জাল দলিল রেজেষ্ট্রী করা, বা তার বিষয়-সম্পত্তি অধিকারের চেষ্টা করা কি অধর্ম্ম নয় বাবা?

শিরোমণি। কি আমি দলিল জাল করিছি? আমি একজন জালিয়াৎ? এ কথা তুই কোথায় পেলি? কে তোকে বলেছে তা' বল্‌—আমি তার জিভ্‌ টেনে ছিঁড়বো।

রসিক। (হাসিয়া) শিরোমণি! ইচ্ছে করিছি আজ তোমার এই মা-অন্নপূর্ণা অস্পৃশ্যের জল দিয়ে যে অমৃত রান্না করবেন—তদ্দ্বারাতে করে আমার এই রসনার একটু পরিতৃপ্তি সাধন করবো।

কিন্তু সেটাকে যদি তুমি তার আগেই ছিঁড়ে নাও—তাহলে তো ভয়ানক বিপদ! অন্ততঃ বিকেল পর্য্যন্ত একটু অপেক্ষা করো—

শিরোমণি। রসিক মামা!

রসিক। আর কেন শিরোমণি! ঘাড়ের ভূতটা তো নেবে গেছে, এখন আমার দিদিমণি যা বলেছে তাই করো—সোমনাথের সঙ্গে তোমার এ বিবাদ মিটিয়ে ফেল। তারপর তার সঙ্গে আদুরীর বিয়েটা দাও—আমাদের মত ইতর জন কিছু মিষ্টান্ন আস্বাদন করুক! কি বল হে তর্কভূষণ!

তর্কভূষণ। (সম্মতিসূচক ঘাড় দোলাইলেন)।

শিরোমণি। আমি আমার মেয়েকে ওই অনাচারী ম্লেচ্ছের হাতে কখ্‌খনো দেব না। মাধুরী! এখুনি যদি আমার সঙ্গে বাড়িতে ফিরে না যাস্—তা হলে এ জীবনে আমি আর তোর মুখ দেখ্‌বো না—

যাইতে উদ্যত

রসিক। শোনো, শোনো, শিরোমণি শোনো—

শিরোমণি। কি আবার শুন্‌বো? এরূপ বিবাহের প্রস্তাব করতে তোমারও লজ্জা করে না রসিক মামা? যার খুড়িটা পর্য্যন্ত একটা অস্পৃশ্য ছোট জাতের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে, তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব? আমি? কখখ্‌নো না—

সোমনাথ। (উত্তেজিত ভাবে) খুড়োমশাই! খুব সাবধান হয়ে কথাবার্ত্তা বল্‌বেন। বার বার আপনি যে আমার কাকীমার চরিত্র-সম্বন্ধে কুৎসিত ইঙ্গিত করছেন—বলুন—আমি জান্‌তে চাই—তার কি প্রমাণ পেয়েছেন আপনি?

শিরোমণি। বলি, তোমার বাড়িতে এসেছি ব'লে তুমি আমাকে মারবে নাকি ?

মাধুরী। বাবা! তুমি এখান থেকে এখুনি চলে যাও। আমার বিনীত অনুরোধ—এ জীবনে তুমি এই হতভাগিনীর মুখ আর দেখো না। আমিও চাই না, তোমাকে এ মুখ আর দেখাতে। পিতাই হও—আর ইষ্টদেবই হও! আমি যে নারী এ কথাটা তো ভুল্‌তে পারিনা বাবা! সতীলক্ষ্মী জ্যাঠাইমার সম্বন্ধে তুমি বার বার যে কুৎসিত কথা বল্‌ছ—তা' কানে শুন্‌লেও যে আমার মহাপাপ হবে—(কাঁদিল)

রসিক। (আত্মহারা ভাবে) শিরোমণি! মাধুরী তোমার মেয়ে নয়—মাধুরী তোমার মা—তোমার মা!

মাধুরী। রসিকদা! আমি এখুনি বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে যাচ্ছি। যতদিন পর্য্যন্ত আমার বাবার মতিগতি পরিবর্ত্তন না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমি সেখানে ধন্না দিয়ে পড়ে থাক্‌বো—অনাহারেই প্রাণত্যাগ করবো—

রসিক। শিরোমণি! শিরোমণি!

শিরোমণি। না না রসিক মামা! অমন মেয়ে আমার মরে মরুক। তবু আমি আমার ধর্ম্ম, বা আমার আজন্মের বিশ্বাস ত্যাগ করতে পারবো না। প্রস্থানোদ্যত।

রসিক। (শিরোমণিকে ধরিয়া) ওরে পরশুরাম! শেষে কি তুই মাতৃহত্যা করবি ?

পঞ্চমাঙ্ক

একটী দৃশ্য

স্থান—বিশ্বনাথ মন্দির

কাল—পূর্ব্বাহ্ণ—পূর্ব্বঘটনার দুই দিন পরে—

দৃশ্য—মাধুরী অনাহারে মন্দির-চত্তরে পড়িয়াছিল। আদুরী তাহার সেবা ও যত্ন করিতেছিল।

ভৈরবীর প্রবেশ

ভৈরবী। মাধুরী!

মাধুরী। এসো, এসো, মা ভৈরবী! তুমি কাছে থাক্‌লে, আমি বুকে কত বল পাই—প্রাণে কত শান্তি পাই—

ভৈরবী। আমি তো তোমার কাছেই আছি মাধুরী! কাল সারারাত যে আমি তোমার শিওরে বসে ছিলাম—তা' বোধ হয় তুমি জান না?

মাধুরী। জানি। তাই তো আমি মার কোলের শিশুটির মতই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম।

ভৈরবী। আজ ভোরে সোমনাথ কি এসেছিল তোমার সঙ্গে দেখা করতে?

মাধুরী। না। আমি শুনিছি—সোমদা নাকি আমার উপর

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। বোধহয় আমার সঙ্গে আর দেখা করবেন না।

ভৈরবী। কেন?

মাধুরী। আমার এরূপ অনাহারে মৃত্যুপণ ক'রাটা নাকি তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। আমি যে আমার বাবার মতিগতি পরিবর্ত্তন করতে চাই—একথাটা তিনি কেন বোঝেন না?

ভৈরবী। সোমনাথ মনে করেন—তোমার বাবার কোনো পরিবর্ত্তন অসম্ভব! সুতরাং তুমি কেন মরবে—এইটাই তার দুঃখ?

মাধুরী। বেশতো, আমার মত একটা বিধবার মৃত্যুতে দুঃখিত হওয়ার কি কারণ আছে তাঁর? বেঁচে-থেকে আমি কার কি উপকার করতে পারি?

সোমনাথের প্রবেশ

সোমনাথ। অন্তত আমার অনেক উপকার করতে পার মাধুরী! কিন্তু তুমি তা' করবে না। উপস্থিত যদি মাতৃহারা হরনাথকে তুমি কোলে তুলে নিতে—সংসারের সেই একটি-মাত্র বন্ধন হ'তে আমাকে মুক্তি দিতে পারতে, তাহলেই আমার যথেষ্ট উপকার করা হ'ত। তুমি তো আজ দু'দিন এখানেই পড়ে আছ—হরনাথের অবস্থার কথা তো কিছুই জান না?

মাধুরী। হরনাথ কেমন আছে, সোমদা?

সোমনাথ। ভাল নেই। তার জ্বরটা ক্রমেই বাড়ছে—আর যা' তা' ভুল বকছে। ডাক্তাররাও বলছেন—অবস্থা ভাল নয়। বোধহয় সে বাঁচবে না।

মাধুরী। (কাঁদিয়া উঠিল) সেকি কথা সোমদা!

সোমনাথ। ছুলালকে তার কাছে বসিয়ে রেখে এসেছি—তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। মাধুরী! আমি যে-আঘাত সহ্য করেছি—তার তুলনায় হরনাথের মৃত্যুটা আমার কাছে খুব বেশী-কিছু হবে না। তবে কাল সারারাত তন্দ্রার ঘোরে হরনাথ শুধু তোমাকেই ডেকেছে—তোমাকেই একবার দেখ্‌তে চেয়েছে—কিন্তু উপায় কি? আমি ভাবৃছি—মাতৃহারা হরনাথ যদি না বাঁচে তা'হলে তার এই অভাবের কথাটা আমার মনে একটা খোঁচা হয়েই থাকৃবে—আমি আসি— প্রস্থান।

মাধুরী। মা ভৈরবী! আমি এখুনি সোমদার বাড়ি যাব—আমার সঙ্গে তুমি একটু চলো—তোমার পায় পড়ি—

ভৈরবী। ছিঃ! এত সামান্য কারণে উতলা হওনা মাধুরী! নিজের সঙ্কল্পটা ভুলে যেওনা—

মাধুরী। তুমি কি বল্‌ছ ভৈরবীমা! তুমি কি জাননা, শুধু আমারি কারণে হরনাথ আজ মাতৃহারা? তার এ ক্ষতিপূরণ করতে যে আমি বাধ্য! সে আমাকে ডাকৃছে এ কথা শুনেও কি আমি—

ভৈরবী। হরনাথ তোমাকে ডাকৃছে না মাধুরী—ওই বিশ্বনাথই তোমাকে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন—তোমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা কতটুকু! মানুষের জন্মমৃত্যুর যিনি নিয়ন্তা—মিলন ও বিচ্ছেদ যাঁর সৃষ্টিলীলার মূল! তুমি যে তাঁরই পায়ে ধন্না দিয়ে পড়ে আছ। তাঁর যদি ইচ্ছা না-হয়, তুমি সেখানে ছুটে গেলেও হরনাথ বাঁচ্‌বে না। আবার তাঁর যদি ইচ্ছা হয়—তা'হলে তুমি সেখানে না-গেলেও হয়তো হরনাথ বেঁচে উঠ্‌বে—নিজেই ছুটে আস্‌বে তোমার কোলে।

মাধুরী। কিন্তু তুমি কি দেখনি—হরনাথের জন্যে সোমদার চোখে-মুখে কত উদ্বেগ ও আশঙ্কা!

ভৈরবী। সোমনাথ যে কেন তার কোনো সাধনাতেই সিদ্ধি-লাভ করতে পারছে না, তা তুমি জান না মাধুরী। সে ওই বিশ্বনাথকে বিশ্বাস করে না। সে সৎ, সে মহৎ, সে উদার! সে অতি জিতেন্দ্রিয় এবং সংসারী হয়েও একজন নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী! কিন্তু তার একমাত্র অভাব—সে ওই বিশ্বনাথে অবিশ্বাসী! সে বলে—বিশ্বনাথ নাকি মানুষের সৃষ্টি! অতএব মানুষ বিশ্বনাথের চেয়েও অনেক বড়। হয়তো তার এ ধারণা সত্যি! কিন্তু আমি জানি, যারা শুধু আত্ম-প্রত্যয় ও আত্মাভিমান নিয়েই চল্‌বে—তারা পদে পদে আহত হবে—তাদের জীবনটা শুধু অশান্তি ও অবসাদে ভ'রে উঠ্‌বে। ওই অসীম ও অনন্তের প্রতীক বিশ্বনাথের পায়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া—সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র মানুষের পক্ষে শান্তিলাভ করা একেবারেই অসম্ভব।

মাধুরী। তা'হলে আমি কি করবো?

ভৈরবী। শুধু বিশ্বনাথের পায়েই তোমার প্রার্থনা জানাও। কেঁদে কেঁদে তাঁকে বলো—তোমার বাবার মতিগতি যেন পরিবর্ত্তন হয়—হরনাথ যেন বেঁচে ওঠে—এবং অস্পৃশ্যগণও যেন এ মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায়।

গাহিলেন—

খোলো, খোলো, খোলো মন্দির দ্বার
ভক্তের ভগবান!
বলির রক্তে রঞ্জিত হতে দিওনা—
তব সোপান।
মঙ্গল-ঘট ভাঙে বুঝি হায়
কাঁপিতেছে বুক একি শঙ্কায়!
ঘিরে এল দিক ঝড়ে ঝঞ্ঝায়—
মিছে হল দীপদান।

অঞ্জলি ভরি রাঙা জবা যারা
আনিয়াছে তব দ্বারে,
ফিরায়ে দিওনা ভক্তির পূজা
যুক্তির অবিচারে !
শোনো ওই কোটি কণ্ঠে তাদের
মুক্তির জয়গান।

প্রস্থান।

হরনাথকে কোলে লইয়া সোমনাথের প্রবেশ

সোমনাথ। মাধুরী! আমি হরনাথকে নিয়ে এসেছি—সে একবার তোমার কোলে যেতে চায়—

মাধুরী। হরনাথ! বাবা আমার এসো—এসো—(কোলে লইলেন)

সোমনাথ। মাধুরী! আজ আমি তোমাকে গোটাকত কথা বল্‌তে চাই—

শিরোমণির প্রবেশ

শিরোমণি। থাক্ থাক্ বাবাজী! আর কোনো পরামর্শ নাই বা দিলে। ঢের হয়েছে। কানে শোনা তো দূরের কথা, আমরা কখনো ভাব্‌তেও পারিনি যে সন্তান তার পিতামাতার এত অবাধ্য হতে পারে!

তর্কভূষণের প্রবেশ

তর্কভূষণ। আর ভণ্ডামি করনা শিরোমণি! সন্তান অনাহারে শুকিয়ে মরলেও যে পিতার আহার-বিহারের কোন ত্রুটি হয় না—সে তো পিতা নয়—সে একটা ঘৃণিত পশু!

শিরোমণি। সাবধান তর্কভূষণ! কোথায় দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান করছ—সে কথাটা একবার ভেবো, আমিও এ মন্দিরের একজন মালিক!

তর্কভূষণ। আর বেশী দেরি নেই—তোমার যম এসেছে। এখুনি তোমার মালিকত্ব ঘুচিয়ে দেবে।

শিরোমণি। কে এসেছে—?

তর্কভূষণ। তোমার যম—স্বর্গীয় লোকনাথ রায়।

সোমনাথ। কে? আমার কাকা? কই, কই, কোথায় তিনি?

তর্কভূষণ। তোমাদের বাড়ীতেই বসে আছেন, তোমাকে ডাক্‌ছেন তুমি শীগ্‌গীর যাও— সোমনাথের প্রস্থান।

মাধুরী। হরনাথ! তুমি তোমার দাদামশাইকে দেখ্‌তে যাবে না?

শিরোমণি। না, না, লোকনাথ রায় কিছুতেই বেঁচে নেই। নিশ্চয়ই তার মৃত্যু হয়েছে—কারণ সোমনাথই তার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেছে। যে এসেছে—সে নিশ্চয়ই একটা জাল-মানুষ!

তর্কভূষণ। গ্রামবাসীরা তাকে চিন্‌তে পেরেছে হে! তোমার মত একটা জালিয়াতের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সবাই তো তাকে জাল মানুষ বল্‌বে না? তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে—পাঁচখানা গ্রামের অস্পৃশ্য হরিজন! লোকনাথ রায় নিজে দাঁড়িয়ে থেকে আজ তাদের সবাইকে মন্দিরে ঢোকাবে!

পুরোহিত বাহিরে আসিলেন

পুরোহিত। কি হয়েছে তর্কভূষণ মশাই?

তর্কভূষণ। কি আর হবে? জাত বাঁচাতে চাও তো মন্দির ছেড়ে পালাও—লোকনাথ রায় এসেছে—

পুরোহিত। (সবিস্ময়ে) কে? লোকনাথ রায়? তিনি যে স্বর্গীয়।

তর্কভূষণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বর্গীয় বলেই তো তোমাদের মত নারকীয় মহাপুরুষেদের মন্দির ছেড়ে পালাতে বল্‌ছি।

বাদ্যাদি সহকারে—ধূপ, দীপ, মঙ্গলকলস, পুষ্পাদি, নৈবেদ্য, পক্কফল প্রভৃতি লইয়া হরিজনগণের প্রবেশ—এবং তাহাদের পুরোভাগে সংসারী লোকের পোষাকে লোকনাথ ও সোমনাথ।

লোকনাথ। (হাত তুলিয়া বাদ্যাদি বন্ধ করিলেন) শিরোমণি! তুমি অবিলম্বে এই মন্দিরের ত্রিসীমানা থেকে বেরিয়ে যাও—বাক্যালাপ তো দূরের কথা, তোমার মুখ দেখ্‌তেও আমি ঘৃণা বোধ করি। (শিরোমণি ইতস্তত করিতেছিলেন) (লোকনাথ ধমক দিলেন) বেরিয়ে যাও—

শিরোমণির প্রস্থান।

মাধুরী। (কাঁদিয়া) আপনিই কি আমাদের জ্যাঠামশাই?

লোকনাথ। হ্যাঁ মা আমিই—

মাধুরী। আমি তো আপনাকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দেখ্‌লেও মনে নেই। আদুরী! চল—আমি জ্যাঠামশাইকে একটা প্রণাম করে আসি—

লোকনাথ। না, না, তুমি অতি দুর্ব্বল—আমিই আস্‌ছি তোমার কাছে।

মাধুরী। (প্রণামান্তে) জ্যাঠাইমা কই?

লোকনাথ। তিনি আসেন নি। তিনি এখন তার ভাইপোর

বাড়ীতেই আছেন। সোমনাথের একটা বিবাহ না হলে আর এ গাঁয়ে আসবেন না প্রতিজ্ঞা করেছেন—

অনুতপ্ত ভাবে শিরোমণির পুনঃপ্রবেশ

শিরোমণি। (পদধারণ করিয়া) আমাকে ক্ষমা কর লোকনাথদা!

লোকনাথ। ক্ষমা চাইতে পারছ? তোমার লজ্জা করছে না শিরোমণি? নিজের মেয়েটাকে পর্য্যন্ত মেরে ফেল্‌তে প্রস্তুত হয়েছ—তুমি কি মানুষ? যাক্ সে সব কথা। তোমার ব্যবহার আমি সবই ভুল্‌তে চেষ্টা করবো এবং তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণেই ক্ষমা করবো—আজ এই অস্পৃশ্যদের ফুল-জল ও নৈবেদ্যে—মাত্র একটি দিনের জন্যেও যদি বাবা বিশ্বনাথের পূজাটা তুমিই করো—

সোমনাথ। কাকা! এতে যে ওঁর ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর আঘাত করা হবে—

লোকনাথ। তুমি তো জানো না সোমনাথ—এই শিরোমণির প্রকৃতি কি? এদেশে যখন মুসলমানেরা রাজা ছিলেন তখন এদের গৃহভৃত্য-পরামাণিককে তাঁরা জোর করেই ধরে নিয়ে যেতেন, তখন এরা কথাটি বল্‌তো না। এদের পরামাণিকরা এখনও মুসলমানদের ক্ষৌরকার্য্য করতে পারে, কিন্তু নমশূদ্রাদির মুখে ক্ষুর ছোঁয়ায় না। আজও এরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর সুমুখে গিয়ে করজোড়ে দাঁড়ায়—কিন্তু এদেরই সেবারত হরিজনদের বলে—ঘরের বারান্দা থেকে নেবে দাঁড়াতে। এরা ভয় করে শুধু রক্তচক্ষুকে—যুক্তি বা তর্ককে মান্‌তে চায় না। শোনো শিরোমণি! আমি অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে জানি যাঁরা শুদ্ধাচারী ও শাস্ত্রজ্ঞ। তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি, এবং

তাঁদের পায়ের ধুলোও মাথায় নিই—কিন্তু তুমি তো তাদের কেউ নও। তোমার মত যারা অতি নীচ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন তারাই সমাজের বহু অনিষ্টের জন্য দায়ী! তোমাদের আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি—তুমি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও—তাহলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই জেলে পাঠাবো—কারণ তুমি একটা জালিয়াৎ!

দারোগা ও দুইজন পুলিশের প্রবেশ

দারোগা। দয়া করে এদিকে একবার আসুন সোমনাথবাবু! আপনাকে আমরা অ্যারেষ্ট্ করবো—

লোকনাথ। সে কি? কেন?

দারোগা। নবগ্রামের খুন-সম্পর্কে আমরা সোমনাথ বাবুকেই সন্দেহ করি। হয় তিনি নিজে, আর না হয় তার নিযুক্ত কোনো লোকে এ কার্য্যটি করেছে—

রসিকের প্রবেশ

রসিক। শিরোমণি! পুলিশের কাছে এ সন্দেহটা বোধ হয় তুমিই প্রকাশ করেছ? কিন্তু বাবাজী! তাতেও কোনো সুবিধে হল না। বুঝ্লেন দারোগাবাবু—নবগ্রামের জমিদারকে খুন করেছি আমি!

দারোগা। আপনি? বলেন কি? এই বুড়ো বয়সে—

রসিক। দারোগাবাবু! মানুষ কখনো বয়সে বুড়ো হয় না। আসুন দেখি আপনার সঙ্গে একটু পাঞ্জা কষি—

দারোগার হাতখানা ধরিয়া ভয়ানক চাপ দিলেন

দারোগা। (হাত ছাড়াইয়া লইয়া) উহুহুহু—হ্যাণ্ডকাপ্! (পুলিশদ্বয় রসিককে হ্যাণ্ডকাপ্ পরাইয়া দিল)

রসিক। হ্যাঁ আমাকেই হাতকড়া পরাও বাবা! মিছেমিছি কেন নিরপরাধীকে নিয়ে টানা-হ্যাচড়া করবে। কাল সন্ধ্যার পর এখান থেকে রওনা হয়েছি—নবগ্রামে পৌঁছিচি—রাত যখন প্রায় দশটা। খোঁজ নিয়ে জানলাম—বাবু এক বেশ্যালয়ে মদ খেয়ে মাতলাম করছেন। মুস্কিল-আসান সেজে অনেক রাত্রির পর্য্যন্ত পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলাম শেষে রাত্তির যখন দু'টো, মাতাল তখন একেবারেই বেহুঁস। সেই ফুরসুতে, ঢুকে পড়লাম তার ঘরে, এক জান্‌লা দিয়ে। তারপর বুকে একটা ছুরি বসিয়েই দে লম্বা। আর কি? ভোর হতেই এখানে এসে পৌঁছিচি— •

মাধুরী। (কাঁদিয়া) রসিকদা! তুমি কি?

রসিক। আমি মানুষ—দিদিমণি—আমি মানুষ! সোমনাথ নবীন যুবক! আবাব একটা বিয়ে করলেই সে সংসারী হ'তে পারবে। কিন্তু আমি যে বুড়ো মানুষ—তাতে আবার গেঁজেল! আমার সতীলক্ষ্মী মা-বোনের উপর কেউ অত্যাচার করেছে শুন্‌লে, আমার গাঁজার মাত্রা যে অত্যন্ত চড়ে যায় কিছুতেই মাথাটা ঠিক থাকে না। তাই হঠাৎ নেশার ঝোঁকে কাজটা করে ফেলিছি—শিরোমণিরও সব আশা ও ভরসা নষ্ট হয়ে গেছে! কি বলহে শিরোমণি?

লোকনাথ। আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পারছিনে রসিক মামা?

রসিক। কি আর বুঝ্‌তে চাও বাবাজী? আমিই নবগ্রামের নবীন বাবুকে খুন করিছি—যেহেতু তিনি তোমার সতীলক্ষ্মী

বৌমার উপর অত্যাচার করেছিলেন এবং আমার মাধুদিদির—উপরেও অত্যাচার করতে চেষ্টা করেছিলেন। তারপর বাবাজী শিরোমণির স্কন্ধে চেপে, তাকে একটা দানব তৈরি করে ছেড়েছেন—আর কেন শিরোমণি! এখন মেয়েটাকে বাঁচাও—ওই দেখো, মাধুরী মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে—আদুরীও কাঁদছে—তোমার প্রাণে কি সন্তানবাৎসল্য বলে কোনো জিনিষই নেই?

শিরোমণি ধীরে ধীরে মাধুরীর কাছে গেলেন

দারোগা। চলুন তা'হলে—আমি আর দেরি করতে পারিনা—

রসিক। বলি আর একটু দেরি করলে কি আপনার ফাঁসি কাঠে ঘুণ ধরবে? না, ফাঁসির দড়িটা পচে যাবে? মরবার আগে বাবা বিশ্বনাথকে একটা প্রণাম করে যাই—বাবা! বিশ্বনাথ! (প্রণাম) (প্রণামান্তে—) মাধুদিদি! আসি তা'হলে? এ জীবনে তো আর দেখাশুনো হবে না? আমার মত একটা হতভাগা গেঁজেলের কথা যে এ গাঁয়ের কারো মনে থাকবে না, তা' আমি জানি। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে যেওনা মাধুদিদি!

মাধুরী। রসিকদা! (কাঁদিল)

রসিক। ওকি! তুমিও কাঁদছ আদুদিদি? কাঁদো, কাঁদো—আমার জন্যে তোমরা সবাই একটু কাঁদো। আঃ খুব ভাল লাগছে আমার! দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলবে এমন আপন-জন আমার আর কে আছে? দারোগাবাবু! আমাকে এই গ্রামটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চলুন। আমার নিজের কোনো ঘর-দরজা বা ভিটেমাটি নেই সত্যি—কিন্তু আমি যে এই গাঁয়েই জন্মেছি—আমার এই জন্মভূমিকে যে আমি বড্ডই ভালবাসি! চলুন, চলুন, সবার সঙ্গেই একবার শেষ

দেখা করে যাই—(একান্তে) শোনো সোমনাথ! কে যে খুন করেছে তা' আমি মোটেই জানি না। তবে, যে খুন করেছে সে বেঁচে থাক্—আরো দু'একটা লম্পটকে খুন করুক! আমার তো দিন ফুরিয়ে এসেছে? আর কেন—এখন সরে পড়ি। চলুন—

দারোগা পুলিশ ও রসিকের প্রস্থান।

লোকনাথ। কী আশ্চর্য্য! সোমনাথ! নবগ্রামের নবীনবাবু যে বৌমার উপর এরূপ অত্যাচার করেছিল—এ কথাটা বোধহয় তোমার কাকীমাও জানেন না? জান্‌লে নিশ্চয়ই আমাকে বল্‌তেন—

সোমনাথ। না, কাকীমাকে আমি জান্‌তে দিইনি। আচ্ছা কাকা! রসিকদাকে কি বাঁচানো যায়না?

লোকনাথ। তিনি নিজেই যখন স্বীকার করছেন—তখন আর—তবে—হ্যাঁ তাঁর প্রাণভিক্ষা চাওয়া যেতে পারে—কিন্তু সে তো বিচারের পরে? দেখা যাক্। মা মাধুরী! তুমি এখন তোমার উপবাস ভঙ্গ করো। দেখ্‌ছনা, তোমার বাবা আজ অত্যন্ত অনুতপ্ত হয়ে পড়েছেন—মুখে তার আর কোনো কথাই বেরুচ্ছেনা—

মাধুরী। তর্কভূষণ কাকা বল্‌ছিলেন—আপনি নাকি এই মন্দিরে আজ অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার দেবেন?

লোকনাথ। হ্যাঁ, দেব।

মাধুরী। বেশ তো, তা'হলে তাদের ডাকুন—আমার বাবা আজ এই মন্দিরে দাঁড়িয়ে—প্রাণখুলে তাদের আশীর্ব্বাদ করুন—বিশ্বনাথের কৃপায় তারা যেন মানুষ হয়ে ওঠে! এই পবিত্র মন্দির থেকে অস্পৃশ্যতার কলঙ্ক আজ দূর হয়ে যাক্—তার পর আমি আমার উপবাস ভাঙ্‌বো।

লোকনাথ। আমি আজ ঘোষণা করছি—এই বিশ্বনাথ-মন্দির আজ হ'তে উচ্চনীচ নির্ব্বিশেষে হিন্দু-সাধারণের জন্যেই উন্মুক্ত থাকবে। দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই হচ্ছে—অপবিত্রকে পবিত্র করা এবং অনুন্নতকে উন্নত করা। চির পবিত্র মন্দির ও চিরশুদ্ধচিত্ত ব্রাহ্মণ, কখনো কারো স্পর্শে অপবিত্র হ'তে পারে না। হিন্দু তো দূরের কথা—যে কোনো মানুষ তার বাহ্যাভ্যন্তরের শুচিতা নিয়ে, হিন্দুর দেবতার সমীপবর্ত্তী হতে পারে, এবং ভক্তিপ্রণত চিত্তে তাঁর পায়ে অঞ্জলি দিতেও পারে।

অপবিত্রপবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপিবা
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ।

(প্রণাম করিলেন)

এস তোমরা আমার সঙ্গে—

অস্পৃশ্যেরা লোকনাথের পশ্চাতে সভয়ে ও সুশৃঙ্খলে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করিল এবং বিশ্বনাথকে প্রণাম করিয়া বহুবিধ উপচার নিবেদন করিতে লাগিল। শিরোমণি সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

লোকনাথ মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন

শিরোমণি। (মন্দির হইতে একটি পাত্রে চরণামৃত আনিয়া মাধুরীর মুখের কাছে ধরিলেন) মা মাধুরী, আমাকে ক্ষমা কর।

মাধুরী। ছিঃ ওকি কথা বাবা! আমি যে তোমার মেয়ে।

মাধুরী পান করিল শিরোমণি মন্দিরে ফিরিয়া
সকলকে চরণামৃত বিলাইলেন

মাধুরী। (সোমনাথের কাছে আসিয়া, একান্তে) সোমদা! তোমার বোনের কর্ত্তব্য করতে পেরেছি?

সোমনাথ। হ্যাঁ মাধুরী, আজ থেকে তুমিই হরনাথের মা। মাতৃহারা হরনাথ তোমার কাছেই রইল—আমি আসি।

মাধুরী। সেকি! তুমি কোথায় যাবে সোমদা?

সোমনাথ। কাকা বাড়িতে এসেছেন। আর তো আমার এ গাঁয়ে বসে থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই? আমার জীবনের একমাত্র ব্রত যে অস্পৃশ্যদের সেবা করা। তাই, আমি দেশে দেশে—অস্পৃশদের এই মুক্তির বার্ত্তা নিয়ে ঘুরে বেড়াব। কিন্তু রসিকদা মনে করেন—আমি আবার বিবাহ করে সংসারী হব। এটা যে তাঁর কত বড় ভুল—আপাতত তাই তাঁকে বুঝিয়ে দিতে যাচ্ছি—পারিতো প্রাণ দিয়েও তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করবো। আমি এখন আসি মাধুরী! আর যদি ফিরেই না আসি—হরনাথকে দেখো, কারণ আজ থেকে তুমিই তার মা!

মাধুরী। (ব্যস্তভাবে) সোমদা! সোমদা! হরনাথকে নিয়ে যাও—নিয়ে যাও—

সোমনাথ। না, না, না—

প্রস্থান।

মাধুরী। (কাঁদিয়া উঠিল) হরনাথ! তোর বাবাকে ফিরিয়ে আন্—ফিরিয়ে আন্—

ব্যস্তভাবে লোকনাথের প্রবেশ

লোকনাথ। কি হয়েছে মাধুরী!

মাধুরী। সোমদা যে জন্মের মত এগ্রাম ছেড়ে চলে গেল—তাকে ফিরিয়ে আনো—জ্যাঠামশাই! তাকে ফিরিয়ে আনো—

(মূর্চ্ছিত হইল)

যবনিকা পতন